পরিচয়

সাংবাদিকতায় সততা ও সাহসের প্রতীক ৩৩ বছর ধরে প্রকাশিত

New York Vol. 33, Issue 1662, Saturday, January 03, 2026 FREE www.parichoy.com

লক্ষ লক্ষ মানুষের শ্রদ্ধায় খালেদা জিয়াকে বিদায়

বিস্তারিত ০৯ পৃষ্ঠায়

আরো আছে...

■ মাদুরোকে মাদক ও অস্ত্র মামলায় অভিযুক্ত করল নিউইয়র্কের আদালত - ৫ম পাতায়

■ শান্তিপূর্ণ আন্দোলনকারীদের খুন করলে চুপ করে বসে থাকবে না আমেরিকা! - ইরানকে হুঁশিয়ারি ট্রাম্পের - ৬ষ্ঠ পাতায়

■ ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্টকে তুলে নিয়ে গেলো যুক্তরাষ্ট্র, জনগণকে শান্ত থাকার আহ্বান মন্ত্রীদের -৭ম পাতায়

■ যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে আলোচনায় আগ্রহী ভেনেজুয়েলা, আটকের আগে জানিয়েছিল মাদুরো-৭ম পাতায়

■ বাসচালক থেকে চাভেজের উত্তরসূরি, ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট মাদুরোর উপর ট্রাম্পের কেন এত রাগ-৭ম পাতায়

■ বাংলাদেশে ফের চলল গুলি! লক্ষ্য বিএনপি নেতা, খোকন দাসের মৃত্যুর দিনে খুন আরও এক প্রৌঢ় - ৮ম পাতায়

■ কোনও গোপন বৈঠক করিনি, ভারতীয় কূটনীতিকের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ হয়েছে'- বললেন জামাত প্রধান - ৮ম পাতায়

■ ৪১ বছর পরে বিএনপির শীর্ষপদে বদল! প্রয়াত খালেদা জিয়ার স্থানে দায়িত্ব নিচ্ছেন পুত্র তারেক রহমান -৯ম পাতায়

■ কূটনীতির মেরুকরণ: দিল্লি থেকে দূরে, ইসলামাবাদের কাছে ঢাকা? - ৯ম পাতায়

■ ৬ মাসে বাংলাদেশে পাঠিয়েছেন ১৬.২৬ বিলিয়ন ডলার - ১০ম পাতায়

ভেনেজুয়েলার শাসক কে হবেন, নির্ধারণ করবে যুক্তরাষ্ট্র, মাদুরোকে আটকের পর ট্রাম্প

বিস্তারিত ০৫ পৃষ্ঠায়

নিউইয়র্কের মেয়র মামদানির সামনে বড় ৪ চ্যালেঞ্জ

বিস্তারিত ০৫ পৃষ্ঠায়

বারী হোম কেয়ার
BARI HOME CARE YOUR HEALTH OUR CARE
Passion for Seniors of NY Inc.
চলমান কেস ট্রান্সফার করে বেশী ঘন্টা ও সর্বোচ্চ পেমেন্ট পাবার সুবর্ণ সুযোগ নিন
আমরা HHA ট্রেনিং প্রদান করি
আমরা HHA, PCA & CDPAP সার্ভিসেস প্রদান করি
মেডিকেইড প্রোগ্রামের আওতায় আপনজনের সেবা করে ঘরে বসে বছরে সর্বোচ্চ আয় করুন $৫৫,০০০
চাকুরী দরকার? আমরা কেয়ারগিভার চাকুরী প্রদান করি, কোন সার্টিফিকেটের প্রয়োজন নাই
Asef Bari (Tutul) C.E.O
Email: info@barihomecare.com www.barihomecare.com Cell: 631-428-1901
JACKSON HEIGHTS OFFICE:
72-24 Broadway, Lower Level, Jackson Heights NY 11372 | Tel: 718-898-7100
JAMAICA
169-06 Hillside Ave, 2nd Fl, Jamaica NY 11432 Tel: 718-291-4163
BRONX
2113 Starling Ave., Suite 201 Bronx NY 10462 Tel: 718-319-1000
LONG ISLAND
469 Donald Blvd, Holbrook NY 11741 Tel: 631-428-1901

আমরা PCA, HHA সার্ভিস দিয়ে থাকি
Aasha Home Care LHCSA
(718) 776-2717
(646) 744-5934

সাপ্তাহিক পরিচয় এর বিজ্ঞাপনদাতাদের পৃষ্ঠপোষকতা করুন

আলাদীন
Aladdin
২৯-০৬ ৩৬ এভিনিউ, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক ১১১০৬
Tel: 718-784-2554

সাপ্তাহিক পরিচয়ে বিজ্ঞাপন দিতে চাইলে যোগাযোগ: ৯১৭-৭৪৯-১১৭৯

PEOPLE N TECH
A Global Leader in IT Training, Consulting, and Job Placement Since 2005
EARN 100K TO 200K PER YEAR
• Selenium Automation Testing
• SQL Server Database Administration
• Business Analyst
PROVIDED JOBS TO 7000+ STUDENTS. 100% JOB PLACEMENT RECORD FOR THE LAST 17 YEARS.
Opportunity to get up to 50% scholarship for Bachelor's and Master's Degree as PeopleNTech Alumni from Partner University: www.wust.edu
WUST
Washington University of Science and Technology
Authorized Employment Agency by:
NYC
Consumer and Worker Protection
Certified Training Institute by:
SCHEV
NYS Proprietary School Education Department Licensed Supervision
If you are making less than 80k/yr, contact now for two weeks free sessions:
info@piit.us
1-855-JOB-PIIT(1-855-562-7448)
www.piit.us

ই-ভার্সন পেতে আপনার ইমেইল এড্রেস পাঠিয়ে দিন

parichoyny@gmail.com

“ কে কি বললেন ”

● “ভেনেজুয়েলার জনগণ আবারও স্বাধীন, দেশটির সাথে মার্কিন “অংশীদারিত্ব” ভেনেজুয়েলার জনগণকে “ধনী, স্বাধীন এবং নিরাপদ” করবে - মাদুরোকে একজন “অবৈধ স্বৈরশাসক” বলে অভিহিত করে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প।

● অভিযানের আগে ট্রাম্প মাদুরোকে একাধিকবার ‘বিকল্প পথ’ বা সমঝোতার সুযোগ দিয়েছিলেন - যুক্তরাষ্ট্রের ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্স

● “যখন প্রেসিডেন্ট (ট্রাম্প) কথা বলেন, তখন আপনার তাকে গুরুত্ব সহকারে নেওয়া উচিত।” - যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও

● ‘‘মাদুরো মধ্যস্থতায় যেতে চাননি। তাই পূর্ব প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী পদক্ষেপ করেছে আমেরিকা। এ বার ভেনেজুয়েলায় শান্তি ফিরবে। আমরা ভেনেজুয়েলায় শান্তি ফেরাব। রাজবন্দিদের মুক্তি দেওয়া হবে। নির্বাসিতেরা দেশে ফিরবেন।’’- ভেনেজুয়েলার বিরোধী নেত্রী নোবেল বিজয়ী মারিয়া কোরিনা মাচাদো

● মাদুরোকে আটক আন্তর্জাতিক আইনের লংঘন - ভেনেজুয়েলায় অভিযান চালিয়ে প্রেসিডেন্ট নিকোলা মাদুরোকে আটকের ঘটনার নিন্দা জানিয়ে নিউইয়র্ক সিটি মেয়র জোহরান মামদানি।

● ‘মরহুমা বেগম খালেদা জিয়ার জন্য তিন দিনের রাষ্ট্রীয় শোক সমাপ্ত হয়েছে। এই সময় দেশজুড়ে এবং বিদেশে অবস্থানরত শুভানুধ্যায়ীদের কাছ থেকে প্রাপ্ত ভালোবাসা, সমবেদনা ও দোয়া আমাদের পরিবারকে গভীরভাবে নাড়া দিয়েছে। -ফেসবুক পোস্টে তারেক রহমান

● যদি দলগুলো একসঙ্গে আসে, তাহলে আমরা সবাই মিলে বাংলাদেশে সরকার চালাবো - বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান।

● বাংলাদেশে আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে পরাজিত শক্তির বাধা সবাই একসঙ্গে মিলে মোকাবিলা করবো - অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান।

ভেনেজুয়েলার শাসক কে হবেন, নির্ধারণ করবে যুক্তরাষ্ট্র, মাদুরোকে আটকের পর ট্রাম্প

পরিচয় ডেস্ক: ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরোকে বন্দি করার পর দেশটির পরবর্তী শাসক কে হবেন, তা নির্ধারণে যুক্তরাষ্ট্র 'সক্রিয়ভাবে জড়িত থাকবে' বলে জানিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প।

টেলিফোনে ফক্স নিউজকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, 'অন্য কেউ ক্ষমতা দখল করে মাদুরো যা রেখে গেছেন, সেটাই চালিয়ে নেবে, এমন ঝুঁকি আমরা নিতে পারি না। তাই আমরা এখন সিদ্ধান্ত নিচ্ছি এবং এতে যুক্তরাষ্ট্র সক্রিয়ভাবে জড়িত থাকবে।' তবে ভেনেজুয়েলার পররাষ্ট্রমন্ত্রী দাবি করেছেন, মাদুরো এখনো দেশের বৈধ প্রেসিডেন্ট। অবিলম্বে তাকে দেশে ফেরত দেওয়ার দাবি জানিয়েছেন তিনি।

এদিন ট্রাম্প আরও জানান, মাদুরোকে আটকে মার্কিন বাহিনীর সামরিক অভিযানের পুরো প্রক্রিয়া তিনি ফ্লোরিডার মার-এ-লাগো রিসোর্টের একটি কক্ষ থেকে সরাসরি পর্যবেক্ষণ করেছেন। সেখানে তার সঙ্গে ছিলেন শীর্ষ সামরিক জেনারেলরা। ট্রাম্পের ভাষায়, এটি ছিল একটি 'জটিল ও উচ্চঝুঁকিপূর্ণ' অভিযান।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট বলেন, মাদুরো ও তার স্ত্রী সিলিয়া ফ্লোরেসকে যুক্তরাষ্ট্রের নৌবাহিনীর জাহাজ ইউএসএস ইও জিমাতে করে নিউইয়র্কে নেওয়া হচ্ছে।

তিনি আরও জানান, অভিযানের এক সপ্তাহ আগে মাদুরোর সঙ্গে তার কথা হয়েছিল। যুক্তরাষ্ট্রের ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্সও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে লিখেছেন, *বাকি অংশ ৪২ পৃষ্ঠায়*

নিউইয়র্কের মেয়র মামদানির সামনে বড় ৪ চ্যালেঞ্জ

পরিচয় ডেস্ক: ২০২৬ সালের প্রথম দিনে তীব্র ঠান্ডার মধ্যে হাজারো উচ্ছ্বসিত নিউইয়র্কবাসী ও প্রগতিশীল ডেমোক্র্যাট মিত্রদের ঘিরে নিউইয়র্ক সিটির নতুন মেয়র জোহরান মামদানি শহরের জন্য একটি নতুন গল্প বলার অঙ্গীকার করেন।

নিজের অভিষেক ভাষণে তিনি বলেন, সিটি হল নিরাপত্তা, সাশ্রয়ী জীবনযাপন ও সমৃদ্ধির একটি কর্মসূচি বাস্তবায়ন করবেড়যেখানে সরকার হবে সেই জনগণের মতো, যাদের সে প্রতিনিধিত্ব করে।

যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে ব্যয়বহুল শহরের নেতৃত্ব দেওয়ার প্রতিশ্রুতি হিসেবে তিনি সার্বজনিক শিশু যত্ন, বিনামূল্যের গণপরিবহন বাস ও সিটি পরিচালিত মুদি দোকানের মতো বড় পরিবর্তনের কথা বলেন। তবে এসব প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের পথে *বাকি অংশ ৩৮ পৃষ্ঠায়*

যুক্তরাজ্যে অবৈধ অভিবাসীবিরোধী অভিযান, ৫ বাংলাদেশি আটক

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাজ্যের হেরেফোর্ডশায়ারে অনিয়মিত অভিবাসনের বিরুদ্ধে পরিচালিত এক অভিযানে মুখোমুখি দুইটি রেস্তোরাঁ থেকে পাঁচ জনকে গ্রেপ্তার করেছে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ। গ্রেপ্তার হওয়া পাঁচ জনই বাংলাদেশি নাগরিক।

ব্রিটিশ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, হেরেফোর্ডের সেন্ট ওউন স্ট্রিটের 'জলসাগর' এবং 'টেস্ট অব রাজ' নামের রেস্তোরাঁয় গত ১১ ডিসেম্বর এই অভিযান চালানো হয়। অভিযানের নেতৃত্বে ছিল দেশটির ইমিগ্রেশন এনফোর্সমেন্ট-এর কর্মকর্তারা। রেস্তোরাঁ কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধেও আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

জানা গেছে, জলসাগর রেস্তোরাঁ থেকে একজন বাংলাদেশি পুরুষকে গ্রেফতার করা হয়। অভিবাসন সম্পর্কিত অপরাধে জড়িত সন্দেহে তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এর ঠিক পাশে থাকা টেস্ট অব রাজ নামের রেস্তোরাঁ থেকে আরো চার জন বাংলাদেশি পুরুষকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তাদের মধ্যে দুই জনের ভিসার মেয়াদ ফুরিয়ে গেছে। কিন্তু তারপরও তারা যুক্তরাজ্যে অবস্থান করছিলেন। অন্য দুই বাংলাদেশিকে জামিনের শর্ত ভঙ্গ করার কারণে গ্রেফতার করা হয়েছে। তবে, কোন মামলায়, কী শর্তে তারা জামিনে মুক্ত ছিলেন, তা নিয়ে কোনো তথ্য জানা যায়নি।

এই দুটি রেস্তোরাঁর বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী পরবর্তী ব্যবস্থা নিতে সংশ্লিষ্ট নথি সিভিল পেনাল্টি কমপ্লায়েন্স টিমের কাছে পাঠিয়েছে হোম অফিস। এর আগেও অনিয়মিত অভিবাসীদের কাজে নিয়োগ দেয়ার কারণে এই দুটি রেস্তোরাঁর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিয়েছিল সরকার।

ওই দুইটি রেস্তোরাঁর কর্তৃপক্ষের মন্তব্য জানতে যোগাযোগ করেছে ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসি। তবে, এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত তাদের কোনো সাড়া পাওয়া যায়নি।

ব্রিটিশ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক মুখপাত্র বলেন, 'অনিয়মিত অভিবাসীদের কাজের সুযোগ করে দেয়ার কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন সৎ নিয়োগদাতারা। কারণ, এর ফলে স্থানীয় মজুরি কমে যায়। এর মধ্য দিয়ে সংগঠিত অভিবাসন অপরাধকেও উসকে দেয়া হয়। এই সরকার তা সহ্য *বাকি অংশ ৪৪ পৃষ্ঠায়*

মাদুরোকে মাদক ও অস্ত্র মামলায় অভিযুক্ত করল নিউইয়র্কের আদালত

পরিচয় ডেস্ক: নজিরবিহীন সামরিক অভিযান চালিয়ে স্ত্রীসহ প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরোকে ভেনেজুয়েলা থেকে তুলে নেওয়ার পর তাকে মাদক ও অস্ত্রের মামলায় অভিযুক্ত করেছে যুক্তরাষ্ট্রের আদালত। আজ শনিবার নিউইয়র্কের সাদার্ন ডিস্ট্রিক্ট আদালতে তাকে অভিযুক্ত করা হয় বলে জানান মার্কিন অ্যাটর্নি জেনারেল প্যাম বন্ডি।

বন্ডির ভাষ্য অনুযায়ী, মাদুরোর বিরুদ্ধে 'মাদক-সন্ত্রাসবাদের ষড়যন্ত্র, কোকেন আমদানির ষড়যন্ত্র, মেশিনগান ও ধ্বংসাত্মক অস্ত্র রাখার অভিযোগ এবং যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে মেশিনগান ও ধ্বংসাত্মক অস্ত্র রাখার ষড়যন্ত্র'ড় এসব অভিযোগ আনা হয়েছে।

তিনি আরও বলেন, 'খুব শিগগিরই তারা যুক্তরাষ্ট্রের মাটিতে ও আদালতে আমেরিকান বিচারব্যবস্থার মুখোমুখি হবে।' তবে মাদুরোর স্ত্রীর বিরুদ্ধে কী অভিযোগ আনা হয়েছে, সে বিষয়ে তিনি বিস্তারিত জানাননি।

অ্যাটর্নি জেনারেল বন্ডি বলেন, 'এই দুই কথিত আন্তর্জাতিক মাদক পাচারকারীকে আটক করার জন্য যে অসাধারণ ও অত্যন্ত সফল অভিযান পরিচালিত হয়েছে, সে জন্য আমাদের সাহসী সামরিক বাহিনীর প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ।'

দেশ-বিদেশ থেকে ভালোবাসা ও সমবেদনা পরিবারকে গভীরভাবে নাড়া দিয়েছে ফেসবুক পোস্টে তারেক রহমান

সদ্য প্রয়াত বিএনপি চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে গতকাল শুক্রবার তিন দিনের রাষ্ট্রীয় শোক পালন শেষ হয়েছে। এই সময় দেশজুড়ে এবং বিদেশে অবস্থানরত শুভানুধ্যায়ীদের কাছ থেকে পাওয়া ভালোবাসা ও সমবেদনার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে আজ শনিবার (৩ জানুয়ারি) সন্ধ্যায় নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে পোস্ট করেছেন দলটির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান।

ফেসবুক পোস্টে তারেক রহমান লেখেন, 'মরহুমা বেগম খালেদা জিয়ার জন্য তিন দিনের রাষ্ট্রীয় শোক সমাপ্ত হয়েছে। এই সময় দেশজুড়ে এবং বিদেশে অবস্থানরত শুভানুধ্যায়ীদের কাছ থেকে প্রাপ্ত ভালোবাসা, সমবেদনা ও দোয়া আমাদের পরিবারকে গভীরভাবে নাড়া দিয়েছে। এই তিন দিনে আমরা আরও উপলব্ধি করেছি, আমার মা ভিন্ন-ভিন্ন মানুষের কাছে ভিন্ন-ভিন্ন তাৎপর্য বহন *বাকি অংশ ৪০ পৃষ্ঠায়*

পরিচয়
BANGLA WEEKLY THE PARICHOY

সম্পাদক: নাজমুল আহসান
Editor & Publisher: M. Najmul Ahsan
37-12, 75th Street, Suite 204, Jackson Heights, NY 11372, USA
Tel: 718.607.7014 | Fax: 718.559.4835
Email: parichoyny@gmail.com | web: www.parichoy.com

শান্তিপূর্ণ আন্দোলনকারীদের খুন করলে চুপ করে বসে থাকবে না আমেরিকা! - ইরানকে হুঁশিয়ারি ট্রাম্পের

পরিচয় ডেস্ক: মুদ্রাস্ফীতি এবং মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে নতুন করে বিক্ষোভ শুরু হয়েছে ইরানে। রাজধানী তেহরান-সহ দেশের বিভিন্ন এলাকায় পরিস্থিতি বেশ অশান্ত। রবিবার থেকে নিরাপত্তাবাহিনী ও বিক্ষোভকারীদের মধ্যে সংঘর্ষে অন্তত সাত জনের মৃত্যু হয়েছে।

সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা আয়াতোল্লা আলি খামেনেইয়ের বিরুদ্ধে বিক্ষোভে উত্তাল ইরান। নিরাপত্তাবাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে মৃত্যু হয়েছে অন্তত সাত জনের। সেই আবহেই এ বার ইরানকে কড়া হুঁশিয়ারি দিল আমেরিকা। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প জানিয়ে দিলেন, ইরান যদি শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভকারীদের হত্যা করে, তা হলে চুপ করে বসে থাকবে না আমেরিকাও।

শুক্রবার ট্রাম্প জানিয়েছেন, ইরানে যাঁরা শান্তিপূর্ণ ভাবে বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন, তাঁদের উপর যদি এ ভাবে হামলা চালানো হয়, তা হলে আমেরিকা তাঁদের উদ্ধারে এগিয়ে আসবে। সমাজমাধ্যম ট্রুথ সোশ্যালে একটি পোস্টে ট্রাম্প লিখেছেন, ''যদি ইরান নিরীহ বিক্ষোভকারীদের নির্মম ভাবে গুলি করে হত্যা করে, যেটা তাদের রীতি, তা হলে আমেরিকা তাদের বাঁচাতে আসবে। আমরা তৈরি রয়েছি। প্রয়োজনে আমরা যেতেও প্রস্তুত।''

সাম্প্রতিক বছরগুলিতে মূল্যবৃদ্ধি, খরা, নারী অধিকার, রাজনৈতিক মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ও ব্যক্তিস্বাধীনতা সম্পর্কিত একের পর এক বিক্ষোভ কড়া হাতে দমন করেছে ইরান সরকার। অনেক বিক্ষোভকারীর মৃত্যুও হয়েছে। গ্রেফতার হয়েছেন অনেকে। তবে সপ্তাহখানেক আগে মুদ্রাস্ফীতি এবং মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে নতুন করে বিক্ষোভ শুরু হয়েছে ইরানে। রাজধানী তেহরান-সহ দেশের বিভিন্ন এলাকায় পরিস্থিতি বেশ অশান্ত। রবিবার থেকে এখনও পর্যন্ত নিরাপত্তাবাহিনী ও বিক্ষোভকারীদের মধ্যে সংঘর্ষে অন্তত সাত জনের মৃত্যু হয়েছে বলে খবর। লোর্ডেগান, কুহদাশত এবং ইসফাহান-সহ একাধিক জায়গা থেকে বিক্ষোভকারীদের মৃত্যুর খবর এসেছে। নিহতদের মধ্যে এক নিরাপত্তাকর্মীও রয়েছেন। আহত অন্তত ২০ জন। বিক্ষোভ দমাতে ধরপাকড়ও শুরু হয়েছে। অশান্তি ছড়ানোর অভিযোগে অন্তত ৩০ জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

গত জুন মাসে ইরান-ইজরায়েল সংঘর্ষে সরাসরি জড়িয়ে পড়েছিল আমেরিকা। ইরানের তিনটি পরমাণুকেন্দ্র লক্ষ্য করে হামলা চালায় আমেরিকার সামরিক বাহিনী। সেই হামলার পর থেকে চাপে রয়েছে ইরানের পারমাণবিক ও *বাকি অংশ ৩৪ পৃষ্ঠায়*

তিন শহর থেকে ন্যাশনাল গার্ড প্রত্যাহার করছেন ট্রাম্প

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের তিন শহর থেকে ন্যাশনাল গার্ড প্রত্যাহার করছেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। মার্কিন শহরগুলোতে সামরিক বাহিনী মোতায়েনের কারণে একাধিক আইনি বাধার পর ট্রাম্প বুধবার জানিয়েছেন যে, তিনি শিকাগো, লস অ্যাঞ্জেলেস এবং পোর্টল্যান্ড থেকে ন্যাশনাল গার্ড সৈন্য প্রত্যাহার করছেন। খবর এএফপির।

এই রিপাবলিকান নেতা ক্ষমতায় আসার প্রথম বছরেই ডেমোক্র্যাট পরিচালিত বেশ কয়েকটি শহরে সৈন্য পাঠিয়েছিলেন। এই পদক্ষেপকে অবৈধ অভিবাসন এবং অপরাধের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা বলে অভিহিত করেন তিনি।

স্থানীয় নেতারা এই পদক্ষেপগুলোকে কর্তৃত্ববাদী সীমালঙ্ঘন বলে নিন্দা জানিয়েছেন এবং সফল আইনি চ্যালেঞ্জ শুরু করেছেন। গত সপ্তাহে মার্কিন সুপ্রিম কোর্ট শিকাগো ন্যাশনাল গার্ড মোতায়েনের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে।

ট্রাম্প তার ট্রুথ সোশ্যাল নেটওয়ার্কে বলেন, আমরা শিকাগো, লস অ্যাঞ্জেলেস এবং পোর্টল্যান্ড থেকে ন্যাশনাল গার্ড প্রত্যাহার করছি। যদিও এই শহরগুলোতে এই মহান দেশপ্রেমিক সৈন্যরা *বাকি অংশ ৩৪ পৃষ্ঠায়*

নববর্ষ উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানে সদ্য আঁকা যিশুর ছবি ২৭ লাখ ডলারে বেচলেন ট্রাম্প

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডা অঙ্গরাজ্যের পাম বিচ শহরে মার-এ-লাগো ক্লাবে এক জমকালো অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে নতুন বছরকে স্বাগত জানিয়েছেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। সেখানে যিশুখ্রিষ্টের একটি সদ্য আঁকা প্রতিকৃতি সাড়ে ২৭ লাখ ডলারে নিলামে বিক্রি করা হয়। নতুন বছরের সংকল্প হিসেবে পৃথি *বাকি অংশ ৩৪ পৃষ্ঠায়*

আপনার হাতে কেন কালশিটের দাগ? প্রশ্ন শুনে ট্রাম্পের জবাব চলুন, আমার স্বাস্থ্য নিয়ে আবার আলোচনা করি! কী কী বললেন

পরিচয় ডেস্ক: এর আগেও একাধিক বার ট্রাম্পের স্বাস্থ্য এবং শারীরিক সক্ষমতা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। গত নভেম্বরে ওভাল অফিসে বৈঠক চলাকালীন 'ঘুমিয়ে পড়া'র অভিযোগও উঠেছিল ট্রাম্পের বিরুদ্ধে। যদিও সেই অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছেন তিনি।

গত কয়েক মাসে একাধিক বার ব্যান্ডেজ দেখা গিয়েছে ডোনাল্ড ট্রাম্পের ডান হাতে। কখনও 'ক্ষত' ঢাকতে হাতে মেকআপের আস্তরণও চড়িয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। এর পর থেকেই ৮০ বছরে পা দিতে চলা ট্রাম্পের স্বাস্থ্য নিয়ে শুরু হয়েছে গুঞ্জন। সেই আবহে এ বার সব জল্পনা উড়িয়ে দিলেন ট্রাম্প নিজেই। জানিয়ে দিলেন, সম্পূর্ণ সুস্থ আছেন তিনি।

সংবাদমাধ্যম ওয়ালস্ট্রিট জার্নালকে দেওয়া একটি সাক্ষাৎকারে তাঁর স্বাস্থ্য নিয়ে অহেতুক জল্পনায় যারপরনাই বিরক্তি প্রকাশ করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। ট্রাম্প বলেন, ''আসুন, আমার স্বাস্থ্য নিয়ে ২৫তম বার কথা বলি! আমি একেবারে সুস্থ আছি। রক্তের ঘনত্ব কমাতে রোজ অ্যাসপিরিন নিতে হয় বলে আমার হাতে ক্ষত রয়েছে। এ বার আপনাদের প্রশ্নের উত্তর পেয়েছেন?'' ট্রাম্প আরও জানিয়েছেন, যখন তাঁর হাতে কালশিটে পড়ে যায়, তখন তিনি তা ঢাকতে মেকআপ কিংবা ব্যান্ডেজ ব্যবহার করেন। তবে ট্রাম্পের দাবি, তাঁর হাতের সাম্প্রতিক ক্ষতটি হয়েছে অ্যাটর্নি জেনারেল পাম বন্ডির সঙ্গে হাত মেলাতে গিয়ে! অসাবধানতাবশত অ্যাটর্নি জেনারেলের আংটিতে লেগে এই কাণ্ড ঘটেছে।

এর আগেও একাধিক বার ট্রাম্পের স্বাস্থ্য এবং শারীরিক সক্ষমতা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। গত নভেম্বরে ওভাল অফিসে বৈঠক চলাকালীন 'ঘুমিয়ে পড়া'র অভিযোগও উঠেছিল ট্রাম্পের বিরুদ্ধে। যদিও সেই অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছেন তিনি। তাঁর দাবি, তিনি কখনওই বৈঠক চলাকালীন ঘুমোননি। তবে অক্টোবরে তাঁর *বাকি অংশ ৪০ পৃষ্ঠায়*

'আমি খুবই রেগে গিয়েছি, এটা মোটেও ঠিক হয়নি'! পুতিনের বাসভবনে জেলেনস্কিরা 'হামলার চেষ্টা করেছেন' শুনে ক্রুদ্ধ ট্রাম্প

পরিচয় ডেস্ক: রাশিয়ার দাবি, পুতিনের বাসভবন লক্ষ্য করে ড্রোন হামলা চালিয়েছিল ইউক্রেনীয় সেনা। তবে সেই হামলা রুখে দেওয়া হয়েছে। যদিও সেই অভিযোগ অস্বীকার করেছে ইউক্রেন।

রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের বাসভবনে ইউক্রেন 'হামলার চেষ্টা' করেছে শুনে ক্রুদ্ধ আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ওই ঘটনা যে তিনি একেবারেই পছন্দ করছেন না, তা-ও স্পষ্ট করে দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। ট্রাম্প জানান, পুতিনের কাছ

থেকেই তিনি ঘটনার কথা শুনেছেন। এর পরেই কিছুটা অসন্তোষের সুরে বলেন, "আমি এটা একদমই পছন্দ করছি না। মোটেও ঠিক হয়নি। আমি খুবই রেগে গিয়েছিলাম।"

রাশিয়া এবং ইউক্রেনের মধ্যে প্রায় চার বছর ধরে যুদ্ধ চলছে। দফায় দফায় মধ্যস্থতার চেষ্টা করেও এই সংঘর্ষ থামাতে পারেননি ট্রাম্প। রবিবার রাতেও পুতিনের সঙ্গে ফোনে কথা বলেছেন ট্রাম্প। কী ভাবে যুদ্ধে ইতি টানা যায়, ট্রাম্প সেই চেষ্টাও করছেন বলে দাবি *বাকি অংশ ৩৪ পৃষ্ঠায়*

ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্টকে তুলে নিয়ে গেলো যুক্তরাষ্ট্র, জনগণকে শান্ত থাকার আহ্বান মন্ত্রীদের

পরিচয় ডেস্ক: ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরোকে যুক্তরাষ্ট্রের সেনারা তুলে নিয়ে যাওয়ার পর ভেনেজুয়েলাজুড়ে চরম উত্তেজনা তৈরি হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে জনগণকে শান্ত থ াকার আহ্বান জানিয়েছেন দেশটির স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও প্রতিরক্ষামন্ত্রী।

ভেনেজুয়েলার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী দিয়োসদাদো কাবেলো এক ভাষণে জনগণের উদ্দেশে বলেন, 'সবাই শান্ত থাকুন। আমাদের নেতৃত্বের ওপর আস্থা রাখুন। রাজনৈতিক ও সামরিক উচ্চপর্যায়ের নেতৃত্ব পরিস্থিতি সামাল দেবে।'
তিনি যুক্তরাষ্ট্রকে 'আগ্রাসী' ও 'সন্ত্রাসী শত্রু' হিসেবে আখ্যা দেন এবং দাবি করেন, দেশকে অস্থিতিশীল করাই এই হামলার উদ্দেশ্য।
জনগণকে হতাশায় না ভোগার আহ্বান জানিয়ে ভেনেজুয়েলান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, শত্রু চায় আতঙ্ক ও বিশৃঙ্খলা ছড়াতে। জনগণ যদি শান্ত থাকে, তাহলে তাদের সেই পরিকল্পনা ব্যর্থ হবে।
এদিকে ভেনেজুয়েলার প্রতিরক্ষামন্ত্রী ভ্লাদিমির পাদ্রিনো লোপেজ কঠোর বার্তা দিয়ে বলেন, ভেনেজুয়েলা কোনো অবস্থায়ই আত্মসমর্পণ করবে না। তিনি বলেন, 'আমরা জয়ী হবো, কোনো দরকষাকষি করবো না, হাল ছাড়বো না।'
প্রতিরক্ষামন্ত্রী জানান, ভেনেজুয়েলা একক লক্ষ্য সামনে রেখে ঐক্যবদ্ধ থাকবে। তার ভাষায়, 'আমাদের লক্ষ্য একটাইড়বিজয়। ভেনেজুয়েলার স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব কোনো দরকষাকষির বিষয় হতে পারে না।'
লোপেজ আরও বলেন, শত্রুপক্ষ পরিকল্পিতভাবে দেশে আতঙ্ক ছড়াতে চাইছে। সে কারণেই জনগণকে শান্ত ও ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে। একই সঙ্গে ভেনেজুয়েলার সংবিধান অনুযায়ী সশস্ত্র বাহিনীর সব শাখাকে সম্পূর্ণভাবে মোতায়েন করার ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। -সিএনএন

বাসচালক থেকে চাভেজের উত্তরসূরি, ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট মাদুরোর উপর ট্রাম্পের কেন এত রাগ

পরিচয় ডেস্ক: একটা সময় পর্যন্ত সংসার চালাতে বাস চালাতেন মাদুরো। ক্রমে ভেনেজুয়েলার বামপন্থী প্রেসিডেন্ট উগো চাভেজ□র ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠেন। ২০১৩ সালে চাভেজ□র মৃত্যুর পর ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট হন তিনি।
হুমকি-হুঁশিয়ারির পথে আর না-হেঁটে ভেনেজুয়েলার বিরুদ্ধে সরাসরি সামরিক অভিযান শুরু করে দিলেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরোকে বন্দি করে দেশছা□ড়া করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। মাদুরো এবং তাঁর স্ত্রী সিলিয়া ফ্লোরেস *বাকি অংশ ৩৪ পৃষ্ঠায়*

ভেনেজুয়েলায় যুক্তরাষ্ট্রের অভিযান, 'সশস্ত্র আগ্রাসন' বলল রাশিয়া, সংলাপে বসার আহ্বান

পরিচয় ডেস্ক: ভেনেজুয়েলায় যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক অভিযানের তীব্র নিন্দা ও গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে রাশিয়া। এ ঘটনাকে মার্কিন 'সশস্ত্র আগ্রাসন' বলে আখ্যা দিয়ে বিবৃতি দিয়েছে রুশ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

এ ধরনের পদক্ষেপকে বৈধতা দেওয়ার জন্য যেকোনো 'অজুহাতই অগ্রহণযোগ্য' বলে জানিয়েছে মস্কো। এছাড়া ভেনেজুয়েলা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখছে রাশিয়া।
একই সঙ্গে ভেনেজুয়েলার প্রতি সংহতি পুনর্ব্যক্ত করে দেশটির বলিভারীয় নেতৃত্বের জাতীয় স্বার্থ ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার অবস্থানকে পূর্ণ সমর্থনের কথা জানিয়েছে রুশ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। পাশাপাশি ভেনেজুয়েলাকে স্বাধীনভাবে নিজের ভবিষ্যৎ নির্ধারণের অধিকার থাকতে হবে বলে জোর দিয়েছে রাশিয়া।
এক বিবৃতিতে রাশিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, লাতিন আমেরিকাকে অবশ্যই 'শান্তির অঞ্চল' হিসেবে বজায় রাখতে হবে। বর্তমান পরিস্থিতিতে সবচেয়ে জরুরি হলো উত্তেজনা আরও না বাড়ানো এবং সংলাপের মাধ্যমে সংকট থেকে বেরিয়ে আসার পথ খোঁজা।
বিবৃতিতে আরও বলা হয়, ভেনেজুয়েলাকে তার ভবিষ্যৎ নিজেই নির্ধারণের অধিকার নিশ্চিত করতে হবে এবং বাইরের কোনো ধ্বংসাত্মক *বাকি অংশ ৩৪ পৃষ্ঠায়*

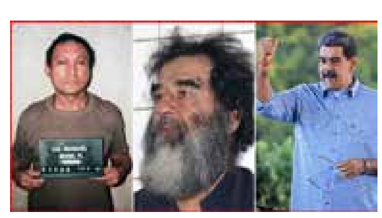

যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে আলোচনায় আগ্রহী ভেনেজুয়েলা, আটকের আগে জানিয়েছিল মাদুরো

পরিচয় ডেস্ক: ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরো বলেছেন, মাদক পাচার ও তেল ইস্যুতে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে আলোচনায় বসতে তার সরকার প্রস্তুত। তার সরকারের ওপর যুক্তরাষ্ট্রের চাপ বাড়ার কয়েক সপ্তাহ পর তিনি এ কথা বলেন।
ভেনেজুয়েলার রাষ্ট্রীয় টেলিভিশনকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে মাদুরো বলেন, যুক্তরাষ্ট্র চাইলে যেখানেই হোক, যখনই হোক তিনি সংলাপে বসতে প্রস্তুত।
তবে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের এক বক্তব্য প্রসঙ্গে প্রশ্ন এড়িয়ে যান মাদুরো। ট্রাম্প দাবি করেছিলেন, যুক্তরাষ্ট্র ভেনেজুয়েলায় একটি নোঙর স্থাপনায় হামলা চালিয়েছেড়যা দেশটির ভেতরে প্রথম হামলা এবং এটি নাকি সিআইএ পরিচালিত।
গত তিন মাস ধরে যুক্তরাষ্ট্রের বাহিনী ক্যারিবীয় সাগর ও পূর্ব প্রশান্ত মহাসাগরে মাদক পাচারের সন্দেহে বিভিন্ন নৌযানে

হামলা চালাচ্ছে।
ট্রাম্প প্রশাসনের ঘোষিত মাদকবিরোধী যুদ্ধ-এর অংশ হিসেবে *বাকি অংশ ৩৪ পৃষ্ঠায়*

ভেনেজুয়েলায় ঢুকে মাদুরোকে অপহরণ: আমেরিকার এই ডেল্টা বাহিনী কী? কী কী কাজে এদের ব্যবহার করে পেন্টাগন?

পরিচয় ডেস্ক: আমেরিকার এই বাহিনী তৈরি হয় ১৯৭৭ সালে। পরিচালিত হয় নর্থ ক্যারোলাইনার ফোর্ট ব্র্যাগ থেকে। ব্রিটিশ সেনার '২২তম স্পেশ্যাল এয়ার সার্ভিস রেজিমেন্ট'-এর সঙ্গে এর কর্মপদ্ধতির অনেকটা মিল রয়েছে।

আমেরিকার সেনার এক বিশেষ ইউনিট ডেল্টা বাহিনী। ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরোকে বন্দি করতে এই বাহিনীকেই পাঠিয়েছিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড *বাকি অংশ ৭ পৃষ্ঠায়*

মাদুরোর আগে আর কোন কোন সরকারপ্রধানকে বন্দি করেছিল যুক্তরাষ্ট্র?

পরিচয় ডেস্ক: ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরো ও তার স্ত্রীকে বন্দি করেছে যুক্তরাষ্ট্রড়মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের এমন ঘোষণায় বিশ্বজুড়ে তীব্র আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে। ট্রাম্প বলেছেন, ভেনেজুয়েলায় 'বৃহৎ পরিসরের' হামলার মধ্যে এই 'আটক অভিযান' চালানো হয়েছে। যদিও এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য এখনো প্রকাশ করেনি ওয়াশিংটন।
মাদুরোকে বন্দি করার খবর অতীতের কয়েকটি বহুল আলোচিত ঘটনার স্মৃতি ফিরিয়ে এনেছে, যখন যুক্তরাষ্ট্র অন্য দেশের শীর্ষ নেতাদের ধরে *বাকি অংশ ৩৪ পৃষ্ঠায়*

বাংলাদেশে ফের চলল গুলি! লক্ষ্য বিএনপি নেতা, খোকন দাসের মৃত্যুর দিনে খুন আরও এক প্রৌঢ়

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশে বিএনপি নেতাকে গুলি করে খুন। ঘটনাস্থল যশোরের শঙ্করপুর। শনিবার সন্ধ্যার ঘটনা। বাংলাদেশের সংবাদমাধ্যম 'দৈনিক প্রথম আলো' সূত্রে জানা গিয়েছে, যশোর পুরসভার ৭ নম্বর ওয়ার্ডে দলের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ছিলেন আলমগীর হোসেন। সন্ধ্যা ৭টা নাগাদ তিনি মোটরসাইকেলে করে বাড়ি ফিরছিলেন। সেই সময়েই তাঁকে লক্ষ্য করে গুলি চালিয়ে চম্পট দেয় দুষ্কৃতীরা।

হাসপাতালে নিয়ে গেলে তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন চিকিৎসক। হাসপাতালের জরুরি বিভাগের তরফে জানানো হয়েছে, আলমগীরের মাথার দু'পাশে দু'টি গুলির ক্ষত রয়েছে।

ঘটনায় কে বা কারা জড়িত, তা জানতে ইতিমধ্যেই সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখা হচ্ছে। যশোর-৩

আসনের বিএনপি প্রার্থী অনিন্দ্য ইসলাম হাসপাতালে এসে মৃতের আত্মীয়দের সঙ্গে কথা বলে শোক প্রকাশ করেন।

উল্লেখ্য গত বুধবার রাতে শরীয়তপুরের ডামুড্যা এলাকার বাসিন্দা ব্যবসায়ী খোকনের উপর হামলা করে একদল জনতা। অভিযোগ, প্রথমে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কোপানো হয় তাঁকে। তার পরে পেট্রল জাতীয় কিছু দ্রব্য তাঁর গায়ে ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। ঘটনার পরে দগ্ধ অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করে স্থানীয় বাসিন্দারাই নিয়ে যান শরীয়তপুর সদর হাসপাতালে। পরে সেই রাতেই তাঁকে স্থানান্তর করা হয় ঢাকা মেডিক্যাল কলেজে। সেখানে বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি বিভাগে ভর্তি ছিলেন। শনিবার সকালে হাসপাতালেই মৃত্যু হয় তাঁর। সংবাদসুত্র ঢাকার দৈনিক প্রথম আলো ও আনন্দবাজার.কম

জামায়াতের সঙ্গে জোট: এনসিপিতে বড় ভাঙন, সাত দিনে ৯ কেন্দ্রীয় নেতার পদত্যাগ

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর নেতৃত্বে ১০ দলের নতুন রাজনৈতিক জোটে যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্তকে কেন্দ্র করে বড় ধরনের অস্থিরতা ও ভাঙনের মুখে পড়েছে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)। গত এক সপ্তাহে দলটির অন্তত ৯ জন কেন্দ্রীয় নেতা পদত্যাগ করেছেন। পদত্যাগকারী নেতাদের অভিযোগড়দলটি জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের চেতনা *বাকি অংশ ৪৭ পৃষ্ঠায়*

ফের খুন বাংলাদেশে! ধারালো অস্ত্র দিয়ে কোপানোর পর জ্বালিয়ে দেওয়া হয় শরীয়তপুরের খোকন দাসকে, মৃত্যু শনিবার

পরিচয় ডেস্ক: প্রথমে ধারালো অস্ত্র দিয়ে খোকনকে কোপানো হয় বলে অভিযোগ। তার পরে জখম খোকনের গায়ে পেট্রল-জাতীয় কিছু দ্রব্য ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। হামলার তিন দিনের মাথায় মৃত্যু হল তাঁর।

ময়মনসিংহের পরে এ বার শরীয়তপুর। প্রায় একই ভাবে আরও এক যুবককে খুনের অভিযোগ উঠল বাংলাদেশে। ধারালো অস্ত্র দিয়ে কোপানোর পরে তাঁর গায়ে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল উন্মত্ত জনতা। হামলার তিন দিনের মাথায়, শনিবার হাসপাতালে মৃত্যু হল বাংলাদেশের শরীয়তপুর জেলার খোকনচন্দ্র দাসের।

গত বুধবার ৩১ ডিসেম্বর রাতে শরীয়তপুরের ডামুড্যা এলাকার বাসিন্দা ব্যবসায়ী খোকনের উপর হামলা করে একদল জনতা। অভিযোগ, প্রথমে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কোপানো *বাকি অংশ ৪০ পৃষ্ঠায়*
হয় তাঁকে। তার পরে
পেট্রল জাতীয় কিছু দ্রব্য তাঁর গায়ে ঢেলে

আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। ঘটনার পরে দগ্ধ অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করে স্থানীয় বাসিন্দারাই নিয়ে যান শরীয়তপুর সদর হাসপাতালে। পরে সেই রাতেই তাঁকে স্থানান্তর করা হয় ঢাকা মেডিক্যাল কলেজে। সেখানে বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি বিভাগে ভর্তি ছিলেন। শনিবার ৩রা জানুয়ারী সকালে হাসপাতালেই মৃত্যু হয় তাঁর।

বাংলাদেশের তরুণ নেতা ওসমান হাদির মৃত্যুর পর থেকে সে দেশের পরিস্থিতি নতুন করে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। বিভিন্ন জায়গায় ভাঙচুর এবং তাণ্ডব চলে। ওই সময়েই ময়মনসিংহে হামলা হয় দীপু দাস নামে এক যুবকের উপর। তাঁকে হত্যার পরে দেহে আগুন জ্বালিয়ে দেয় একদল উন্মত্ত জনতা। দীপুহত্যায় বিচারের দাবিতে সরব হয় নয়াদিল্লিও। সংখ্যালঘুদের পরিস্থিতি নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করে ভারত সরকার। যদিও বাংলাদেশের অন্তর্বতী সরকার ময়মনসিংহের ঘটনাকে একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা বলেই ব্যাখ্যা করছিল।

এরই মধ্যে বাংলাদেশে ফের এক যুবককে খুনের অভিযোগ উঠল শরীয়তপুরে। জানা যাচ্ছে, বুধবার ৩১ ডিসেম্বর রাতে দোকান বন্ধ করে সারা দিনের রোজগারের টাকা নিয়ে অটোরিকশায় বাড়ি ফিরছিলেন খোকন। সেই সময় *বাকি অংশ ৪০ পৃষ্ঠায়*

এনসিপির নেত্রীদের পদত্যাগ বা সরে দাঁড়ানো, জামায়াতের সঙ্গে ঐক্যই কী কারণ

পরিচয় ডেস্ক: জামায়াতে ইসলামীর নেতৃত্বাধীন জোটের সঙ্গে এনসিপির আসন নিয়ে সমঝোতার প্রেক্ষাপটে দলটির নারী সদস্যদের ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া দেখা গেছে। পরিচিত মুখ ও সম্মুখ সারির অন্তত দুজন এনসিপি থেকে পদত্যাগ করেছেন। কেউ কেউ নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন। জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের যে নারী সদস্যরা এনসিপি গঠনের সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন, তারা যখন এ ধরনের প্রতিক্রিয়া দেখাচ্ছেন, তা দলটিকে *বাকি অংশ ৪৬ পৃষ্ঠায়*

কোনও গোপন বৈঠক করিনি, ভারতীয় কূটনীতিকের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ হয়েছে'-বললেন জামাত প্রধান

পরিচয় ডেস্ক: প্রেসজামাত প্রধান শফিকুর রহমানের দাবি, দুই ভারতীয় কূটনীতিকের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাতের বিষয়টি তিনি প্রচারে আনতে চাইলেও নয়াদিল্লির প্রতিনিধিরা তাঁকে গোপনীয়তা বজায় রাখার অনুরোধ জানিয়েছিলেন।

সংবাদমাধ্যম রয়টার্সকে দেওয়া তাঁর সাক্ষাৎকারের একটি প্রসঙ্গ ঘিরে বুধবার থেকেই নানা জল্পনা দানা বেঁধেছিল বাংলাদেশে। বৃহস্পতিবার সকালে সমাজমাধ্যমে একটি পোস্ট করে সেই জল্পনায় জল ঢালতে সক্রিয় হলেন 'বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী' ('জামাত' নামেই যা পরিচিত)-র আমির (প্রধান নেতা) শফিকুর রহমান। রয়টার্সকে দেওয়া ওই সাক্ষাৎকারে শফিকুর জানিয়েছিলেন, চলতি বছরের গোড়ায় বাইপাস সার্জারির

পরে এর শীর্ষস্থানীয় ভারতীয় কূটনীতিকের সঙ্গে তিনি সাক্ষাৎ করেছেন। এর পরেই তিনি বলেন, ''নয়াদিল্লি এখন পরবর্তী সরকার গঠন করতে পারে এমন রাজনৈতিক দলগুলির সঙ্গে যোগাযোগ গড়ে তুলতে চাইছে।'' জামাত বিরোধী এবং সংবাদমাধ্যমের একাংশ প্রশ্ন তোলে, তবে কি ক্ষমতার স্বাদ পেতে গোপনে নয়াদিল্লির সঙ্গেও যোগাযোগ গড়ে তুলেছেন জামাত প্রধান?

এই পরিস্থিতিতে সমাজমাধ্যমে পোস্টে শফিকুর লিখেছেন, ''আন্তর্জাতিক মিডিয়া রয়টার্সকে গতকাল দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে সাংবাদিক আমাকে জিজ্ঞেস করেনড়ভারত যেহেতু আপনাদের প্রতিবেশী দেশ, তাদের সঙ্গে আপনাদের কোনও যোগাযোগ আছে কি না, কোনও কথ *বাকি অংশ ৪০ পৃষ্ঠায়*

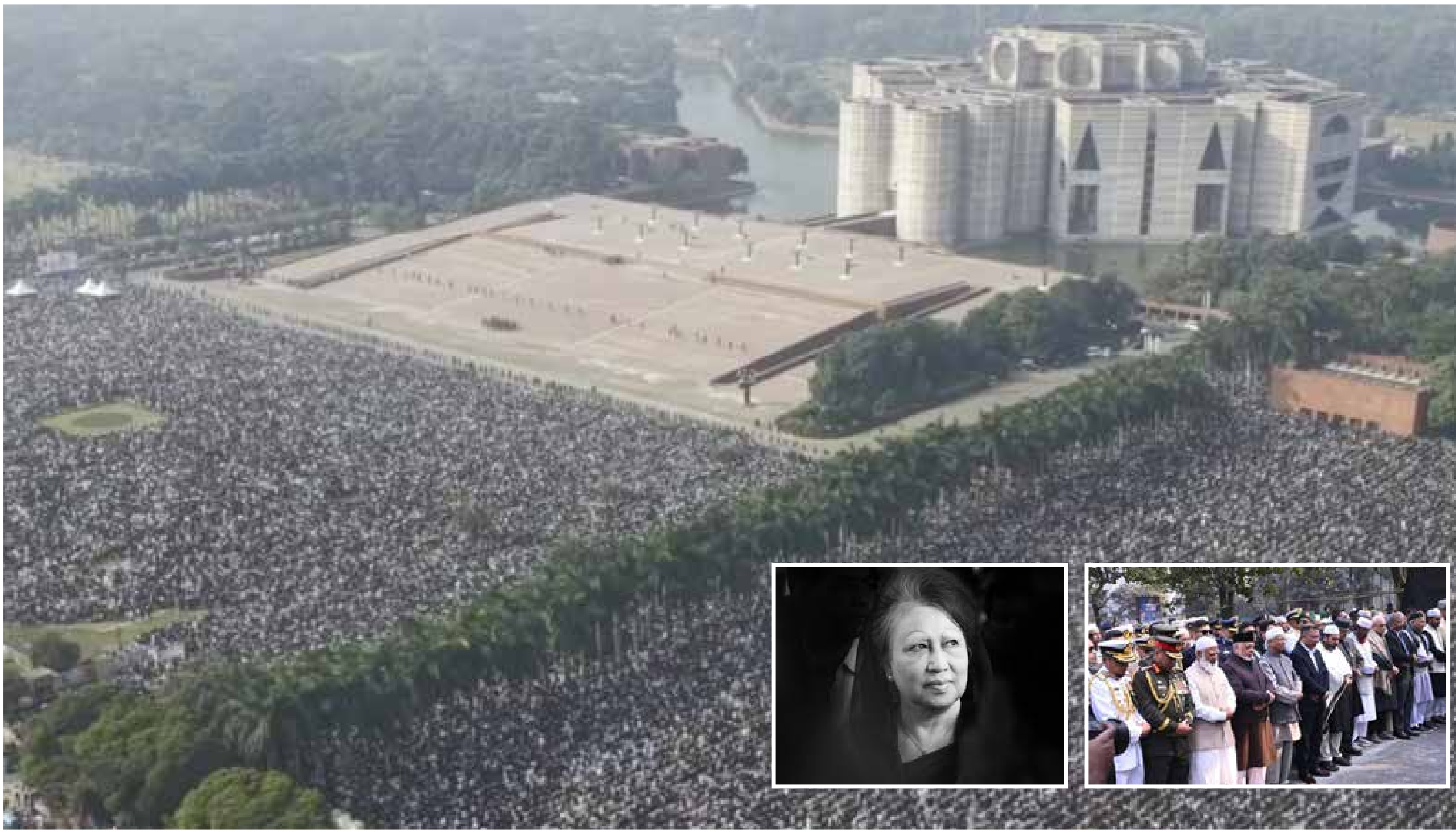

লক্ষ লক্ষ মানুষের শ্রদ্ধায় খালেদা জিয়াকে বিদায়

পরিচয় ডেস্ক: রাজধানী ঢাকাসহ বাংলাদেশের সর্বত্র লক্ষ লক্ষ মানুষের অংশগ্রহণে গত বুধবার ৩১ ডিসেম্বর বাংলাদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপির চেয়ারপার্সন খালেদা জিয়ার জানাজার নামাজের পর রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় তাকে দাফন করা হয়েছে।
সংসদ ভবনের পাশেই জিয়া উদ্যানে স্বামী ও বাংলাদেশের প্রয়াত রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের কবরের পাশেই দাফন করা হয়েছে খালেদা জিয়াকে।
বুধবার ৩১ ডিসেম্বর বিকাল সাড়ে চারটার পর তিন বাহিনীর সদস্যদের গার্ড অব অনারের মাধ্যমে দাফন সম্পন্ন হয়।
এর আগে ঢাকার মানিক মিয়া অ্যাভিনিউতে অসংখ্য মানুষের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত হয় খালেদা জিয়ার জানাজা।
দুপুর দুইটায় জানাজার পূর্বনির্ধারিত সময় থাকলেও সব আনুষ্ঠানিকতা শেষে খালেদা জিয়ার মরদেহ জানাজার জায়গায় আনা হয় বিকেল তিনটার কাছাকাছি সময়ে।
ঢাকার জাতীয় সংসদ ভবন সংলগ্ন মানিক মিয়া এভিনিউ ছিল জানাজাস্থল।
খালেদা জিয়ার জানাজায় অংশ নিতে ঢাকাসহ ঢাকার বাইরে বিভিন্ন দূর দূরান্তের জনপদ থেকে অনেক মানুষ উপস্থিত হয়েছিলেন।
দুপুরে জানাজার পূর্ব নির্ধারিত সময় থাকলেও সকাল থেকেই জাতীয় সংসদ ভবন এলাকায় জড়ো হন অসংখ্য মানুষ। আস্তে আস্তে এই জনস্রোত ছড়িয়ে পড়ে বিজয় সরণী, ফার্মগেট কারওয়ান বাজার, মিরপুর রোডসহ আশপাশের এলাকায়।
জানাজার আগে খালেদা জিয়ার ব্যক্তিগত ও রাজনৈতিক জীবন নিয়ে লিখিত বক্তব্য তুলে ধরেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য নজরুল ইসলাম খান।
এর ঠিক পরে পরিবার ও দলের পক্ষ থেকে খুবই সংক্ষিপ্ত কথা বলেন মিসেস জিয়ার ছেলে ও বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান।
এই জানাজায় বাংলাদেশের প্রধান উপদেষ্টা, উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য, তিন বাহিনীর প্রধান, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সদস্যরাও উপস্থিত ছিলেন।
খালেদা জিয়ার প্রতি শ্রদ্ধা জানানো ও জানাজায় অংশ *বাকি অংশ ৪৪ পৃষ্ঠায়*

তারেক রহমানের কাছে মোদির চিঠি, কি লেখা আছে !

পরিচয় ডেস্ক: সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে শেষ বিদায় জানাতে বুধবার (৩১ ডিসেম্বর) ঢাকায় আসেন ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর। তিনি বিএনপির ভাইস-চেয়ারম্যান তারেক রহমানের হাতে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির লেখা একটি চিঠি পৌঁছে দেন। সংবাদমাধ্যম ইন্ডিয়া টুডে জানিয়েছে তারেক রহমানকে দেওয়া চিঠিতে মোদি ভারত-বাংলাদেশ দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক উন্নয়নে খালেদা জিয়ার প্রশংসা *বাকি অংশ ৪৪ পৃষ্ঠায়*

৪১ বছর পরে বিএনপির শীর্ষপদে বদল! প্রয়াত খালেদা জিয়ার স্থানে দায়িত্ব নিচ্ছেন পুত্র তারেক রহমান

পরিচয় ডেস্ক: গত ৩০ ডিসেম্বর খালেদার প্রয়াণের ফলে বাংলাদেশের নিহত প্রেসিডেন্ট লেফটেন্যান্ট জেনারেল জিয়াউর রহমান প্রতিষ্ঠিত দলের শীর্ষপদে শূন্যতা তৈরি হয়েছে। তারেক সেই শূন্যস্থান পূরণ করতে চলেছেন। প্রয়াত খালেদা জিয়ার স্থলাভিষিক্ত হচ্ছেন পুত্র তারেক রহমান।

বাংলাদেশের সংবাদমাধ্যম প্রথম আলো জানিয়েছে, বর্তমানে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক ভোটের আগেই আনুষ্ঠানিক ভাবে দলের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব নিতে পারেন। ১৯৮৪ সালের ১০ মে বিএনপির চেয়ারপার্সনের দায়িত্ব নিয়েছিলেন খালেদা। *বাকি অংশ ৪৪ পৃষ্ঠায়*

জয়শঙ্করের ঢাকা সফর রাজনৈতিকভাবে ব্যাখ্যা করা উচিত নয় বললেন পররাষ্ট্র উপদেষ্টা

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশের অন্তবর্তী সরকারের পররাষ্ট্র উপদেষ্টা মো. তৌহিদ হোসেন বলেছেন, ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস জয়শঙ্করের ঢাকা সফরকে আন্তঃরাষ্ট্রীয় বা রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা উচিত নয়। তিনি এটিকে সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম

খালেদা জিয়ার জানাজা উপলক্ষে শিষ্ঠাচার ও সৌজন্যবোধ হিসেবে অভিহিত করেছেন। বৃহস্পতিবার লা জানুয়ারী বিকেলে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে তিনি সাংবাদিকদের এ কথা বলেন। পররাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, তার সফর সংক্ষিপ্ত ছিল। *বাকি অংশ ৪৯ পৃষ্ঠায়*

কূটনীতির মেরুকরণ দিল্লি থেকে দূরে, ইসলামাবাদের কাছে ঢাকা?

পরিবর্তিত রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের কূটনীতিতে এখন বইছে পরিবর্তনের নতুন হাওয়া। ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট ছাত্র-জনতার বিপ্লবের পর দেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতির পাশাপাশি আমূল বদলে গেছে আঞ্চলিক সম্পর্কের মানচিত্রও। দীর্ঘ দেড় দশকের একমুখী ধারার অবসান ঘটিয়ে ঢাকা এখন তার প্রতিবেশী ও বন্ধুদের সঙ্গে সম্পর্কের নতুন বয়ান *বাকি অংশ ৪০ পৃষ্ঠায়*

গৃহসজ্জা, রান্নাঘরের সামগ্রীতে শুল্কবৃদ্ধির নির্দেশ এক বছরের জন্য স্থগিত করে দিলেন ট্রাম্প! নেপথ্যে কোন কোন কারণ?

পরিচয় ডেস্ক: প্রেসগত সেপ্টেম্বর মাসে ট্রাম্প জানিয়েছিলেন, গৃহশয্যার জন্য প্রয়োজনীয় নির্দিষ্ট কয়েকটি কাঠের সামগ্রীর ক্ষেত্রে আমদানি শুল্কের পরিমাণ বাড়িয়ে ২৫ শতাংশ থেকে ৩০ শতাংশ করা হবে। রান্নাঘরের সামগ্রীর ক্ষেত্রে আমদানি শুল্ক ২৫ থেকে বাড়িয়ে ৫০ শতাংশ করা হবে বলে জানানো হয়েছিল।

কাঠের আসবাব, গৃহসজ্জা এবং রান্নাঘরের সামগ্রীতে শুল্কবৃদ্ধির নির্দেশ এক বছরের জন্য স্থগিত করে দিলেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। এর ফলে বিভিন্ন দেশ থেকে আমেরিকায় রফতানি হওয়া উপরিউক্ত পণ্যগুলির জন্য আপাতত কোনও অতিরিক্ত শুল্ক লাগছে না। সে ক্ষেত্রে ওই জিনিসগুলির দাম আমেরিকার বাজারে তুলনায় কমই থাকবে। কী কারণে এই সিদ্ধান্ত, তার সম্ভাব্য ব্যাখ্যাও পাওয়া গিয়েছে।

গত সেপ্টেম্বর মাসে ট্রাম্প জানিয়েছিলেন, গৃহসজ্জার জন্য প্রয়োজনীয় নির্দিষ্ট কয়েকটি কাঠের সামগ্রীর ক্ষেত্রে আমদানি শুল্কের পরিমাণ বাড়িয়ে ২৫ শতাংশ থেকে ৩০ শতাংশ করা হবে। রান্নাঘরের সামগ্রীর ক্ষেত্রে আমদানি শুল্ক ২৫ থেকে বাড়িয়ে ৫০ শতাংশ করা হবে বলে জানানো হয়েছিল। নয়া শুল্ক নতুন বছরের প্রথম দিন থেকেই কার্যকর হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু বুধবার একটি নির্দেশনামায় স্বাক্ষর করে এই সিদ্ধান্ত আপাতত ২০২৭ সালের ১ জানুয়ারি পর্যন্ত স্থগিত করে দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট।

ট্রাম্প প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, পারস্পরিক বাণিজ্যিক সম্পর্ক রয়েছে, এমন দেশগুলির সঙ্গে 'গঠনমূলক আলোচনা' জারি রয়েছে।

তা ছাড়া দেশের নিরাপত্তা সংক্রান্ত কারণে এখনই কাঠ আমদানির উপর কোনও বিধিনিষেধ চাপাতে চায় না হোয়াইট হাউস।

আমদানি শুল্ক বৃদ্ধি পেলে আমেরিকার খোলা বাজারে ওই জিনিসগুলির দাম বাড়ত। বিষয়টি সাধারণ মানুষের ক্ষোভেরও কারণ হত। এই সব কারণকে মাথায় রেখেই ট্রাম্পের আপাতত পিছু হটার সিদ্ধান্ত বলে মনে করা হচ্ছে।

৬ মাসে প্রবাসীরা বাংলাদেশে পাঠিয়েছেন ১৬.২৬ বিলিয়ন ডলার

পরিচয় ডেস্ক: চলতি ২০২৫-২৬ অর্থবছরের প্রথম ছয় মাসে প্রবাসীদের পাঠানো রেমিট্যান্স উল্লেখযোগ্য হারে বেড়েছে। এসময় দেশে রেমিট্যান্স এসেছে ১৬.২৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা গত অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ১৮.০৫ শতাংশ বেশি। বৃহস্পতিবার (১ জানুয়ারি) বাংলাদেশ ব্যাংকের হালনাগাদ প্রতিবেদন থেকে এ তথ্য জানা গেছে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, চলতি অর্থবছরের জুলাই থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত দেশে এসেছে ১ হাজার ৬২৬ কোটি ৩৯ লাখ ৪০ হাজার ডলার বা ১৬.২৬ বিলিয়ন ডলার রেমিট্যান্স। বছর ব্যবধানে যা বাকি অংশ ৩২ পৃষ্ঠায়

২০২৬ সালে কি ঘুরে দাঁড়াতে পারবে বাংলাদেশের অর্থনীতি?

পরিচয় ডেস্ক: টানা কয়েক বছর অর্থনৈতিক চাপ ও অনিশ্চয়তার পর ২০২৬ সাল নিয়ে নতুন করে সতর্ক আশা কথা বলছেন অর্থনীতিবিদরা।

তাদের মতে, ফেব্রুয়ারিতে অনুষ্ঠেয় জাতীয় নির্বাচন দেশের অর্থনীতিতে আস্থা ফেরাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। নির্বাচন ঘিরে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা তৈরি হলে দেশি-বিদেশি বিনিয়োগকারীরা আবারও বিনিয়োগে আগ্রহী হতে পারেন।

এই স্থিতিশীলতার সুফল হিসেবে কর্মসংস্থান বাড়ার পাশাপাশি জিডিপি প্রবৃদ্ধিও গতি পাবেড়এমন প্রত্যাশাই করছেন বিশ্লেষকেরা। ২০২৫ সালের বেশির ভাগ সময় ধরে যে উচ্চ মূল্যস্ফীতি মানুষের ভোগান্তি বাড়িয়েছে, তা ২০২৬ সালে কিছুটা কমতে পারে বলে মনে করছেন বিশ্লেষকেরা। তাদের মতে, বিশ্ববাজারে খাদ্য ও জ্বালানির দাম কমার প্রবণতা এবং দেশের অর্থনীতিতে ধীরে ধীরে স্থিতিশীলতা ফিরতে শুরু করায় মূল্যস্ফীতির চাপ কমার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। তবে অর্থনীতি পুরোপুরি ঘুরে দাঁড়াতে সময় লাগবে, কারণ নতুন সরকারকে নীতি গ্রহণ ও বাস্তবায়নে কয়েক মাস সময় নিতে হবে।

এরই মধ্যে স্বস্তির খবর এসেছে বৈদেশিক লেনদেন ও বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ থেকে। গত এক বছরে অন্তর্বর্তী সরকার অর্থনীতির বড় ঘাটতিগুলো সামাল দেওয়ার চেষ্টা করেছে এবং রিজার্ভ কমে যাওয়ার ধারা থামাতে সফল হয়েছে। ২০২৫ সালে আর্থিক খাত ছিল বড় চাপের মধ্যে। খেলাপি ঋণ বেড়ে যাওয়ায় ব্যাংক খাতের পরিস্থিতি কঠিন হয়ে পড়ে। তবে দুর্বল পাঁচটি ব্যাংক একীভূত হওয়ায় ২০২৬ সালে ঋণপ্রদান ও আর্থিক স্থিতিশীলতার ক্ষেত্রে কিছুটা শক্ত ভিত্তি তৈরি হয়েছে। সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) বিশিষ্ট ফেলো অধ্যাপক মুস্তাফিজুর রহমান বলেন, নতুন বছরের সবচেয়ে বড় বাকি অংশ ৩২ পৃষ্ঠায়

সেপ্টেম্বর-ডিসেম্বরে যুক্তরাষ্ট্র থেকে বাংলাদেশে সয়াবিন আমদানি বেড়েছে ৩১০ শতাংশ

পরিচয় ডেস্ক: গত চার মাসে (সেপ্টেম্বরড়ডিসেম্বর) যুক্তরাষ্ট্র থেকে সয়াবিন আমদানি অনেক বাড়িয়েছে বাংলাদেশ। এর প্রধান কারণ হলো কম দাম ও যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাণিজ্য ঘাটতি কমাতে বেসরকারি খাতের চেষ্টা। যুক্তরাষ্ট্র সয়াবিন রপ্তানি কাউন্সিল (ইউএসএসইসি) জানায়, সেপ্টেম্বর থেকে ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত বাংলাদেশ ৭ লাখ ৫৪ হাজার ৬৮১ টন সয়াবিন আমদানি করেছে, যা গত বছরের একই সময়ের তুলনায় ৩১০ শতাংশ বেশি। নতুন বিপণন বছর শুরুর প্রথম ১১ সপ্তাহেই এই আমদানি বেড়েছে। সেপ্টেম্বর থেকে আগস্ট পর্যন্ত বিপণন বছর ধরা হয়। চলতি বছরের শুরুতে চীন পণ্যের ওপর বাড়তি শুল্ক আরোপের প্রতিবাদে কিছু সময়ের জন্য মার্কিন সয়াবিন কেনা বন্ধ করে দেয় বেইজিং।

এতে যুক্তরাষ্ট্রের কৃষকদের কাছে সয়াবিনের মজুত বেড়ে যায় এবং বাজারে দাম কমে যায়।

অবশ্য অক্টোবরে নতুন বাণিজ্য চুক্তির মাধ্যমে চীন আবার সয়াবিন কেনা শুরু করে। কিন্তু তার আগেই বাংলাদেশি আমদানিকারকেরা কম দামের সুযোগ কাজে লাগিয়ে সয়াবিন কিনে নেয়। এছাড়া যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাণিজ্য ঘাটতি কমানোর অংশ হিসেবে বাংলাদেশের বেসরকারি খাত মার্কিন তুলা, গম ও তরলিকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস (এলএনজি) আমদানি বাড়িয়েছে।

এখানে উল্লেখ্য, এ বছরের এপ্রিলে বাংলাদেশি পণ্যের ওপর ৩৭ শতাংশ বাড়তি শুল্ক আরোপ করেছিল ট্রাম্প প্রশাসন। তবে দীর্ঘ আলোচনার পর গত আগস্টে তা কমিয়ে ২০ বাকি অংশ ৩০ পৃষ্ঠায়

যুক্তরাষ্ট্র থেকে বোয়িংয়ের ১৪ উড়োজাহাজ কেনার সিদ্ধান্ত বাংলাদেশ বিমানের

পরিচয় ডেস্ক: বোয়িং থেকে ১৪টি উড়োজাহাজ কেনার নীতিগত সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিমান বাংলাদেশ এইয়ারলাইনস। গত মঙ্গলবার (৩০ ডিসেম্বর) ঢাকায় অনুষ্ঠিত বিমানের বার্ষিক সাধারণ সভায় এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বিমানের মহাব্যবস্থাপক (জনসংযোগ) বাকি অংশ ৩২ পৃষ্ঠায়

NYSADC
NEW YORK SENIOR ADULT DAY CARE
NEW YORK SENIOR ADULT DAY CARE
নিউইয়র্ক সিনিয়র এডাল্ট ডে কেয়ার
WE HAVE MOST PROMINENT MLTC CONTACT
healthfirst
CenterLight
Anthem.
Hamaspik
MetroPlusHealth
S W H
FUHAD HUSSAIN
LIFE & HEALTH INSURANCE AGENT
MOHAMMAD ZAHID ALAM
CHIEF FINANCIAL OFFICER
SHAH NAWAZ MBA
PRESIDENT & CEO
• We Provide Transportation for Pick-Up and Drop Off
• Both Halal and Vegetarian Food Option
সর্বোচ্চ সেবার নিশ্চয়তা
CALL US NOW:
718-516-3425
A SISTER CONCERN OF SHAH NAWAZ GROUP
SNG
SHAH NAWAZ
CONTACT US:
Off: 718-516-3425
FAX: 646-568-6474
newyorksadc.com
intake@ny-sadc.com
116-33 Queens Blvd
Forest Hills, NY 11375
78-06 101 Ave, Suite C
Ozone Park, NY 11416

নাগরিকত্ব সংক্রান্ত নতুন নিয়ম চালু করলো কানাডা

পরিচয় ডেস্ক: প্রেসবিদেশে জন্ম নেয়া বা দত্তক গ্রহণ করা কানাডীয় সন্তানদের নাগরিকত্ব সংক্রান্ত নতুন নিয়ম কার্যকর করেছে কানাডিয়ান সরকার।

গত রোববার (২৮ ডিসেম্বর) কানাডিয়ান সরকারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, নাগরিকত্ব আইনকে আরও ন্যায্য, স্পষ্ট ও আধুনিক পারিবারিক বাস্তবতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করতেই এ পরিবর্তন আনা হয়েছে।

কার্যকর হওয়া বিল সি-৩ (সিটিজেনশিপ অ্যাক্ট সংশোধন, ২০২৫) অনুযায়ী, ১৫ ডিসেম্বর ২০২৫-এর আগে জন্ম নেয়া ব্যক্তিরা, যারা প্রথম প্রজন্ম সীমা বা পুরোনো নিয়মের কারণে নাগরিকত্ব থেকে বঞ্চিত ছিলেন, তারা এখন কানাডীয় নাগরিক হিসেবে গণ্য হবেন। তারা নাগরিকত্ব প্রমাণের জন্য আবেদনও করতে পারবেন। নতুন আইনে ভবিষ্যতের জন্যও একটি স্পষ্ট পথ নির্ধারণ করা হয়েছে। বিদেশে জন্ম বা দত্তক নেয়া কোনো কানাডীয় নাগরিকের বিদেশে জন্ম নেয়া বা দত্তক নেয়া সন্তান নাগরিকত্ব পাবেন। তবে, শর্ত হলো, সন্তানের জন্ম বা দত্তক গ্রহণের আগে ওই অভিভাবককে অন্তত তিন বছর কানাডায় বসবাসের প্রমাণ দিতে হবে। সরকারি সূত্রে জানা গেছে, এই পরিবর্তন বিদেশে বসবাসরত কানাডীয় পরিবারগুলোর জন্য ন্যায্যতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করবে এবং একই সঙ্গে কানাডার সঙ্গে বাস্তব ও প্রমাণিত সম্পর্কের ভিত্তিতে নাগরিকত্ব প্রদানের নীতিকে জোরদার করবে।

দীর্ঘদিন ধরে অপেক্ষায় থাকা অনেক মানুষের জন্য এই সিদ্ধান্ত স্বস্তির বলে উল্লেখ করেছে দেশটির সরকার। নতুন নিয়ম কানাডীয় পরিবারের অংশ হিসেবে তাদের অবস্থানকে স্বীকৃতি দেবে এবং নাগরিকত্বের মাধ্যমে অন্তর্ভুক্তির অনুভূতিকে আরও শক্তিশালী করবে।

এই নিয়ম অনুযায়ী কানাডিয়ান যারা নিজ দেশের বাইরে অন্য দেশে চাকরির সুবাদে বা অন্য কোনো কারণে রয়েছেন, তাদের সন্তান ভিন্ন দেশে জন্মগ্রহণ করলেও তারা কানাডিয়ান নাগরিকত্ব পাবেন। নাগরিকত্ব সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য ইমিগ্রেশন, রিফিউজি অ্যান্ড সিটিজেনশিপ কানাডা (আইআরসিএস)-এর অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

বছরের প্রথম দিন থেকেই চিনে কন্ডোম, জন্মনিরোধক বড়ির উপর চাপল ১৩ শতাংশ ভ্যাট! 'ভুলের সংশোধন' চায়

এক সময় জনসংখ্যাই চিনের অন্যতম বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করতে সরকারকে হিমশিম খেতে হচ্ছিল। ১৯৭৯ থেকে ২০১৬ সাল পর্যন্ত চিনে চালু ছিল 'এক সন্তান' নীতি।

বছরের প্রথম দিন থেকেই চিনে মহার্ঘ হল কন্ডোম এবং জন্মনিরোধক বড়ি। এই দুই জিনিসের উপর চাপল ১৩ শতাংশ অতিরিক্ত কর (ভ্যাট)। চিনে বিভিন্ন ভোগ্যপণ্যের উপর ওই পরিমাণ ভ্যাট ধার্য হলেও এত কাল কন্ডোম এবং জন্মনিরোধক ব□ড়ির উপর ছাড় ছিল। এ বার সেই ছাড় প্রত্যাহার করে নিল সরকার। এই সিদ্ধান্তের নেপথ্যে বেজিঙের 'ভুল সংশোধনের' প্রয়াস আছে বলেই মনে করা হচ্ছে।

বেশ কয়েক বছর ধরেই আর্থিক এবং

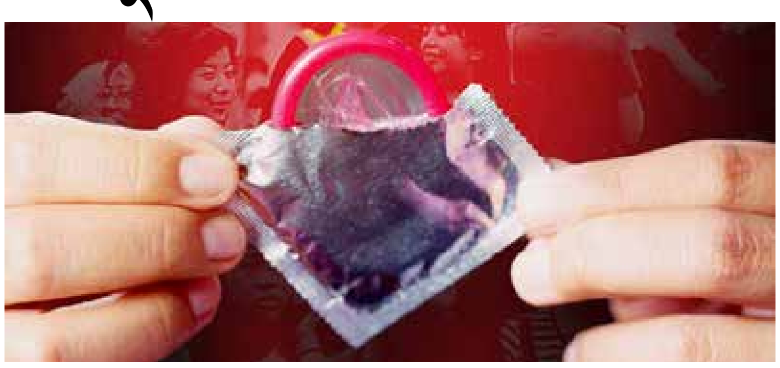

সামাজিক দু'দিক থেকেই দ্রুত পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে চিন। দীর্ঘ দিন ধরেই জনসংখ্যা হ্রাসের সমস্যায় ভুগছে চিন। সূত্রের খবর, চিনে কর্মক্ষম মানুষের সংখ্যা অনেক কমে এসেছে। করোনা অতিমারি বিশ্বের অন্যতম জনবহুল এই দেশটিকে বিবিধ সমস্যার সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। তার মধ্যে বাকি অংশ ৩২ পৃষ্ঠায়

আর চিঠি লিখবেন না নাগরিকেরা! বিশ্বের প্রথম দেশ হিসাবে ডাকব্যবস্থার সমাপ্তি ঘটাল ডেনমার্ক

পরিচয় ডেস্ক: ৩০ ডিসেম্বর মঙ্গলবারই শেষ চিঠি পৌঁছে দিয়েছে তারা। তার পরেই ৪০০ বছরের ডাকব্যবস্থা তুলে দেওয়ার কথা ঘোষণা করে দিয়েছে ডেনমার্ক।

ইন্টারনেটের গতির সঙ্গে পাল্লা দিতে দিতে থেমে গেল কাগুজে আবেগ। ইমেল, মেসেজ, হোয়াট্‌সঅ্যাপের যুগে তারা প্রবীণ নাগরিক। শেষমেশ কঠিন সিদ্ধান্তটা নিয়েই নিল ডেনমার্ক। বিশ্বের প্রথম দেশ হিসাবে ডাকযোগে চিঠি পাঠানোর পরিষেবা পুরোপুরি বন্ধ করে দিল তারা। এই বছরের শেষেই শেষ চিঠি পৌঁছে দিয়েছে তারা।

ডেনমার্কের প্রাচীনতম সরকারি পরিষেবাগুলির মধ্যে একটি ছিল ডাকযোগে চিঠি পাঠানোর ব্যবস্থা। ১৬২৪ সালে চালু হয় এই ব্যবস্থা। মঙ্গলবার ডেনমার্কের রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা পোস্টনর্ড জানিয়ে দিয়েছে, ৪০১ বছর পর চিঠি বিতরণ বন্ধ করল তারা। কারণ, ডেনমার্কের জনগণ ডিজিটাল যোগাযোগের উপর এতটাই নির্ভরশীল হয়ে পড়েছেন যে, ডাকব্যবস্থার আর প্রয়োজন নেই। অতএব বিদায়।

সে দেশের সংবাদমাধ্যম জানাচ্ছে, মঙ্গলবারই শেষ চিঠি পাঠিয়ে ডাকব্যবস্থার ইতি ঘটিয়েছে ডেনমার্ক। পোস্টনর্ড একটি বিবৃতিতে বলেছে, টুকটাক পার্সেল ডেলিভারি ছাড়া ডাকব্যবস্থার উপর আর নির্ভরশীল নন নাগরিকেরা। তাঁরা আর প্রিয়জনকে চিঠি লেখেন না। অফিস-কাছারির চিঠিপত্রও এখন একান্ত ভাবে ইন্টারনেট ব্যবস্থার উপর নির্ভরশীল। সুতরাং শুধু শুধু একটি সরকারি পরিষেবা চালু রাখার কোনও যুক্তি নেই। কঠিন সিদ্ধান্ত। কিন্তু সময়ের দাবি। এই পদক্ষেপকে 'ঐতিহাসিক' বলে অভিহিত করেছেন পোস্টনর্ডের প্রধান নির্বাহী কিম পেডারসেন। তাঁর কথায়, ''একটি অধ্যায় শেষ হল। আর একটি অধ্যায় শুরু হবে।'' অর্থাৎ, চিঠি বিতরণ বাদ দিয়ে পার্সেল পাঠানোর উপর জোর দেওয়ার কথা বলেন তিনি। কিম বলেন,''আমরা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে চিঠি বিতরণ করেছি। সেটা বন্ধ হল। ডেনমার্কের সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন ই-কমার্স। যেখানে পার্সেলের সংখ্যা এখন চিঠির চেয়ে অনেক অনেক বেশি।''

বাকি অংশ ৩২ পৃষ্ঠায়

ভেনেজুয়েলার রাজধানীতে একাধিক বিস্ফোরণের শব্দ

পরিচয় ডেস্ক: ভেনেজুয়েলার রাজধানী কারাকাসে একাধিক জোরালো বিস্ফোরণের শব্দ শোনা গেছে। স্থানীয় সময় শনিবার (৩ জানুয়ারি) গভীর রাতে এই বিস্ফোরণের শব্দ শোনা যায়।

রাত ২টা ১৫ মিনিট পর্যন্তও বিস্ফোরণের শব্দ শোনা যাচ্ছিল, তবে সেগুলোর সঠিক অবস্থান তাৎক্ষণিকভাবে নিশ্চিত হওয়া যায়নি।

বাকি অংশ ৩২ পৃষ্ঠায়

২০২৬-এ ফের ভারত-পাক যুদ্ধ, সতর্ক করলেন মার্কিন বিশেষজ্ঞরা

পরিচয় ডেস্ক: বছরের মাঝামাঝি সময়ে 'অপারেশন সিঁদুর' চালিয়ে পাকিস্তানকে বিপর্যস্ত করে দিয়েছিল ভারত। ২০২৬ সালেও ফের সংঘর্ষে লিপ্ত হতে পারে দুই দেশ। এমনই দাবি মার্কিন থিঙ্ক ট্যাঙ্কের। মার্কিন বিদেশ নীতি বিশেষজ্ঞদের মধ্যে সমীক্ষা চালিয়ে এমন সম্ভাবনার কথাই জানিয়েছে কাউন্সিল অন ফরেন রিলেশনস তথা সিএফআর।

সিএফআর ভারত-পাক সশস্ত্র সংঘাতের সম্ভাবনাকে 'মাঝারি পর্যায়ের সম্ভাবনা' হিসেবে অভিহিত করেছে। এবং এটি মার্কিন স্বার্থেও 'মাঝারি ধরনের প্রভাব' ফেলতে পারে বলে দাবি তাদের। প্রসঙ্গত,

২২ এপ্রিল পহেলগাঁওয়ে ২৬ নিরস্ত্রকে হত্যা করে লস্করের ছায়া সংগঠন টিআরএফের চার জঙ্গি। এই হামলার জবাবে ৭ মে ভোররাতে অপারেশন চালায় ভারত। গুঁড়িয়ে দেওয়া হয় পাকিস্তান ও পাক অধিকৃত কাশ্মীরের বাকি অংশ ৩২ পৃষ্ঠায়

Advanced
SENIOR CARE
ADVANCED SENIOR DAY CARE
DAY CARE SERVICE
We have strong connections with MLTC.
Anthem
S W H
Senior Whole Health.
VILLAGECAREMAX
And More
SHAHAB UDDIN SAGOR
MANAGING DIRECTOR
NIMME NAHAR
DIRECTOR
উত্তম সেবাই
আমাদের লক্ষ্য
718 799 1007
• We Provide Transportation for Pick-up and Drop Off
• Both Halal and Vegetarian Food Option
CONTACT US
daycare@shahabsagor.com
220-05, Jamaica Ave, NY 11428

খালেদা জিয়াঃ আপসহীন নেত্রীর অনন্ত যাত্রা

সাদিক মাহবুব ইসলাম

খালেদা জিয়া এমন এক জীবনের গল্প রেখে গেছেন, যে গল্প বাংলাদেশের ইতিহাসের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। ভাঙা-গড়া, আশা ও হতাশা, প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তির সেই গল্প। স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে লড়াই ও জনগণের অধিকার রক্ষার নিরন্তর সংগ্রামের দীর্ঘ বয়ানের এই গল্প।

সামনের দিনগুলোতে আমরা খালেদা জিয়ার রাজনৈতিক জীবন, তাঁর ত্রুটি-বিচ্যুতি, তাঁর রাজনৈতিক দর্শন নিয়ে অনেক আলোচনাই দেখব। কিন্তু আজ বাংলাদেশ শোকে থমকে দাঁড়িয়েছে। আমাদের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে এক অকাট্য সত্য। আর সেটা হলো, হাজারো উত্থান-পতন ও অসম্পূর্ণতা ছাপিয়ে, গণতন্ত্রের জন্য আজীবন সংগ্রাম করা একটি মানুষের জীবনাবসান ঘটেছে।

দক্ষিণ এশিয়ার খুব কম নেতাই এমন গভীর আনুগত্য অর্জন করেছেন। এমন গভীর রাজনৈতিক আলোচনার কেন্দ্রে অবস্থান করেছেন। সর্বোপরি চার দশকেরও বেশি সময় ধরে জাতীয় রাজনীতিতে তার প্রবল উপস্থিতি বজায় রেখেছেন।

খালেদা জিয়া অনেক দিক থেকেই রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে একটি অপ্রত্যাশিত চরিত্র। তিনি তাঁর স্বামী রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের হত্যাকাণ্ডের পর অনিচ্ছা সত্ত্বেও রাজনীতিতে প্রবেশ করেছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশের রাজনৈতিক মঞ্চে প্রধানতম চরিত্র হিসেবে যবনিকা টানলেন তিনি।

খালেদা জিয়া এমন এক জীবনের গল্প রেখে গেছেন, যে গল্প বাংলাদেশের ইতিহাসের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। ভাঙা-গড়া, আশা ও হতাশা, প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তির সেই গল্প। স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে লড়াই ও জনগণের অধিকার রক্ষার নিরন্তর সংগ্রামের দীর্ঘ বয়ানের এই গল্প।

তিনি কেবল রাজনীতিবিদ ছিলেন না, বাংলাদেশের গণতন্ত্রের ভিত্তিতে রয়ে গেছেন তিনি। যখন পিছিয়ে যাওয়াটাই সহজ, তখন তিনি অটল থাকার মত কঠিন সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তিনি এমন একজন নারী যিনি ক্ষমতার চাপে বা কোণঠাসা অবস্থাতেও কখনো নতিস্বীকার করেননি।

সর্বোপরি তিনি খুব সহজ একটি নীতির ভিত্তিতে জীবনযাপন করেছেন। ব্যক্তিগত পরিণতি যাই হোক না কেন, একজন মানুষকে তার কর্তব্য পালন করতে হবেড় যতই বাধা-বিপত্তি, বিপদ-আপদ, চাপ থাকুক না কেন।

গৃহকোণ থেকে জাতীয় নেতৃত্বে পদার্পণ

খালেদা জিয়া ব্রিটিশ ভারতের তৎকালীন বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির দিনাজপুরে ১৯৪৫ সালের ১৫ আগস্ট জন্মগ্রহণ করেন। ঢাকার রাজনৈতিক কেন্দ্রবিন্দু থেকে যথেষ্ট দূরে তাঁর শৈশব-কৈশোর কেটেছে। ১৯৬০ সালে তিনি জিয়াউর রহমানকে বিয়ে করেন, অবশ্য তখন তিনি জানতেন না যে এই মানুষটি পরবর্তী সময়ে বহুবার বাংলাদেশের ইতিহাসের গতিপথ বদলে দেবেন। পরবর্তী দুই দশক তিনি ব্যক্তিগত পরিসরেই থেকেছেনড়দুই ছেলেকে লালন-পালন করেছেন, স্বামী রাষ্ট্রপতি হওয়ার পর রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানে তাঁকে সঙ্গ দিয়েছেন এবং জনসমক্ষে খুব কমই উপস্থিত হয়েছেন।

তবে ১৯৮১ সালের ৩০ মে চট্টগ্রামে রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান শাহাদাত বরণ করলে তার ভাগ্যের মোড় ঘুরে যায়। জিয়াউর রহমানের প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) তখন গভীর অনিশ্চয়তা ও বিশৃঙ্খলার মধ্যে পড়ে। সংকট ও সম্ভাবনা দুই-ই উপলব্ধি করে দলের জ্যেষ্ঠ নেতারা শোকসন্তপ্ত তরুণী বিধবাকে নেতৃত্ব গ্রহণের আহ্বান জানান। প্রথমে তিনি রাজি হননি। রাজনীতি তাঁর বেছে নেওয়া পথ ছিল না। কিন্তু ইতিহাস ও পরিস্থিতির চাপ উপেক্ষা করা তার পক্ষে সম্ভব হয়নি। ১৯৮৩ সালে তিনি দলের ভাইস-চেয়ারপারসন হন; আর ১৯৮৪ সালে বিএনপির চেয়ারপারসনের দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

তাঁর রাজনীতিতে প্রবেশ ঘটেছিল বাংলাদেশের সবচেয়ে অন্ধকারতম একটি সময়ে। তখন চলছে হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের সামরিক শাসনকাল। খালেদা জিয়া অল্প সময়ের মধ্যেই স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনের কেন্দ্রীয় ব্যক্তিত্বদের একজন হিসেবে আবির্ভূত হন। তাঁর সমাবেশে হাজার হাজার মানুষের জমায়েত হতো। ১৯৮৩ থেকে ১৯৯০ সালের মধ্যে তিনি সাতবার গ্রেপ্তার হন যা তাঁর প্রতি জনসমর্থনকে আরও জোরদার করেছিল এবং তাঁর ক্রমাগত সুদৃঢ় বক্তব্য প্রতিরোধের রাজনীতিকে একটি সুস্পষ্ট বয়ান দিতে সহায়তা করে।

বাকি অংশ ২৬ পৃষ্ঠায়

গৃহবধূ থেকে গণতন্ত্রের প্রতীক বেগম খালেদা জিয়া

আরাফাতুল ইসলাম

বাংলাদেশের প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রী ছিলেন বেগম খালেদা জিয়া। একসময় তিনি দক্ষিণ এশিয়ার দেশটিতে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের সংগ্রামের জন্য প্রশংসিত হয়েছেন। তার নেয়া বিভিন্ন উদ্যোগ নারীর ক্ষমতায়নে বিশেষ ভূমিকা রেখেছে।

গৃহিনী থেকে প্রভাবশালী রাজনীতিবিদ

খালেদা জিয়া ছিলেন পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেনজির ভুট্টোর পর বিশ্বের কোনো মুসলিম রাষ্ট্রের দ্বিতীয় নারী প্রধানমন্ত্রী। ১৯৮১ সালে তার স্বামী তৎকালীন রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান এক ব্যর্থ সামরিক অভ্যুত্থানে নিহত হলে রাজনীতিতে প্রবেশ করেন খালেদা জিয়া।

জিয়াউর রহমান ছিলেন মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সেক্টর কমান্ডার ও জেড ফোর্সের অধিনায়ক। মুক্তিযুদ্ধে বীরত্বের জন্য বাংলাদেশ সরকার তাকে বীর উত্তম উপাধিতে ভূষিত করে। ১৯৮১ সালের ৩০ মে মৃত্যুর কয়েক বছর আগে বিএনপি প্রতিষ্ঠা করেন তিনি।

রাজনীতিতে কোনো পূর্ব অভিজ্ঞতা না থাকলেও সেনা শাসনের বিরুদ্ধে বেসামরিক রাজনৈতিক প্রতিরোধ গড়ে দ্রুতই বাংলাদেশের অন্যতম প্রভাবশালী রাজনীতিবিদে পরিনত হন বেগম খালেদা জিয়া।

জিয়ার দল মধ্য-ডানপন্থি হলেও রাজনীতির মাঠে বাম এবং ডান দুই ঘরনার রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে যুগপৎ আন্দোলন গড়ে এরশাদের স্বৈরশাসনকে দুর্বল করে দিতে সক্ষম হন তিনি।

১৯৯১ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি জাতীয় নির্বাচনে জিয়ার দল ৩০০ আসনের মধ্যে ১৪০টি আসনে জয়লাভ করে এবং খালেদা জিয়া প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রী হন।

নারীর ক্ষমতায়নে জিয়ার উদ্যোগ

প্রধানমন্ত্রী হিসেবে বাংলাদেশের সামাজিক এবং অর্থনৈতিক পরিস্থিতির সংস্কারে বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছেন বেগম খালেদা জিয়া। বিশেষভাবে তিনি নারীর সাক্ষরতার হার বাড়াতে এবং তাদের জন্য কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে উদ্যোগী হন। এজন্য তিনি মেয়েদের বিনামূল্যে শিক্ষার ব্যবস্থা করেন এবং বাংলাদেশের রপ্তানিমুখী পোশাক খাতের বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখেন যেখানে বহু নারীর কর্মসংস্থান হয়েছে।

মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশটিতে মেয়েদের স্কুলমুখী করতে বিনামূল্যে শিক্ষার পাশাপাশি শুধু তাদের জন্য আলাদা উপবৃত্তিরও ব্যবস্থা করে জিয়া সরকার। বিদেশি দাতাদের সহায়তায় স্কুলে শিক্ষার্থীদের জন্য বিনামূল্যে দুপুরের খাবার সরবরাহের উদ্যোগও নেয়া হয়। সব মিলিয়ে তার আমলে প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক পর্যায়ে মেয়েদের ভর্তির হার বেড়ে যায়।

১৯৯৩ সালের ১৭ নভেম্বর মার্কিন পত্রিকা নিউ ইয়র্ক টাইমস-এর এক প্রতিবেদনে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশে নারীর ক্ষমতায়নে ভূমিকা রাখায় খালেদা জিয়া প্রশংসিত হন।

পাকিস্তানের প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রী বেনজির ভুট্টোর নীতির সঙ্গে বৈসাদৃশ্যের বিষয়টি তুলে ধরে পত্রিকাটি লিখেছে, ‘প্রধানমন্ত্রী হিসেবে বেগম জিয়া অত্যন্ত সক্রিয়ভাবে শিক্ষা এবং কারিগরি প্রশিক্ষণকে উৎসাহিত করেছেন, বিশেষ করে মেয়েদের মাঝে।’

নিজের তৃতীয় মেয়াদে ২০০১ এবং ২০০৬ সালের মধ্যে কয়েক বছর মার্কিন ফোর্বস ম্যাগাজিনের বিশ্বের ১০০ ক্ষমতাসীন নারীর তালিকায় স্থান পান বেগম খালেদা জিয়া।

‘‘এক সময়ের লাজুক এবং চাপা স্বভাবের গৃহবধূ বেগম জিয়া, প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শিক্ষা খাতে বিপ্লব ঘটিয়েছেন, বিশেষ করে নারী শিক্ষায়,’’ লিখেছে পত্রিকাটি।

শেখ হাসিনার চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী

খালেদা জিয়ার রাজনীতিতে প্রবেশ দেশটিকে গণতান্ত্রিক ধারায় ফিরিয়ে আনতে ভূমিকা রাখলেও তিনি দ্রুতই বাংলাদেশের অন্যতম বড় রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগের শীর্ষ নেতা শেখ হাসিনার চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীতে পরিনত হন। তারা দুজন ১৭ কোটির বেশি মানুষের দেশটিকে ১৯৯১ সাল থেকে বিভিন্ন মেয়াদে শাসন করেছেন।

রাজনৈতিক বৈরিতার কারণে পশ্চিমা কূটনীতিকদের কাছে তারা পরিচিতি পান ‘‘ব্যাটলিং বেগমস’’ হিসেবে। বাংলাদেশের

বাকি অংশ ৩০ পৃষ্ঠায়

SUMMER SALE
2026
USA DHAKA
Starting From
$1175+
Round Trip
Limited Seats Available
BOOK NOW
718-721-2012
www.digitaltraveltour.com
আমাদের অফিস শুধুমাত্র এস্টোরিয়ায়
25-78 31st Street, New York, NY-11102
সাবওয়েতে N ও W ট্রেনে 30th Avenue Station

শোককে কি শক্তিতে পরিণত করতে পারবেন তারেক রহমান?

শাখাওয়াত লিটন

কোটি মানুষের হৃদয়ে খালেদা জিয়ার যে আসন, সেই প্রবল জনপ্রিয়তা ও আবেগ যদি ভোটের মাঠে প্রতিফলিত হয়, তবে দীর্ঘ দুই দশক ক্ষমতার বাইরে থাকা বিএনপির জন্য এটি হতে পারে মসনদে ফেরার সবচেয়ে বড় চাবিকাঠি। অতীতের অভিজ্ঞতা বিএনপি ও তার সমর্থকদের জন্য ভাবনার খোরাক এবং আশার ইঙ্গিত দেয়।

বেগম খালেদা জিয়ার জানাজায় সর্বস্তরের মানুষের যে নজিরবিহীন ঢল নেমেছিল, তা কেবল তার প্রতি শেষ শ্রদ্ধা নিবেদনই ছিল না বরং ছিল অধিকার আদায় ও গণতন্ত্র রক্ষার লড়াইয়ে তার রাজনৈতিক দর্শনের প্রতি জনগণের অকুণ্ঠ সমর্থন।

আগামী ফেব্রুয়ারির নির্বাচনের ঠিক আগমুহূর্তে তার প্রস্থান বিএনপিকে এক কঠিন বাস্তবতার সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। এই নির্বাচনে খালেদা জিয়া নিজে প্রার্থী হয়েছিলেন এবং শেখ হাসিনার আওয়ামী লীগ নির্বাচন থেকে ছিটকে পড়ার ফলে সৃষ্ট রাজনৈতিক শূন্যতায় মাথাচাড়া দিয়ে ওঠা জামায়াত-নেতৃত্বাধীন জোটের বিপরীতে নিজ দলকে সামনে থেকে নেতৃত্ব দিতে চেয়েছিলেন। দীর্ঘ ১৭ বছরের নির্বাসন শেষে দেশে ফেরার এক সপ্তাহ পার হতে না হতেই মায়ের মৃত্যুর শোক সামলে তারেক রহমানের কাঁধে এখন দলকে এগিয়ে নেওয়ার পূর্ণ ভার।

নেত্রীর বিয়োগে বর্তমানে পুরো বিএনপি পরিবার শোকাতুর এবং দেশব্যাপী সাত দিনের শোক কর্মসূচি পালন করছে।

এখন বড় প্রশ্ন হলো এই গভীর শোক কি বিএনপির জন্য নির্বাচনী বৈতরণী পার হওয়ার শক্তিতে রূপান্তরিত হতে পারবে? নেত্রীর সেই আপসহীন স্পৃহা কি দলটিকে নতুন এক উচ্চতায় নিয়ে যাবে?

কোটি মানুষের হৃদয়ে খালেদা জিয়ার যে আসন, সেই প্রবল জনপ্রিয়তা ও আবেগ যদি ভোটের মাঠে প্রতিফলিত হয়, তবে দীর্ঘ দুই দশক ক্ষমতার বাইরে থাকা বিএনপির জন্য এটি হতে পারে মসনদে ফেরার সবচেয়ে বড় চাবিকাঠি। প্রয়াত রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান দল গঠনের পর এটিই দলটির জন্য দীর্ঘতম সময় ক্ষমতার বাইরে থাকার রেকর্ড।

অতীতের অভিজ্ঞতা বিএনপি ও তার সমর্থকদের জন্য ভাবনার খোরাক এবং আশার ইঙ্গিত দেয়।

১৯৮১ সালের মে মাসে জিয়াউর রহমানের হত্যাকাণ্ডের পর ওই বছরের নভেম্বরে অনুষ্ঠিত রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে জিয়ার ভাবমূর্তি ও জনপ্রিয়তা বিএনপিকে জয়ী হতে সাহায্য করেছিল। তার উপ-রাষ্ট্রপতি বিচারপতি আবদুস সাত্তার আওয়ামী লীগ প্রার্থীকে পরাজিত করে বিশাল জয় লাভ করেন। এই জয় জিয়াউর রহমান প্রতিষ্ঠিত বিএনপিকে ক্ষমতায় টিকিয়ে রেখেছিল।

খালেদা জিয়া নিজেও বিপুল রাজনৈতিক সমর্থনের উত্তরাধিকার পেয়েছিলেন প্রয়াত জিয়াউর রহমানের থেকে। সেটিকে কাজে লাগিয়ে তিনি বিএনপিকে পুনর্গঠিত করেন এবং স্বৈরশাসক এরশাদের বিরুদ্ধে লড়াইকে জোরদার করেন। ১৯৮১ সালের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতায় আসে বিচারপতি সাত্তারের নেতৃত্বাধীন বিএনপি সরকার। এর ঠিক চার মাসের পরেই এরশাদ ১৯৮২ সালের মার্চ মাসে এ সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করেছিলেন।

ওইসময় সাধারণ গৃহবধূ থেকে রাজপথের একজন আপসহীন নেত্রী হিসেবে খালেদা জিয়ার উত্থান হয়। তিনি বিএনপির চেয়ারপারসন হিসেবে দল পুনর্গঠন এবং অন্যান্য দলের সাথে জোট গঠনের মাধ্যমে এরশাদবিরোধী আন্দোলনকে বেগবান করেন। তিনি ১৯৮৬ সালের নির্বাচনে অংশ নেননি, কারণ তার মতে এরশাদ সরকারের অধীনে নির্বাচনে অংশ নেওয়া মানে তাকে বৈধতা দেওয়া। যখন আওয়ামী লীগ ও জামায়াত নির্বাচনে যোগ দিয়েছিল, তখন খালেদা জিয়া একাই তার অবস্থানে অটল ছিলেন এবং আন্দোলন চালিয়ে যান। তাকে স্তব্ধ করতে বেশ কয়েকবার গ্রেপ্তার করে কারাগারে রাখা হয়েছিল কিন্তু তিনি থেমে থাকেননি।

ওই নির্বাচনে অংশ নেওয়া আওয়ামী লীগ ও জামায়াত ব্যাপক অনিয়মের অভিযোগ তোলে, যা খালেদা জিয়ার অবস্থানকে সঠিক প্রমাণ করে। এটি রাজনীতিতে তার অবস্থানকে আরও সুসংহত করে। পরবর্তীতে আওয়ামী লীগ ও জামায়াত সংসদ থেকে পদত্যাগ *বাকি অংশ ৩০ পৃষ্ঠায়*

নারী শিক্ষা এগিয়ে নিতে যুগান্তকারী অবদান রেখেছেন খালেদা জিয়া

রাশেদা কে চৌধুরী

নারী শিক্ষার উন্নয়নে সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার যে অবদান, তা বাংলাদেশ যুগে যুগে স্মরণ রাখবে। তিনি প্রথম চিন্তা করেছিলেন মেয়েদের জন্য উপবৃত্তি দেওয়ার। নারী শিক্ষাকে এগিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে সেই উপবৃত্তি পরবর্তীতে ধাপে ধাপে একদম বিভিন্ন পর্যায়ে নিয়ে গেছেন এবং যা একেবারেই 'যুগান্তকারী' সিদ্ধান্ত।

সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় এ কাজটি পরবর্তী সরকারগুলো এসেও চালু রাখে। খালেদা জিয়ার অনেক নীতি, অনেক কৌশল ফেলে দিয়েছে পরবর্তী সরকার ক্ষমতায় এসে। খালেদা জিয়ার এটা কিন্তু তারা ফেলতে পারেনি। এটি নারী শিক্ষার্থীর অগ্রসরের পথ তৈরি করে দিয়েছে এবং পরবর্তীতে নারীকে আরো এগিয়ে এনেছে। তিনি যে উপবৃত্তির ব্যবস্থা করে দিয়েছেন, সেটি বাংলাদেশের নারী শিক্ষার ক্ষেত্রে যে পরিবর্তনে আনে, নিশ্চয় সেটাকে 'রেভ্যুলেশনারি' বললেও কম বলা হবে। এখন এটা পৃথিবীর সর্বত্র মডেল হিসাবে দাঁড়িয়েছে। তৃতীয় বিশ্বে নারীশিক্ষার মডেল হিসেবে এটি স্বীকৃত। এই উপবৃত্তির পদ্ধতিকে বিশ্বের অনেকেই বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। বাংলাদেশ এটি কীভাবে করবে, এটি নিয়ে অনেকেই অনেক কথা বলেছেন। কিন্তু, পরবর্তীতে বিশ্বব্যাংকের মতো বড় সংস্থা এটিকে 'মডেল' হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছে।

আমি নারী শিক্ষা কার্যক্রমে জড়িত থাকার সুবাদে এসব ভালো করে জানি, তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া যখন নারী শিক্ষার্থীদের এই উপবৃত্তি দেয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন, তখন বিশ্বব্যাংকও এই উদ্যোগকে ভালো নজরে দেখেনি যে উপবৃত্তিটা সম্পূর্ণভাবে সরকারি খরচে, কোনো বিদেশী অনুদান ছাড়া। তিনি নিজে করেছেন সাহস করে এগিয়ে নিয়ে গেছেন। সেটা তার অবিস্মরণীয় কীর্তি, সেটার ফসল এখন আমরা ঘুরে তুলছি। খালেদা জিয়ার এই উদ্যোগ শিক্ষায় নারীর অংশগ্রহণ বাড়িয়েছে।

এটা পৃথিবীব্যাপী গবেষণায় স্বীকৃত, একজন নারী যদি অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পড়তে পারে তাহলে তার সন্তান কখনো নিরক্ষর হয় না, অপুষ্টিতে ভুগবে না, এটা ইউএনএফপির গবেষণা। সেই জায়গা থেকে আমরা দেখতে পেয়েছি যে নারী শিক্ষায় তার অবদান, সেটার ফলশ্রুতি আজকের বাংলাদেশে গার্মেন্টস থেকে শুরু করে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা, কৃষিকাজ সবকিছুতেই নারী এগিয়ে গিয়েছে। এটা কিন্ত সরাসরি খালেদা জিয়ার উপবৃত্তি প্রকল্প আর অবৈতনিক শিক্ষার ফসল।

আমরা যদি বিবেচনা করি, তার এই প্রজ্ঞাটা বাংলাদেশকে কত দূর এগিয়ে নিয়ে গেছে, আশা করি নতুন প্রজন্ম সেটি মনে রাখবে।

নারীর ক্ষমতায়ন বললে, প্রথম বলতে হয় যে কথাটা, 'ফ্রম দ্য ডে অফ দ্য হাউস, শি রোজ টু দ্য লিডার অব অফ দ্য পার্লামেন্টে'। সেই জায়গায় যখন গেছেন তিনি, তিনি নিজে তো প্রতিষ্ঠান হয়ে উঠেছেন। এবং তার পথ ধরে অনেক নারী রাজনীতিতে এগিয়ে এসেছেন।

নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন খুবই জরুরি। সব ক্ষমতায়নের মধ্যে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সমাজকল্যাণ সবকিছুর মধ্যে রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন এমন একটা ইন্ডিকেটরড়যেটার মাধ্যমে নারী নিজের পথ খুঁজে পায়। তার মানে সমাজে নারীর অবস্থান বাড়ে। ওই জায়গায় কিন্তু খালেদা জিয়া রোল মডেল হয়ে উঠেছেন।

গত বছরের ৫ আগস্টের পর সিলেটে আমার একটি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ঘটনার উদাহরণ দিয়ে বলি, সিলেটের অজপাড়া গ্রামে একটি মেয়ে ক্লাস ফোরে পড়াশুনা করে। মেয়েটাকে পড়াশুনার পাশাপাশি কাজও করে। আমি তাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম বড় হয়ে কী হতে চাও। যে সরাসরি উত্তরে বলে 'প্রধানমন্ত্রী'। আমি হেসে ফেলেছিলাম এবং বললাম যে, হতে পারবে? উত্তরে মেয়েটি বলে কেন, খালেদা জিয়া যদি হতে পারেন আমি পারব না কেন?

এই যে প্রাথমিকের একজন শিক্ষার্থীকেও তিনি উজ্জীবিত করেছেন। এই যে রোল মডেল, আমরা কিন্তু বলি রোল মডেল মানে এটাই প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে। 'পিপল উইল ফলো' সেটাই তো হয়েছে খালেদা জিয়ার ক্ষেত্রে।

রাশেদা কে চৌধুরী: গণসাক্ষরতা অভিযানের নির্বাহী পরিচালক ও সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা শ্রুতিলিখন: রেজাউল করিম

KARNAFULLY HOME CARE

KARNAFULLY HOME CARE LLC

A TRUSTED INSTITUTION FOR HOME CARE SERVICES

WE ARE LICENSED HOME CARE SERVICES AGENCY

We Care
Your Family
Like Ours

LHCSAs

Our Services in New York Counties

We Provide The Following Home Care Services

HHA (Home Health Aide)
PCA (Personal Care Assistant)
CDPAP (Consumer Directed Personal Assistance Program)

Service Areas (Boroughs & Counties)

- Queens
- Nassau
- Suffolk
- Bronx
- Westchester
- Dutchess
- Orange
- Rockland
- Sullivan
- Ulster

NYS Department of Health LHCSAs

Main Office
37-20 74th Street, 2nd Fl,
Jackson Heights, NY, 11372

Jamaica Office
167-18 Hillside Ave, 2nd Fl,
Jamaica, NY, 11432

Mohammed Hasem, EA, MBA
President and CEO

MBA in Accounting
IRS Enrolled Agent
Admitted to Practice before the IRS
IRS Certifying Acceptance Agent

Fax: 347-338-6799

347-621-6640

NY HOME CARE

Get paid to take care of your loved ones

আপনার বিশ্বস্ত হোম কেয়ার এজেন্সী

37-18, 73 Street, Suite # 402, Jackson Heights, NY 11372

718-874-0047

Email:info@yourdreamhomecare.com

www.yourdreamhomecare.com

আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট করে থাকি

Contact with us
718-874-0047
Email: info@yourdreamhomecare.com

M AZIZ
CEO & President
Your Dream Home Care
Ex-President & Chairman
Board of Trustee
Bangladesh Society Inc. USA

We Hire & Train HHA/PCA Certificate Holders AIDES

আমরা HHA/PCA সার্টিফিকেটসহ এইডস প্রশিক্ষণ ও নিয়োগ দিচ্ছি

বাড়ীভাড়া বাবদ ৮০০ ডলার বা তার অধিক পেতে সহায়তা করি

প্রতি সোম, বুধ ও শুক্রবার বাসা ভাড়া, মেডিকেইড ও ফুড স্ট্যাম্পের আবেদনে আমরা সহায়তা করি।

পারিবারিক স্বাস্থ্যসেবা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন

Head Office
37-18, 73 Street, Suite # 402
Jackson Heights, NY 11372
(718) 874-0047, 917-560-0129

- এ কাজের জন্য প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নাই।
- আমরা কোনো ফি নেই না।
- আপনার প্রিয়জনের সমস্ত খরচ মেডিকেইড বহন করবে এবং এটি সম্পূর্ণ আইনসম্মত।
- কেইস ট্রান্সফারের মাধ্যমে বেশি অর্থ উপার্জন করুন।

Jamaica Office: 168-25A Hillside Ave, 2nd Floor Jamaica, NY 11432 (718) 725-1332, (718) 971-0054	**Jamaica Office:** 168-47 Hillside Ave, 2nd Floor Jamaica, NY 11432 (929) 400-4785, (718)874-0047	**Sutphin Branch** **Mohammad Khair**(Director) 97-01 Sutphin, Blvd Jamaica NY 11435 (929)-225-0746, (718) 755-0153 (718) 718-874-0047	**Ozone Park Office** 7721-101 Ave. Ozone Park New York 11416 (718) 874-0047, 347-771-0115
Ozone Park Office 720 Liberty Ave, Brooklyn NY 11208 (646) 500-1657, (718)874-0047	1088 Liberty Avenue, Brooklyn NY 11208 (929) 283-8432	**Fulton Office:** 584 Nostrand Ave. NY 11216 (646) 5001657	**Bronx Office** 2140 Starling Ave. Bronx, NY 10462 917-391-4841, 718-874-0047 (Office) Fax 718-874-0069
Bangladesh Plaza 3105 Bally Ave. Buffalo NY 14215 (347) 357-4252, (347) 520-9699	**Buffalo Office:** 1155 Broadway Buffalo, NY 14212 (347) 335-3617, (718) 874-0047	1299 Harlam Road Buffalo, NY 14094 (716) 400 1446	**Albany Office** 114 Quail St. Albany, NY 12203 518-379-5496, 518-243-9096 718-864-2061

SECI
Sonali Exchange Co. Inc.

Secure, Fast, Reliable.

বাংলাদেশে টাকা পাঠাবেন? সোনালী এক্সচেঞ্জে আসুন

জ্যামাইকা, জ্যাকসন হাইট্স ও ব্রঙ্কস শাখা সপ্তাহে ০৭ দিনই খোলা থাকে

- আমরা দিচ্ছি সর্বোচ্চ রেট
- আমরা টাকা পাঠাতে কোন ফি নেই না
- আমরা সকল ব্যাংকে একই রেট দিয়ে থাকি
- আমাদের ক্যাশ পিকআপ ও বিকাশ রেটও সমান
- আমরা দিচ্ছি ২.৫০% সরকারী প্রণোদনার নিশ্চয়তা

ঘরে বসে টাকা পাঠাতে আপনার মোবাইল থেকে

Sonali Exchange Mobile App

ডাউনলোড করে রেজিস্ট্রেশন করুন

যোগাযোগ- ২১২-৮০৮-০৭৯০

সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইনক
SONALI EXCHANGE CO. INC.
সোনালী ব্যাংক পিএলসি এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান

LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE DFS NY, DF&I NJ, DIFS MI, DB&F GA, OCFR MD AND FLOFR FL

NMLS NO. 1098789

সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।

রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন

CORPORATE 212-808-0790 | ATLANTA 770-936-9906 | BROOKLYN 718-853-9558 | JACKSON HTS 718-507-6002

BRONX 718-822-1081 | JAMAICA 347-644-5150 | MICHIGAN 313-368-3845 | OZONE PARK 347-829-3875 | PATERSON 973-595-7590

আমাদের সার্ভিস নিন - আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন

KT KHAN'S TUTORIAL
30 YEARS OF EXCELLENCE

Grades K-6 Get 1 Month FREE!
December '25 - May '26

PROGRAM DETAILS:
- Achieve 4s on NY State Exams
- 5 Months + 1 Month FREE of Common Core Classes
- ELA, & Math

$1,320
5-Months
+ 1 Month FREE

Visit Any Khan's Location Near You!

Jackson Heights:
37th Ave & 74th St.

Jamaica:
Wexford Terr. & 177 St.

Brooklyn:
Church & Dahill Rd.

Bronx:
Castle Hill & Starling Ave

Digital - Online:
Available Everywhere!

Bellerose - Long Island:
Hillside Ave. & 258 St.

Astoria:
Crescent St. & 30th Ave.

Ozone Park:
101 Ave. & 86th St.

Hillside-Parsons:
161 St. & Hillside Ave.

Call Now at (718) 938-9451 or Visit KhansTutorial.com

শীতে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াবে যেসব সবজি

পরিচয় ডেস্ক: শীতে শরীরে দুর্বলতা, সর্দি-কাশি ও নানা সংক্রমণের সমস্যা হরহামেশাই দেখা যায়। ঠাণ্ডা আবহাওয়ায় রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যাওয়ার ঝুঁকি থাকে বেশি। তবে এই সময় প্রকৃতি আমাদের এমন কিছু খাবার উপহার দেয়, যেগুলো নিয়মিত খেলে শরীর ভেতর থেকে শক্তিশালী হয় এবং অসুখ-বিসুখের সম্ভাবনাও অনেকটাই কমে।

শীতের অন্যতম উপকারী খাবার শাক-সবজি।

পালং শাক, মেথি শাক, সরিষা শাক ও লাল শাক আয়রন, ভিটামিন ও অ্যান্টি-অক্সিডেন্টে ভরপুর। এই শাক-সবজি রক্তস্বল্পতা দূর করতে সাহায্য করে এবং শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়। পাশাপাশি হজমশক্তিও উন্নত হয়।

চিকিৎসকরা জানান, এই সময়ে বাজারে সহজেই পাওয়া যায় গাজর, বিট, মুলা ও ফুলকপি।

গাজরে থাকা বিটা-ক্যারোটিন চোখ ও ত্বকের জন্য উপকারী। অন্যদিকে বিট রক্ত সঞ্চালন উন্নত করে। ফুলকপি ও বাঁধাকপি শরীরকে ডিটক্স করতে সাহায্য করে এবং ভাইরাল সংক্রমণের ঝুঁকি কমায়।

কমলা ও আমলকিতে প্রচুর ভিটামিন সি থাকে, যা সর্দি-কাশি ও জ্বর থেকে রক্ষা করে। পেয়ারা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে কার্যকর। আর আপেল শরীরে শক্তি জোগায় এবং ক্লান্তি দূর করে।

শুকনা ফল ও বাদামও শীতকালে বিশেষ গুরুত্ব রাখে। কাজু, কাঠবাদাম, কিশমিশ ও আখরোট শরীরকে উষ্ণ রাখে এবং শক্তি বৃদ্ধি করে।

এতে থাকা স্বাস্থ্যকর ফ্যাট ও খনিজ পদার্থ দুর্বলতা কাটাতে সাহায্য করে এবং দীর্ঘক্ষণ কর্মক্ষমতা বজায় রাখে।

সব মিলিয়ে শীতকালীন সঠিক খাবারের অভ্যাস গড়ে তুললে শারীরিক দুর্বলতা ও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার সমস্যা অনেকটাই দূর করা সম্ভব। প্রতিদিনের খাদ্যতালিকায় শাক-সবজি, ফল ও বাদাম রাখার পাশাপাশি পর্যাপ্ত পানি পান ও বিশ্রাম নিলে সুস্থ থাকা সহজ হবে এই শীতে। সূত্র : নিউজ ১৮

কাশি-গলাব্যথা থেকে অ্যালার্জি, নিরাময় হবে যে খাবারে

পরিচয় ডেস্ক: শীতের সময়ে জ্বর-সর্দি-কাশির সমস্যা প্রায় সবারই লেগে থাকে। বাড়িতে শিশু ও বৃদ্ধরা থাকলে, তারাও এই সময়ে নানা সমস্যায় ভোগেন। শরীর দুর্বল হয়ে পড়ে। অল্প ঠাণ্ডাতেই সর্দি-কাশি ধরে যায়।

আর শুকনা কাশি একবার হলে আর সারতে চায় না।

এই সময়ে ইনফ্লুয়েঞ্জা, নিউমোনিয়ার সংক্রমণও খুব বেড়েছে। ঠাণ্ডা গেলে গলায় ব্যথা হচ্ছে। বদলে যাচ্ছে কণ্ঠস্বরও।

এমন পরিস্থিতিতে কেবল ওষুধ বা অ্যান্টিবায়োটিকে ভরসা করলে হবে না। সর্দি-কাশি, গলাব্যথা যদি সারাতে হয়, তাহলে রোজ সকাল ও সন্ধ্যায় খেতে পারেন আদার রসম। শুধু গলাব্যথা সারানোই নয়, আদার রসম হজমশক্তিও বৃদ্ধি করবে। পেটের সমস্যা, গ্যাস-অম্বল, গলা-বুক জ্বালাও কমে যাবে।

আমাদের রান্নার অন্যতম একটি উপাদান হচ্ছে আদা। কেবল মসলা হিসেবেই নয়, ভেষজ হিসেবেও আদার অনেক গুণ রয়েছে। ঋতু পরিবর্তনের সময়ে গলায় খুসখুসে কাশি হলেও চটজলদি ঘরোয়া টোটকা হিসেবে মুখে রাখা যায় আদাকুচি। দীর্ঘ সময় ধরে গাড়ি বা বাসে যাত্রার সময়ে বমি ভাব হলে মুখে এক টুকরা শুকনা আদা দিলেই আরাম। নিমেষে উধাও হবে বমি ভাব।

তাই পেটের গোলমাল ঠেকানো হোক বা বমি বন্ধ করা, অথবা কাশি-গলাব্যথার সমস্যা, ওষুধের বিকল্প হিসেবে আদায় ভরসা রাখেন অনেকেই।

আর সেজন্য আদার সঙ্গে আরো কয়েকটি উপকরণ মিশিয়ে তৈরি করে ফেলুন রসম।

শরীর ফিট রাখতে উপবাস থাকা কি ভালো?

পরিচয় ডেস্ক: সম্প্রতি কিছু মানুষের মধ্যে ইন্টারমিটেন্ট ফাস্টিং বা উপবাস থাকার ট্রেন্ড দেখা যাচ্ছে। কারণ অনেক সেলিব্রিটি তাদের ফিটনেসের সময় এই বিষয়টির কথা উল্লেখ করেন। তবে ইন্টারমিটেন্ট ফাস্টিং সত্যিই উপকারী কি না, তা অনেকেই জানেন না। আর সে বিষয়ে জানাচ্ছেন লিভার বিশেষজ্ঞ ডা. শিবকুমার সারিন।

ইন্টারমিটেন্ট ফাস্টিং কতটা উপকারী: ডা. সারিন ইন্টারমিটেন্ট উপবাস নিয়ে ব্যাখ্যা করে বলেন, 'ইন্টারমিটেন্ট উপবাস অল্প দিনের জন্য চলতে পারে। যেমন তিন মাস বা ছয় মাস। কিন্তু সারা জীবনের জন্য এটা চলতে পারে না।'

ইন্টারমিটেন্ট ফাস্টিংয়ের সুবিধা ও অসুবিধা : ইন্টারমিটেন্ট ফাস্টিংয়ের সুবিধা ও অসুবিধা দুটিই আছে।

যখন কোনো ব্যক্তি ইন্টারমিটেন্ট ফাস্টিং করেন, তখন শরীর সঞ্চিত চর্বিকে শক্তির জন্য ব্যবহার শুরু করে, যা চর্বি কমাতে পারে।

ইন্টারমিটেন্ট ফাস্টিং রক্তে ইনসুলিনের মাত্রা হ্রাস করে, যা শরীরে জমতে থাকা ফ্যাট পোড়াতে সাহায্য করে। আর এর ফলে টাইপ-২ ডায়াবেটিসের ঝুঁকি হ্রাস পায়। ইন্টারমিটেন্ট ফাস্টিং কোলেস্টেরল, রক্তচাপ কমাতেও সাহায্য করে।

এগুলো হৃদরোগের প্রধান কারণগুলোর মধ্যে একটি। ইন্টারমিটেন্ট ফাস্টিংয়ের সময় শরীর তার ক্ষতিগ্রস্ত কোষগুলো মেরামত করে এবং নতুন কোষ তৈরি করে।

শরীর থেকে খারাপ কোলেস্টেরল বের করে দেয় যে ৫ ফল

পরিচয় ডেস্ক: বর্তমান সময়ে উচ্চ কোলেস্টেরলের সমস্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। আমাদের রক্তে পাওয়া মোমের মতো এই পদার্থটি যতক্ষণ স্বাভাবিক থাকে, ততক্ষণ স্বাস্থ্যের জন্য ভালো। যখন এর পরিমাণ স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি হয়ে যায়, তখন এটি হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকি বাড়ায় এবং রক্তনালিতে বাধা সৃষ্টি করে। এমন পরিস্থিতিতে এটি নিয়ন্ত্রণে রাখা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এমনটাই বলছেন পুষ্টিবিদরা।

খারাপ খাদ্যাভ্যাস, মানসিক চাপ, কম শারীরিক পরিশ্রম এবং জাঙ্ক ফুডের কারণে শরীরে খারাপ কোলেস্টেরল বাড়তে শুরু করে। অনেক গবেষণায় দেখা গেছে, আপেল, কমলা ও পেঁপের মতো কিছু ফল শিরায় জমে থাকা চর্বি ভেঙে রক্ত পরিষ্কার রাখতে এবং হৃদযন্ত্রকে শক্তিশালী করতে বড় ভূমিকা পালন করে। খালি পেটে প্রতিদিন একটি আপেল খেলে হৃৎপিণ্ড সুস্থ থাকে এবং দ্রুত কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রণে থাকে।

কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রণে কার্যকর আরেকটি ফলড়ৃপেঁপে। এটি একটি অত্যন্ত হৃদয়-বান্ধব ফল হিসেবেও বিবেচিত হয়। পেঁপেতে উপস্থিত প্যাপেইন এনজাইম হজমশক্তি উন্নত করে এবং শরীরে জমে থাকা চর্বি কমায়। এ ছাড়া এতে প্রচুর পরিমাণে ফাইবার ও ভিটামিন সি থাকে, যা কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে। প্রতিদিন সকালে পেঁপে খেলে শরীর বিষমুক্ত হয় এবং শিরায় জমে থাকা অমেধ্য পরিষ্কার হয়।

ভিটামিন সি-এর ভাণ্ডার কমলালেবুতে প্রচুর পরিমাণে ফাইবার ও অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট রয়েছে, যা কোলেস্টেরল কমাতে অত্যন্ত কার্যকর। কমলালেবুতে থাকা কিছু যৌগ শিরায় প্রদাহ কমায় এবং রক্ত প্রবাহ উন্নত করে। এই ফলটি শরীরের চর্বি পোড়ানোর ক্ষমতা বাড়ায়, ধীরে ধীরে জমে থাকা কোলেস্টেরল কমায়।

ডালিমকে হৃদরোগের জন্য একটি উপযোগী ফল হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এর শক্তিশালী অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট পলিফেনল শরীরের অক্সিডেটিভ স্ট্রেস কমায় এবং ধমনি থেকে ধ্বংসাবশেষ অপসারণে সাহায্য করে।

আয়ু বাড়াতে পারে দই, খাবেন যেভাবে

পরিচয় ডেস্ক: বিশ্বের সবচেয়ে বয়স্ক মানুষ হিসেবে পরিচিত মারিয়া ব্রানিয়াস মোরেরা ২০২৪ সালের ১৯ আগস্ট ১১৭ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন। তার দীর্ঘ জীবনের রহস্য খুঁজতে গিয়ে বিজ্ঞানীরা স্পেনের এই বৃদ্ধার জীবনযাপন ও খাদ্যাভ্যাস নিয়ে নিবিড় গবেষণা চালিয়েছেন।

গবেষণার ফলাফলে দেখা গেছে, মারিয়ার দীর্ঘায়ুর পেছনে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে দই। বার্সেলোনার জোসেপ ক্যারেরাস লিউকেমিয়া রিসার্চ ইনস্টিটিউটের গবেষক ড. মানেল এস্টেলার জানিয়েছেন, মারিয়া কখনো ধূমপান বা মদ্যপান করেননি, পরিমিত ব্যায়াম করতেন এবং নিয়মিত গ্রাম্য পরিবেশে হাঁটাহাঁটি করতেন।

তবে সবচেয়ে চমকপ্রদ তথ্য হলো, মারিয়া প্রতিদিন অন্তত তিনবার স্থানীয় ব্র্যান্ডের টক দই খেতেন। প্রোবায়োটিকের এই চমৎকার উৎসটি তার অন্ত্রের মাইক্রোবায়োমকে এতটাই সুস্থ রেখেছিল যে ১১৭ বছর বয়সেও তার জৈবিক বয়স ছিল প্রকৃত বয়সের চেয়ে ২৩ বছর কম। অর্থাৎ, তার শরীর ছিল প্রায় ৯৪ বছর বয়সীর মতো সবল।

পুষ্টিবিদদের মতে, দই কেবল ক্যালসিয়াম বা প্রোটিনের উৎস নয়, এতে থাকা ল্যাকটোব্যাসিলাস ও বিফিডোব্যাকটেরিয়ামের মতো জীবন্ত ব্যাকটেরিয়া আমাদের অন্ত্রকে সুস্থ রাখে, যা সরাসরি শরীরের প্রদাহ কমায় এবং কোলেস্টেরল ও রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখতে সাহায্য করে। ২০২৪ সালের একটি গবেষণা বলছে, যারা নিয়মিত দই খান, তাদের অকাল মৃত্যুহার অন্যদের চেয়ে প্রায় ৫০ শতাংশ কম।

শুধু শরীর নয়, দইয়ের প্রোবায়োটিক মানুষের মস্তিষ্কের কার্যকারিতা বাড়াতে এবং স্মৃতিশক্তি রক্ষা করতেও সাহায্য করে। তবে বিজ্ঞানীরা সতর্ক করে বলেছেন যে সব দই সমান উপকারী নয়।

কাঁচা হলুদে তৈরি যেসব খাবার কমাবে কোলেস্টেরল ও প্রদাহ

পরিচয় ডেস্ক: আমাদের রান্নাঘরে কাঁচা হলুদের ব্যবহার রান্নার স্বাদ বৃদ্ধি থেকে স্বাস্থ্যরক্ষা পর্যন্ত বিস্তৃত। ভাজাপোড়া হোক অথবা ভুনা করা রান্না, হলুদ থাকবেই। তবে সমস্যা হলো, অধিকাংশ ক্ষেত্রে কাঁচা হলুদের পরিবর্তে গুঁড়া মসলা দেওয়া হয়। কিন্তু গুঁড়ার তুলনায় কাঁচা হলুদ খাওয়া বেশি উপকারী।

তাই কাঁচা হলুদ দিয়েই ঘরে বানিয়ে নিতে পারেন রকমারি পদ।

হলুদে থাকা কারকিউমিন নামক অ্যান্টি-অক্সিড্যান্টের জন্যই এর কদর অনেক। ভিটামিন ই বা ভিটামিন সি-র তুলনায় পাঁচ থেকে আট গুণ বেশি কার্যকরী অ্যান্টি-অক্সিড্যান্ট কারকিউমিন শরীরের প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়। পাশাপাশি, কোলেস্টেরলের মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে, শরীরে প্রদাহ নাশ করে।

তাই এই কাঁচা হলুদ দিয়েই ঘরে বানিয়ে নিতে পারেন রকমারি পদ।

কাঁচা হলুদের আচার

শীতকালের জন্য উপযুক্ত। টুকরা করা কাঁচা হলুদ প্রথমে গরম সরিষার তেলে মেশাতে হয়। তারপর তাতে কাঁচামরিচ, লবণ, রসুন ও আদাড়্সব দিয়ে চটজলদি বানানো যায় এই আচার। সকালে পরোটা বা আটার রুটি র সঙ্গে দারুণ লাগে খেতে।

হলুদের তরকারি

কাঁচা হলুদ, বেসন, আদা ও বিভিন্ন মসলা ব্যবহার করে মাখামাখা এই তরকারি তৈরি করা হয়। গরম গরম রুটি ও ভাতের সঙ্গে খাওয়া যায় এই তরকারি।

কাঁচা হলুদের থোক্কু

ভারতের তামিলনাড়ুতে এই পদের সুখ্যাতি প্রচুর। থোক্কু মূলত কাঁচা হলুদ, তেঁতুল, শুকনা মরিচ ও তিলের তেল দিয়ে তৈরি ঘন ও ঝাল ঝাল চাটনি।

দোসা, ইডলি, উত্তপ্পম, এমনকি দই-ভাতের সঙ্গেও ভালো লাগে এই খাবার খেতে।

কাঁচা হলুদের ঘি

কাঁচা হলুদ ধীরে ধীরে দেশি ঘিয়ে ফুটিয়ে নেওয়া হয়।

মুরগির কোরমা

পরিচয় ডেস্ক: বাঙালির রসনাতৃপ্তিতে মুরগির কোরমা হলো একটি সুস্বাদু ও বিশেষ ধরনের মাংসের পদ, যা সাধারণত উৎসব বা অতিথি আপ্যায়নে পরিবেশিত হয় যার স্বাদ কিছুটা মিষ্টি। এটি পোলাও, বিরিয়ানি বা ভাতের সাথে খাওয়া যায় এবং এটি তৈরি করা খুব কঠিন নয়, তবে এর নিজস্ব একটি বিশেষ পদ্ধতি আছে। কোরমা সাধারণত দুই ধরনের হয়ড়সাদা বা শাহী কোরমা (কম মশলায়) এবং ঝাল কোরমা (বেশি মশলায়)।

উপাদান: মাংস: মুরগি (কেজি অনুযায়ী), টক দই: স্বাদ ও ঘনত্বের জন্য, পেঁয়াজ বাটা/কুচি: আদা ও রসুন বাটা, ঘি, গোটা মশলা: এলাচ, দারচিনি, লবঙ্গ, তেজপাতা, গুঁড়ো মশলা (ঐচ্ছিক): ধনে গুঁড়ো, সাদা গোলমরিচ গুঁড়ো (সাদা কোরমার জন্য) অন্যান্য: লবণ, চিনি, বাদাম বাটা, কাঁচা মরিচ

প্রণালী: মাংস ম্যারিনেট করা: মুরগির মাংস লবণ ও লেবুর রস দিয়ে মেখে কিছুক্ষণ রেখে দেওয়া হয় মশলা কষানো: ঘি গরম করে গোটা মশলা ও পেঁয়াজ ভেজে আদা-রসুন বাটা দিয়ে কষানো হয় দই ও মাংস রান্না: এরপর টক দই ও গুঁড়ো মশলা দিয়ে কষিয়ে মেরিনেট করা মুরগি দিয়ে ভালো করে রান্না করা হয়।

সামান্য পানি দিয়ে ঢেকে মাংস সেদ্ধ করা হয় এবং শেষে বাদাম বাটা বা ক্রিম (সাদা কোরমার জন্য) মিশিয়ে পরিবেশন করা হয়।

বিভিন্ন প্রকার: শাহী/সাদা কোরমা: এতে কম মশলা, সাদা গোলমরিচ এবং বাদাম বাটা ব্যবহার করা হয়, যা একে হালকা ও মিষ্টি স্বাদ দেয়।

ঝাল কোরমা: এতে সাধারণত বেশি মশলা ও ঝাল ব্যবহার করা হয়, যা একে গাঢ় রং ও ঝাল স্বাদ দেয়।

আলু দিয়ে মুরগির মাংস

পরিচয় ডেস্ক: বাঙালির খাবার ঘরে খুবই পরিচিত সুস্বাদু পদ হলো আলু দিয়ে মুরগির মাংস। যা রান্না করতে প্রথমে মাংস ও আলু ভেজে নিতে হয়, এরপর পেঁয়াজ-আদা-রসুন বাটা ও গুঁড়ো মশলা (হলুদ, মরিচ, ধনে, জিরা) দিয়ে কষিয়ে মাংস ও আলু দিয়ে জল ও নুন দিয়ে ভালো করে রান্না করলে সুস্বাদু ঝোল তৈরি হয়, যা গরম ভাতের সাথে দারুণ লাগেআলু দিয়ে মুরগির মাংস।

উপকরণ: চিকেন: ১ কেজি, আলু: ২-৩টি (মাঝারি, ৪ টুকরো করে কাটা), পেঁয়াজ কুচি: ১ কাপ, আদা বাটা: ১ টেবিল চামচ, রসুন বাটা: ১ টেবিল চামচ, হলুদ গুঁড়ো: ১ চা চামচ, মরিচ গুঁড়ো: ১-২ চা চামচ (ঝাল অনুযায়ী) ধনে গুঁড়ো: ১ চা চামচ, জিরা গুঁড়ো: ১ চা চামচ, তেজপাতা, এলাচ, দারচিনি: কয়েকটি, লবঙ্গ, গোলমরিচ: কয়েকটি, তেল: পরিমাণ মতো, নুন ও চিনি: স্বাদ মতো, কাঁচালঙ্কা: কয়েকটি (ফালি করা), ধনেপাতা কুচি:সাজানোর জন্য

প্রণালী: মেরিনেশন (ঐচ্ছিক): মুরগির মাংস নুন, হলুদ, মরিচ গুঁড়ো ও সামান্য আদা-রসুন বাটা দিয়ে মেখে ৩০ মিনিট থেকে ১ ঘণ্টা মেরিনেট করে রাখুন। আলু ভাজা: কড়াইতে তেল গরম করে আলুগুলো হালকা সোনালি করে ভেজে তুলে নিন। ফোরন: ওই তেলেই তেজপাতা, এলাচ, লবঙ্গ, দারচিনি ফোড়ন দিন। পেঁয়াজ কুচি দিয়ে ভাজুন। মশলা কষানো: পেঁয়াজ নরম হলে আদা-রসুন বাটা ও সব গুঁড়ো মশলা (হলুদ, মরিচ, ধনে, জিরা) দিয়ে অল্প জল ছিটিয়ে ভালো করে কষান। মাংস রান্না: মশলা কষানো হলে মেরিনেট করা মাংস দিয়ে ভালো করে মিশিয়ে ঢেকে দিন। মাংস থেকে বের হওয়া পানিতেই মাংস প্রায় অর্ধেক সেদ্ধ হবে। আলু যোগ: মাংস অর্ধেক সেদ্ধ হলে ভেজে

পেঁপে দিয়ে মুরগির মাংস

পরিচয় ডেস্ক: স্বাস্থ্যকর পদ হতে পারে পেঁপে দিয়ে মুরগির মাংস।

তৈরি করতে যা লাগবে: মুরগি- ১টি, পেঁপে- আধা কেজি, পেঁয়াজ কুচি- ২ টেবিল চামচ, আদা ও রসুন বাটা- ১ টেবিল চামচ, হলুদ, মরিচ ও ধনিয়া গুঁড়া- ১ চা চামচ করে, জিরা গুঁড়া- আধা চা চামচ, এলাচ ও দারুচিনি- ২/৩, লবণ- স্বাদমতো, গরম মসলা গুঁড়া- আধা চা চামচ, কাঁচা মরিচ ফালি- ৭-৮টি, সয়াবিন তেল- ৪ টেবিল চামচ।

যেভাবে তৈরি করবেন: মুরগির মাংস কেটে পরিষ্কার করে ধুয়ে নিন। পেঁপে খোসা ছাড়িয়ে টুকরা করে কেটে ধুয়ে নিন। কড়াইতে সয়াবিন তেল গরম হলে এলাচ ও দারুচিনি ফোঁড়ন দিন। এরপর পেঁয়াজ কুচি, আদা ও রসুন বাটা দিয়ে নেড়ে অল্প পরিমাণ পানি দিন। এবার হলুদ, মরিচ, ধনিয়া গুঁড়া লবণ দিয়ে ভালো করে কষিয়ে মুরগির মাংস ৭-৮ মিনিট রান্না করুন। পরে পেঁপে দিয়ে ঢেকে রান্না করুন। সেদ্ধ না হলে পরিমাণমতো পানি যোগ করুন। মাংস ও পেঁপে সেদ্ধ হয়ে রান্নার উপরে তেল ভেসে উঠলে নামিয়ে নিন। নামানোর আগে জিরা গুঁড়া, গরম মসলা গুঁড়া, কাঁচামরিচ ফালি দিয়ে নেড়ে দিন। গরম ভাতের সঙ্গে পরিবেশন করুন।

মুগ ডাল দিয়ে মুরগির মাংস

পরিচয় ডেস্ক: বুটের ডাল দিয়ে গরু বা মুরগির মাংস রান্না অনেকেই হয়তো খেয়েছেন। তবে মুগ ডালের সঙ্গে মাংস রান্না কি কখনো খেয়েছেন? পোলাও কিংবা ভাতের সঙ্গেও দারুণ মানিয়ে যায় এই পদ।চাইলে স্বাদ বদলাতে তৈরি করতে পারেন মুগ ডালে মুরগি ভুনা। একবার খেলেই মুখে লেগে থাকবে এর স্বাদ

তৈরি করতে যা লাগবে: মুরগি ১টি, মুগ ডাল দেড় কাপ, পেঁয়াজ কুচি আধা কাপের একটু বেশি, আদা-রসুন বাটা ১ টেবিল চামচ, ধনে গুঁড়া ১ চা চামচ, জিরার গুঁড়া দেড় চা চামচ, মরিচ গুঁড়া এক চা চামচ, হলুদ গুঁড়া আধা চা চামচ, দারুচিনি দুই টুকরো, তেজপাতা ২টি, তেল আধা কাপ, জিরার গুঁড়া আধা চা চামচ, লবণ স্বাদমতো, কাঁচা মরিচ ৭/৮ টি, পেঁয়াজ কুচি ১টি (বাগারের জন্য) ও তেল ২ টেবিল চামচ।

পদ্ধতি: মুগ ডাল হালকা ভেজে ধুয়ে পানি ঝরিয়ে নিন। এরপর ফ্রাইপ্যানে তেল গরম করে তেজপাতা, দারুচিনি ও এলাচ ফোড়ন দিয়ে পেঁয়াজ ভেজে নিন। এরপর সব বাটা ও গুঁড়া মসলা দিয়ে ভেজে সামান্য পানি ও লবণ দিয়ে কষিয়ে নিন।

এবার আধা কাপ পানি দিয়ে আরও কিছুক্ষণ কষিয়ে মুরগির মাংস দিয়ে ৫ মিনিট কষিয়ে ঢেকে রান্না করুন। মাংস ৭০ ভাগ সেদ্ধ হলে ডাল দিয়ে কষিয়ে পরিমাণ মতো পানি মিশিয়ে আঁচ কমিয়ে ঢেকে দিন।

দু-একবার ফুটে উঠলে কাঁচা মরিচ দিয়ে ৫ মিনিট ঢেকে রাখুন। পানি বেশি শুকাবেন না। এবার একটি প্যানে তেল গরম করে পেঁয়াজ ভেজে মুরগিতে দিয়ে দিন।

উপরে ছড়িয়ে দিন ঢেলে রাখা জিরার গুঁড়া। তারপর কিছুক্ষণ ঢেকে চুলা বন্ধ করে দিন। ৫ মিনিট পর পরিবেশন গরম ভাত বা পোলায়ের সঙ্গে।

এসাইলাম সেন্টার / স্টপ ডিপোর্টেশন

আমেরিকায় গ্রীনকার্ড/ বৈধতা নিয়ে আতঙ্কবিহীন জীবনযাপনে আমাদের সহায়তা নিন

বাংলাদেশ/ইন্ডিয়া/পাকিস্তান/নেপাল/সাউদ আমেরিকা/আফ্রিকা এবং অন্যান্য

একটি রাজনৈতিক/ধর্মীয়/সামাজিক ও নাগরিক অধিকার বিষয়ক এসাইলাম কেইস হতে পারে আপনার গ্রীনকার্ড (স্থায়ী বাসিন্দা) পাওয়ার সহজতর রাস্তা।

প্রশ্ন হলো, আপনার এই কেইসটি কে তেরী করেছে এবং কে আপনাকে ইমিগ্রেশনে / কোর্টে রিপ্রেজেন্ট করছে?

কেন আমাদের কাছে আসবেন

- আমেরিকায় এসে ইমিগ্রেশন নিয়ে কিছুই করেননি অথবা কিছু করে ব্যর্থ হয়েছেন তারা সত্তর যোগাযোগ করুন।
- বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)কে TIER (III) জঙ্গী সংগঠন হিসেবে বিবেচনা করায় তাদের নেতা ও কর্মীদের এসাইলাম কেইসগুলো একটু দুরূহ হলেও আমরা সফলতার সাথে অনেকগুলো মামলায় জয়লাভ করেছি। (বিএনপি'র সর্বাধিক কেইসে আমরাই জয়লাভ করেছি।)
- ১৯ জন ইউএস "এটর্নী অব ল" শুধুমাত্র ইমিগ্রেশন কেইসগুলোই করেন।
- আমরা অত্যন্ত সফলতার সাথে অনেকগুলো ডিপোর্টেশন কেইস করেছি।
- ক্রিমিনাল কেইস/ফোরক্লোজার স্টপ/ ডিভোর্স /ব্যাঙ্করাপসি/ল-স্যুট ইত্যাদি।
- দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন আমেরিকার JEWISH ATTORNEY দের সাহায্য নিন এবং আমেরিকায় আপনার ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করুন।
- ফ্রি কন্সালটেন্সি

লিগ্যাল নেটওয়ার্ক ইন্টারন্যাশনাল, এল এল সি

(আমরা নিন্দিত এবং সমালোচিত। কিন্তু আপনার সমস্যা সমাধানে আমরা অদ্বিতীয়)

৭৩-৪৮, ৭২ স্টিট, ২য় তলা জ্যাকসন হাইটস নিউ ইয়র্ক ১১৩৭২ ফোন: ৯১৭-৭২২-১৪০৮, ৯১৭-৭২২-১৪০৯
ই-মেইল:LEGALNETWORK.US@GMAIL.COM

LAW OFFICES
Toll Free: 1-866-MOIN-LAW
Cell: 917-282-9256
(To schedule appointment only)
এক্সিডেন্ট কেইসেস-মেডিক্যাল ম্যালপ্রেক্টিস
বিনামূল্যে পরামর্শ
প্রয়োজনে এটর্নী বাসায় বা হাসপাতালে আসবেন
• গাড়ী এক্সিডেন্ট
• কনস্ট্রাকশন কাজে দূর্ঘটনা
• বিল্ডিং এ দূর্ঘটনা
• স্লিপ এন্ড ফল
• ট্রিপ এন্ড ফল
• হাসপাতালে ভুল চিকিৎসা
• বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম
• লেড পয়জনিং
• IMMIGRATION
(Consultation fee applies)
Moin & Michael
ক্লায়েন্টেদের জন্য আমরা মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার আদায় করে দিয়েছি
Attorney
Michigan Only.
Attorney
Michigan Only.
Attorney
New Jersey Only
Attorney, Buffalo
New York Only
Attorney
Connecticut Only
Attorney
Pennsylvania Only
WWW.MOINLAW.COM
Prior Result Does Not Guarantee future outcome of any cases
Moin Choudhury is admitted in the United States Supreme Court and Michigan State Supreme Court only.
Michael Taub is admitted in New York State Only.

খালেদা জিয়াঃ আপসহীন নেত্রীর

১৪ পৃষ্ঠার পর

১৯৮৩ সালে এরশাদের স্বৈরশাসনের অবসান ঘটাতে যে সাতদলীয় জোট গঠিত হয়, তার নেপথ্য কারিগর ছিলেন খালেদা জিয়া। ১৯৮৬ সালের অবৈধ নির্বাচনে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ অংশ নিলেও খালেদা জিয়া রাজপথের আন্দোলন অব্যাহত রাখেন। সেই থেকে তিনি হলেন 'আপসহীন নেত্রী'।

শেখ হাসিনার সঙ্গে তিনি হয়ে ওঠেন বাংলাদেশের রাজনীতিতে দীর্ঘ কয়েক দশক ধরে প্রভাব বিস্তারকারী দুই নারী নেত্রীর একজন। তবে স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনে যে যুগল নেতৃত্ব একসঙ্গে লড়াই করেছিল, অল্প সময়ের মধ্যেই সেই যাত্রা রূপ নেয় তিক্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতায়।

প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রী

১৯৯১ সালে এরশাদ শাসনের পতন এবং সংসদীয় গণতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠার পর বাংলাদেশে এক দশকেরও বেশি সময় পর প্রথম সত্যিকারের প্রতিযোগিতামূলক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। অনেকের প্রত্যাশার বাইরে, মূলত খালেদা জিয়ার ব্যক্তিগত ইমেজ ও জনপ্রিয়তার জোরেই সেই নির্বাচনে বিজয়ী হয় বিএনপি। এর মধ্য দিয়ে তিনি দেশের প্রথম এবং মুসলিম বিশ্বে দ্বিতীয় নারী প্রধানমন্ত্রী হন।

তাঁর প্রথম মেয়াদ (১৯৯১-১৯৯৬) ব্যাপকভাবে তাঁর সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ সময় হিসেবে বিবেচিত হয়। তিনি রাষ্ট্রপতি শাসন থেকে সংসদীয় ব্যবস্থায় উত্তরণের নেতৃত্ব দেন, গুরুত্বপূর্ণ গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলো পুনরুদ্ধার করেন এবং বাজার উদারীকরণ ও বেসরকারি খাতকে পুনরুজ্জীবিত করার লক্ষ্যে অর্থনৈতিক সংস্কারের সূচনা করেন।

তাঁর সরকার গ্রামে বিদ্যুতায়নের বিস্তার ঘটায়, শিক্ষার প্রসার ঘটায়। বিশেষ করে মেয়েদের শিক্ষায় জোর দেয়। দেশের নতুন উদীয়মান রপ্তানিমুখী তৈরি পোশাকশিল্পের বিকাশে সহায়ক ভূমিকা রাখে, যা পরবর্তীকালে অর্থনীতির মূল স্তম্ভে পরিণত হয় তার ভিত্তি স্থাপন করে। আন্তর্জাতিকভাবে তিনি বাংলাদেশকে একটি দায়িত্বশীল আঞ্চলিক ক্রীড়নক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেন।

তাঁর প্রশাসন একাধিক সংকটের মুখোমুখি হয়, যার মধ্যে ছিল প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং রাজনৈতিক সংঘাত। বিরোধী দলের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবি মেনে না নেওয়ার কারণে দেশব্যাপী আন্দোলনের সূত্রপাত হয় এবং ১৯৯৫ সালে সংসদ ভেঙে দেওয়া হয়।

১৯৯৬ সালের ফেব্রুয়ারি নির্বাচন সব প্রধান বিরোধী দলের বর্জনের কারণে ব্যাপকভাবে প্রহসনমূলক বলে বিবেচিত হয়। তবে তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিল পাস হওয়ার পর তিনি শান্তিপূর্ণভাবে পদত্যাগ করেন। বাংলাদেশের মত দেশে এমন উদারতা আসলে কতটা বিরল তা পরবর্তীতে আমরা দেখেছি।

রাষ্ট্রক্ষমতায় প্রত্যাবর্তন এবং অশান্ত সময়

২০০১ সালে খালেদা জিয়া বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে ক্ষমতায় ফিরে আসেন এবং জামায়াতে ইসলামীসহ চারদলীয় জোটের নেতৃত্ব দেন। তাঁর দ্বিতীয় মেয়াদ চলাকালে রাজনৈতিক পরিবেশ ছিল অত্যন্ত বিভক্ত। দেশে উগ্রবাদের উত্থান হয়, দেশে অরাজকতা বেড়ে যায় এবং প্রধান রাজনৈতিক দলগুলো ক্রমবর্ধমান সংঘাত জড়িয়ে পড়ে।

এই মেয়াদে তাঁর সরকার কয়েকটি বড় অবকাঠামোগত ও সামষ্টিক অর্থনৈতিক উদ্যোগ নেয়। বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধি পায়, রেমিট্যান্সের প্রবাহ ব্যাপকভাবে বাড়ে এবং বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ইতিহাসের সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছে। রাস্তা, সেতু এবং টেলিযোগাযোগের সম্প্রসারণসহ প্রধান প্রকল্পগুলো গতি পায়। বৈশ্বিক মন্দার হাওয়া বাংলাদেশে এসে লাগলেও উচ্চ প্রবৃদ্ধি ধরে রাখায় বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক প্রশংসা অর্জন করে। তাঁর প্রশাসন প্রাথমিক শিক্ষা ও গ্রামীণ সেবার সম্প্রসারণ অব্যাহত রাখে। তখন বাংলাদেশকে উদীয়মান অর্থনৈতিক শক্তিগুলোর একটি হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়।

তাঁর বিরোধীরা অভিযোগ তোলেন, তিনি 'দায়মুক্তির সংস্কৃতি'কে প্রশ্রয় দিয়েছেন; আর সমর্থকদের দাবি ছিল, স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী ও বিদেশি প্রভাবের কারণে তাঁকে পরিকল্পিতভাবে দুর্বল করে দেওয়া হয়েছে।

দুর্দশার বছরগুলো

২০০৭ সালে সেনাসমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে খালেদা জিয়া এবং তাঁর রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বী শেখ হাসিনাকে দুর্নীতিবিরোধী অভিযানে গ্রেপ্তার করা হয়। এরপর শুরু হয় দীর্ঘ আইনি লড়াই, নিষেধাজ্ঞা এবং রাজনৈতিক প্রান্তিকীকরণের চক্র। তবুও তখনও বিএনপির নিজস্ব পরিচয় এবং বৃহত্তর গণতন্ত্রপন্থী আন্দোলনের কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল তাঁর অবস্থান। তিনি বারবার দেশের বাইরে যাওয়ার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন এবং ছায়া শক্তিগুলোর সঙ্গে কোনো গোপন সমঝোতায়ও রাজি হননি।

২০০৯ সালের পরের বছরগুলো সম্ভবত তাঁর জীবনের সবচেয়ে চ্যালেঞ্জিং সময় ছিল। ২০০৯ থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত খালেদা জিয়াকে প্রতি পদক্ষেপে অপমান করার বার বার চেষ্টা করা হয়। তাঁর সম্পর্কে বিদ্বেষপূর্ণ গুজব ছড়ানো হয়। তাঁকে জোর করে তাঁর স্বামীর স্মৃতিবিজড়িত বাড়ি থেকে উচ্ছেদ করা হয়। ২০১৮ থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত তাঁকে নির্জন কারাবাসে রাখা হয়। খালেদা জিয়াকে কারাগারের এমন একটি সেলে রাখা হয় যার অবস্থা ছিল ভয়াবহ। তাঁর চিকিৎসা ব্যবস্থা ঘিরে ধোঁয়াশা তৈরি করা হয়। কেবল জেলের ভেতর তাঁর মৃত্যু ঠেকাতে কোভিডের মহামারির সময় তাঁকে জামিন দেওয়া হয়। ২০২১ সালে আইসিইউতে থাকা অবস্থায় খালেদা জিয়ার বিদেশে জরুরি চিকিৎসার প্রয়োজন ছিল। শেখ হাসিনা তখন উপহাস করে বলেন, 'আমি তাঁকে বাড়িতে থাকার অনুমতি দিয়েছি, চিকিৎসা অনুমতি দিয়েছি, তার আর কী প্রয়োজন?'

খালেদা জিয়া বুঝতে পেরেছিলেন, তাঁর ভাগ্যে কী অপেক্ষা করছে। তিনি তা মেনে নিয়েছিলেন। তিনি এক ছেলেকে হারিয়েছেন; অন্য ছেলে বিদেশে নির্বাসিত। চাইলে তিনি আলোচনার পথ বেছে নিতে পারতেন, ব্যক্তিগত নিরাপত্তার নিশ্চয়তা চাইতে পারতেন, সেইফ প্যাসেজ নিতে পারতেন, অথবা দেশ ছেড়ে চলে যেতে পারতেন। কিন্তু তিনি কঠিন পথটিই বেছে নিয়েছিলেন কারণ তিনি বিশ্বাস করতেন তাঁর জীবন বাংলাদেশের জন্য।

রোগশয্যায় থেকেও তিনি হাজার হাজার মানুষের ভরসা প্রতীক হয়ে রইলেন, যারা বিশ্বাস করতেন বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক ভবিষ্যৎ তাঁর দৃঢ়তার মাঝে প্রতিফলিত হয়।

অপরিহার্য এক চরিত্র

দেশের জন্য খালেদা জিয়ার দীর্ঘ সংগ্রামকে পাশ কাটিয়ে তাঁর জীবন দর্শন বোঝা সম্ভব না। কঠোর স্বৈরতান্ত্রিক শাসনের সময়ে তিনি ছিলেন জাতীয় সার্বভৌমত্বের অবিচল রক্ষাকর্তা, একদলীয় শাসনের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত প্রতিরোধ। বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক যাত্রাকে আকার দেবার ক্ষেত্রে সমসাময়িক যেকোনো নেতার চেয়ে তাঁর অবদান বেশি।

খালেদা জিয়ার কিংবদন্তীর সঙ্গে বাংলাদেশের নারীর শিক্ষার অগ্রগতিও ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। ১৯৯০-এর দশকে তার প্রথম প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন তাঁর সরকার কিছু প্রকল্প চালু ও সম্প্রসারণ করে যা মেয়েদের মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির হার ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি করেছিল। এর মধ্যে ছিল মহিলা মাধ্যমিক বিদ্যালয় সহায়তা কর্মসূচি (এফএসএসএপি), গ্রামীণ মেয়েদের জন্য স্টাইপেন্ড, এবং নারী শিক্ষার্থীদের জন্য টিউশন ফি ছাড়।

এই উদ্যোগগুলো শুধু ঝরে পড়ার হার কমায়নি, বরং দীর্ঘদিন ধরে স্থায়ী সামাজিক মানসিকতাকেও পরিবর্তন করেছে, দরিদ্র ও প্রান্তিক পরিবারের মেয়েদের পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়ার সুযোগ নিশ্চিত করেছে। তাঁর মেয়াদকালের শেষের দিকে বাংলাদেশ উন্নয়নশীল বিশ্বের মধ্যে নারী মাধ্যমিক শিক্ষায় অন্যতম উল্লেখযোগ্য রূপান্তর অর্জন করেছে, যা আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর কাছেও স্বীকৃত।

তিনি ছিলেন এরশাদ-বিরোধী আন্দোলনের প্রতীক, দেশের সংসদীয় গণতন্ত্রে ফেরার রক্ষক এবং দুইবার গণতান্ত্রিক ক্ষমতা হস্তান্তরের কারিগর। শেখ হাসিনার শাসনের সময়ও তাকে নিপীড়নের মুখে গণতান্ত্রিক সংগ্রামের প্রতীক হিসেবে দেখা হতো। তিনি বারবার প্রমাণ করেছেন কেন তাকে আপসহীন নেত্রী বলা হয়।

খালেদা জিয়া একটি জটিল, বিতর্কিত, কিন্তু প্রভাবশালী এক কিংবদন্তী রেখে গেছেন। আলোচনার বিষয়বস্তু হয়ে ওঠারও আগে তিনি লিঙ্গ অসমতার বাধাকে গুঁড়িয়ে দিয়েছেন। ৪০ বছরের বেশি সময় ধরে তিনি তার দলকে নেতৃত্ব দিয়েছেন। তিনি বিরোধী শক্তির একটি ভিত্তি হয়ে উঠেছিলেন, যা বিচ্ছিন্নতা এবং নিপীড়নের মুখে থেকেও মূলত তার প্রতীকী গুরুত্বের কারণে টিকে ছিল।

তার মৃত্যুর শূন্যতা শুধু তার দলের মধ্যে নয়, বাংলাদেশের রাজনৈতিক কল্পনাশক্তির বিস্তৃত ক্ষেত্রেও অনুভূত হবে। লক্ষ লক্ষ মানুষের কাছে তিনি ছিলেন ধৈর্যের প্রতীক। তার যাত্রা বাংলাদেশের আধুনিক ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হিসেবে থাকবেই।

এখন তাঁর কাজ শেষ, লড়াই সমাপ্ত। তিনি যাত্রা করলেন অনন্তের পথে। আমরা তাঁর আত্মার মাগফিরাত কামনা করছি।

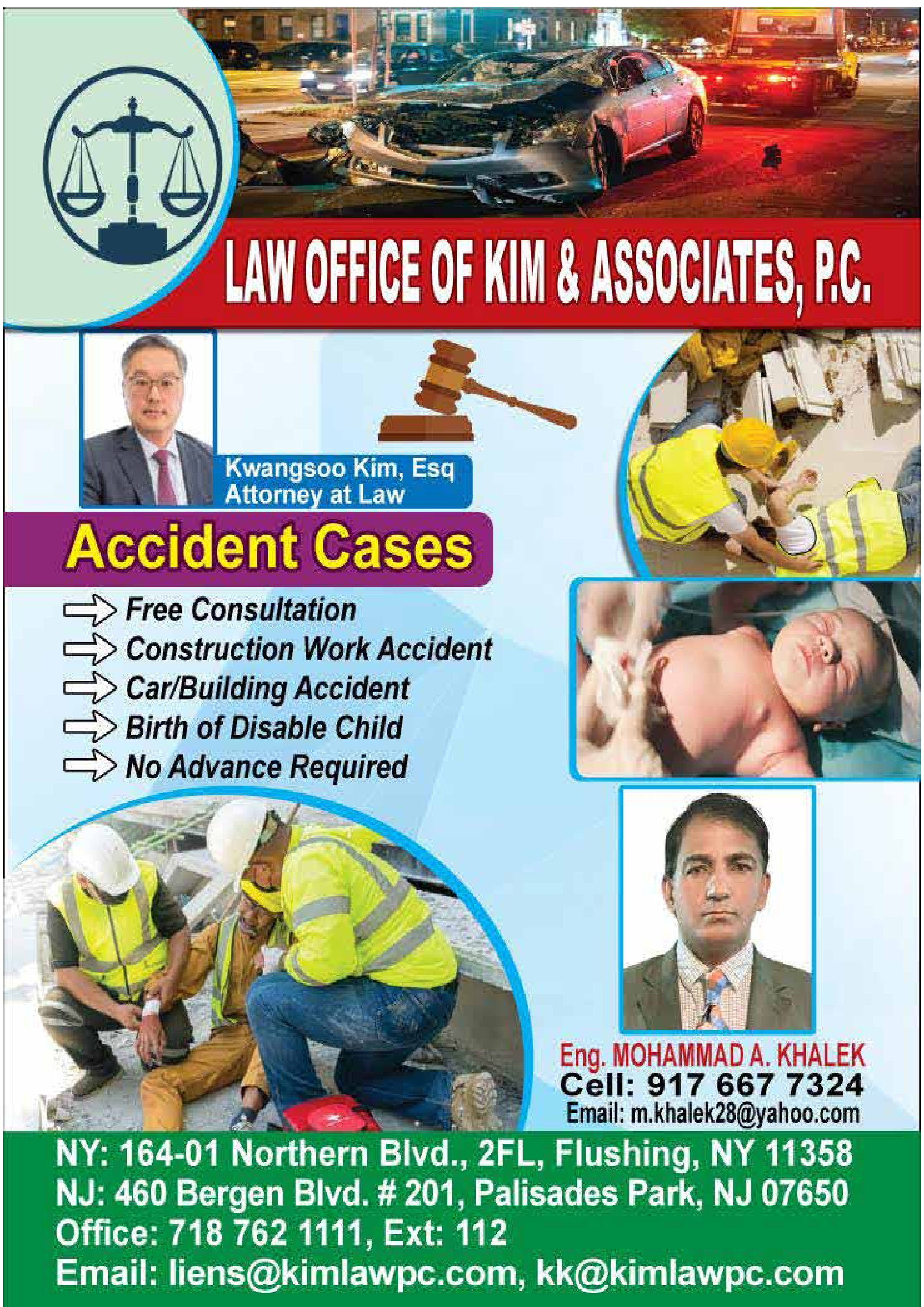

HAPPY
NEW
YEAR
2026
Mina Farah & Farhad Reja
Bangladesh Plaza
Jackson Heights, New York

জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা, ইন্‌ক
JALALABAD ASSOCIATION OF AMERICA, INC

সাধারণ সভা

তারিখ : ১২ জানুয়ারী, ২০২৬ সোমবার ♦ সময় : বিকাল ৫টা
স্থান : **Nabanno Restaurant**

37-22 73rd St, Jackson Heights, NY 11372

সম্মানিত জালালাবাদবাসী,
১২ জানুয়ারী, ২০২৬ সোমবার, জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকার সাধারণ সভার আয়োজন করা হয়েছে। উক্ত সাধারণ সভায় জালালাবাদবাসীর উপস্থিতি একান্তভাবে কাম্য।

আমন্ত্রণক্রমে

বদরুল খান
সভাপতি
৬৪৬-৮২৪-৪৮১৪

রোকন হাকিম
ভারপ্রাপ্ত-সাধারণ সম্পাদক
৯১৭-৩৬২-২৪৪২

মোঃ লোকমান হোসেন (লুকু), *সহ-সভাপতি (সিলেট জেলা)* • শামীম আহমেদ, *সহ-সভাপতি (সুনামগঞ্জ জেলা)* • মোঃ শফি উদ্দিন তালুকদার, *সহ-সভাপতি (হবিগঞ্জ)* • মোঃ জাবেদ উদ্দীন, *সহ-সভাপতি (মৌলভীবাজার)* • মোহাম্মদ আলিম, *কোষাধ্যক্ষ* • মোঃ জিল্লুর রহমান খান, *সাংগঠনিক সম্পাদক* • ফয়ছল আলম, *প্রচার ও দপ্তর সম্পাদক* • হোসেন আহমদ, *সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক* • মান্না মুনতাসির, *ক্রীড়া সম্পাদক* • বুরহান উদ্দিন, *আইন ও আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক* • জাহিদ আহমেদ খান, *সমাজ কল্যাণ সম্পাদক* • সারা উদ্দিন, *মহিলা বিষয়ক সম্পাদক* • আব্দুল আজিজ, *কার্যকরী সদস্য (সিলেট জেলা)* • হুমায়ুন কবির সোহেল, *কার্যকরী সদস্য (সুনামগঞ্জ জেলা)* • দেলোয়ার হোসেন মানিক, *কার্যকরী সদস্য (হবিগঞ্জ জেলা)* • মোঃ ফজল খান, *কার্যকরী সদস্য (মৌলভীবাজার জেলা)*

বোর্ড অব ট্রাষ্টি: **কাওছারুজ্জামান কয়েছ • বদরুন নাহার খান মিতা • ছয়দুন নূর • সৈয়দ নাজমুল হাসান কুবাদ**

প্রচারে: **ফয়ছল আলম,** *প্রচার ও দপ্তর সম্পাদক*

citygroup

অফিসিয়াল নোটিশ

সিটি গ্রুপের পণ্য শুধুমাত্র আমাদের মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডায় আমদানি ও বিতরণ করা হয়। সঠিক ও আসল পণ্য নিশ্চিত করতে কেনার আগে আপনার সোর্স যাচাই করুন।

যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার প্রতিষ্ঠানগণকে অনুরোধ:
সিটি গ্রুপের পণ্য আমদানি ও বাজারজাতকরণ থেকে বিরত থাকুন। অন্যথায় তা আইনবহির্ভূত আমদানী গণ্য হবে।

যুক্তরাষ্ট্র এবং কানাডায় অফিসিয়াল আমদানি ও বিতরণ পরিচালনা করে শুধুমাত্র

Deshi Distributors LLC
দেশি ডিস্ট্রিবিউটর্স এলএলসি
এল.এল.সি

সি.কে. ফ্রোজেন ফিশ
এন্ড ফুড কানাডা আই.এন.সি

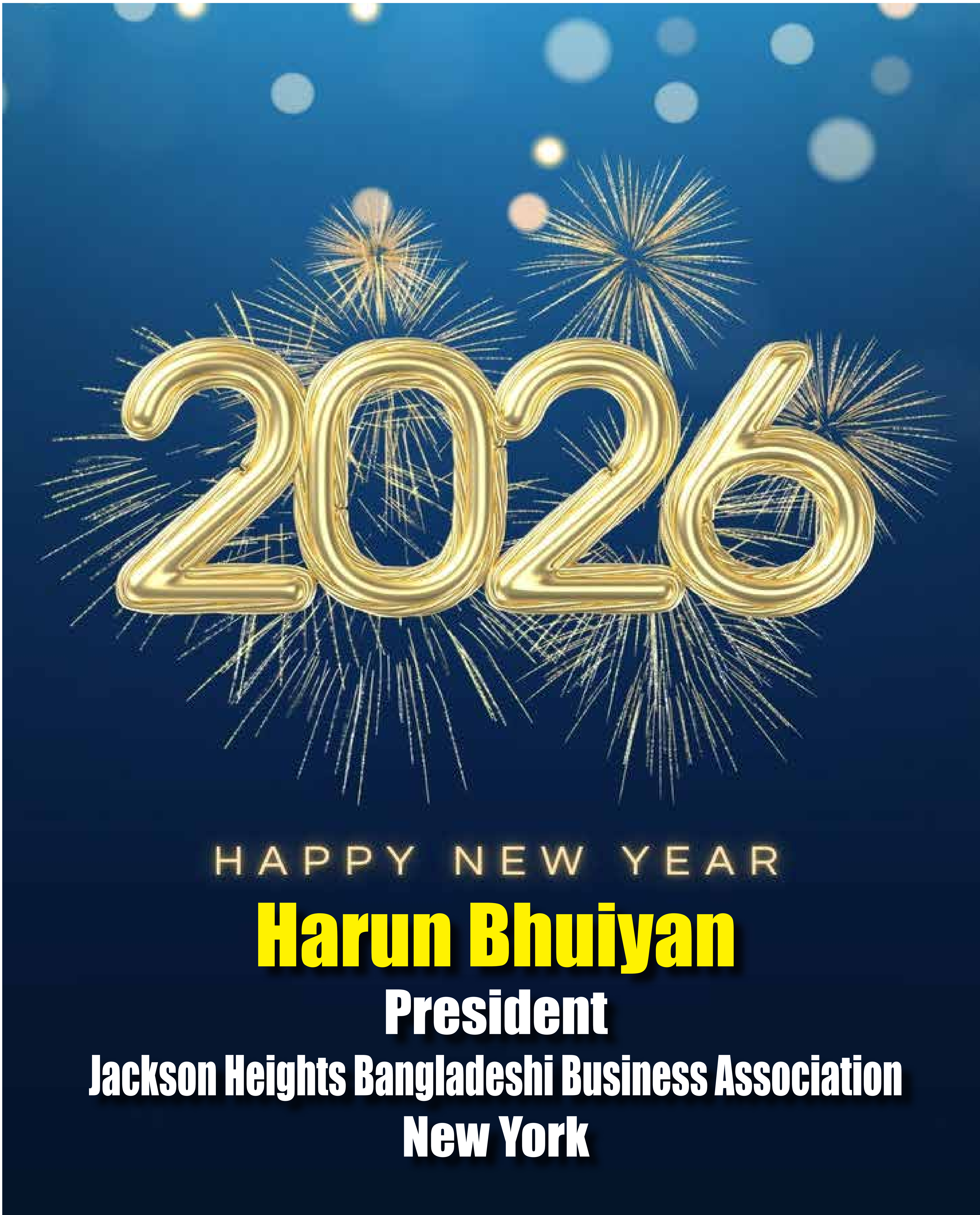
2026
HAPPY NEW YEAR
Harun Bhuiyan
President
Jackson Heights Bangladeshi Business Association
New York

গৃহবধূ থেকে গণতন্ত্রের প্রতীক বেগম খালেদা জিয়া

১৪ পৃষ্ঠার পর

রাজনীতি গত কয়েক দশক ধরে কার্যত এই দুই নারীকে ঘিরে ঘুরপাক খেয়েছে।

ওয়াশিংটনভিত্তিক দক্ষিণ এশিয়া বিষয়ক গবেষক মাইকেল কুগলম্যান বলেন, ‘‘আমি যখন খালেদা জিয়ার নাম শুনি, তখন প্রথমেই মনে আসে শেখ হাসিনার সঙ্গে তার তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার কথা। জিয়া এবং হাসিনার মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল এবং বাংলাদেশের রাজনীতিতে তা প্রভাব বিস্তার করেছে।’’

‘‘ভুলের মাশুল’’ দিয়েছেন খালেদা জিয়া

২০০৮ সালের ডিসেম্বর থেকে ২০২৪ সালের আগস্ট অবধি ক্ষমতায় থাকতে সক্ষম হন শেখ হাসিনা। তবে এই দীর্ঘমেয়াদে ২০১৪, ২০১৮ এবং ২০২৪ সালের শুরুতে তিনটি বিতর্কিত নির্বাচন করেও তেমন কোনো কঠোর রাজনৈতিক প্রতিরোধের মুখে পড়েননি তিনি।

রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা মনে করেন, চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী খালেদা জিয়াকে বিভিন্ন মামলায় জড়িয়ে এসময় রাজনীতিতে নিষ্ক্রিয় করে রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন শেখ হাসিনা। আওয়ামী লীগের সেই টানা ক্ষমতায় থাকার মেয়াদে শুধু খালেদা জিয়া নন, বিএনপির প্রায় চল্লিশ লাখ নেতাকর্মীর বিরুদ্ধে প্রায় দুইলাখের মতো মামলা করা হয়েছিল। দলটির পরিসংখ্যান অনুযায়ী, এই সময়ে অন্তত ৬০০ নেতাকর্মী গুমের এবং তিন হাজার নেতাকর্মী বিচারবহির্ভূত হত্যার শিকার হন।

একসময় গণতন্ত্রের কঠোর সমর্থক জিয়া এই সময়ে শেখ হাসিনার দীর্ঘদিন ক্ষমতা ধরে রেখে স্বৈরাচারী হয়ে ওঠার প্রবণতা রুখতে পারেননি।

‘‘গত দশকে অনেক ভুল করেছেন খালেদা জিয়া। নির্বাচন বর্জন করায় সুযোগ হারিয়েছেন। তার চেয়েও বড় কথা মধ্যপন্থা বাদ দিয়ে বিঘ্নকারী এবং সংঘর্ষমূলক অবস্থান নিয়েছিলেন তিনি, যা অনেক সম্ভবনা নষ্ট করেছে,’’ ডয়চে ভেলেকে বলেন কুগলম্যান।

‘‘তার দল এক পর্যায়ে সহিংসতার পথ বেছে নেয় যা এক্ষেত্রে সহায়তা করেনি। তাছাড়া কখনো কখনো ইসলামিস্ট রাজনৈতিক দলগুলো, বিশেষ করে যারা কট্টরপন্থি, তাদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে তিনি ধর্মনিরপেক্ষ এবং মধ্যপন্থার বাংলাদেশে বিশ্বাসীদের সমর্থন হারিয়েছেন,’’ যোগ করেন তিনি।

ঢাকাভিত্তিক রাজনৈতিক বিশ্লেষক আসিফ নজরুল মনে করেন, রাজনীতিতে খালেদা জিয়ার শক্ত অবস্থান হারানোর পেছনে শেখ হাসিনার আমলে ভারতের এবং অবাধ, সুষ্ঠু ও অন্তর্ভূক্তিমূলক নির্বাচনে ভূমিকা রাখতে সক্ষম পশ্চিমা কূটনীতিকদের আত্মবিশ্বাস অর্জনে তার অনাগ্রহ ভূমিকা পালন করেছে।

বাংলাদেশের রাজনীতিতে প্রতিবেশি দেশ ভারত বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে বলে বিশ্বাস করা হয়।

‘‘২০১৩ সালে ঢাকায় ভারতের প্রেসিডেন্ট প্রণব মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে সাক্ষাত না করার সিদ্ধান্ত এবং একই বছরে নির্বাচনকালীন সরকার নিয়ে শেখ হাসিনার প্রস্তাব ফিরিয়ে দেয়ায় তিনি রাজনৈতিকভাবে ব্যাপক ক্ষতির শিকার হয়েছেন,’’ বাংলাদেশের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে অন্তর্বতী সরকারের আইন উপদেষ্টা হওয়ার আগে ডয়চে ভেলেকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন নজরুল।

‘‘ঢাকাভিত্তিক অভিজাত বুদ্ধিজীবী এবং পশ্চিমা কূটনীতিকদের মন জয় করতে পারেননি তিনি। আর অতীতে ভারত সরকারের বিরুদ্ধে লড়া বিচ্ছিন্নতাবাদীদের কাছ থেকে বিএনপি এবং তার জোটদেরকে দূরে রাখতে না পারার ব্যর্থতাও তাকে দুর্বল করেছে,’’ বলেন তিনি।

রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা মনে করেন, যদিও ধারণা করা হয় যে খালেদা জিয়ার বিপুল সমর্থক রয়েছেন, শেখ হাসিনা বিতর্কিত নির্বাচনগুলোর সময়ে কৌশলে সেই ভোটারদেরকে ব্যালট বাক্স থেকে দূরে রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন।

খালেদা জিয়াকে যেসব কারণে স্মরণ করা হবে

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক লায়লা নূর ইসলাম মনে করেন, খালেদা জিয়া বাংলাদেশে অনেক ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে সক্ষম হয়েছিলেন।

‘‘বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্রের পুনঃপ্রবর্তন করা, লাখ লাখ নারীকে পোশাক খাতে চাকুরির ব্যবস্থা করা, সবার জন্য বিনামূল্যে প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করা এবং অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন নিশ্চিতে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা গড়াসহ বিভিন্ন কারণে তিনি স্মরণীয় হয়ে থাকবেন,’’ ডয়চে ভেলেকে বলেন তিনি।

আসিফ নজরুল মনে করেন, খালেদা জিয়ার গণতন্ত্রের জন্য লড়াই এবং সেই লড়াইয়ের কারণে জীবনের শেষ দিকে যে ভোগান্তির তিনি শিকার হয়েছেন, সেজন্য তিনি বহুযুগ মানুষের হৃদয়ে থাকবেন।

‘‘খালেদা জিয়া চাইলে ২০০৬-২০০৭ সালের রাজনৈতিক অস্থিরতার সময় কিংবা তার বিরুদ্ধে মামলা চলাকালীন সময়ে বিদেশে চলে যেতে পারতেন। তার বয়স হয়েছিল এবং তিনি অসুস্থ ছিলেন। তা সত্ত্বেও অনেক ভোগান্তির শিকার হতে হবে বুঝেও তিনি হাসিনা সরকারের কাছে নতিস্বীকার করেননি এবং বিদেশে চলে যাওয়ার কোনো সুযোগ নেননি,’’ বলেন তিনি। সৌজন্যে জার্মান বেতার ডয়চে ভেলে

শোককে কি শক্তিতে পরিণত করতে পারবেন তারেক

১৬ পৃষ্ঠার পর

করে এবং আন্দোলনকে তীব্রতর করতে সহায়তা করে। ততদিনে খালেদা জিয়া একজন আপসহীন নেত্রী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হন। তার ভাবমূর্তি যে গণজোয়ার তৈরি করেছিল, তা ১৯৯০ সালের ডিসেম্বরে এক অভ্যুত্থানে এরশাদ সরকারের পতনের পর ১৯৯১ সালের নির্বাচনে বিএনপিকে বিজয়ী হতে বিশাল ভূমিকা রাখে।

২০০৭-০৮ সালের জরুরি অবস্থার সময় রাজনীতি ছাড়ার দেশ ত্যাগ করার সব চাপ উপেক্ষা করেন খালেদা জিয়া। দুর্নীতির মামলায় তাকে গ্রেপ্তার করে কারাগারে পাঠানো হয়। তার রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বী শেখ হাসিনার ক্ষেত্রেও একই ঘটনা ঘটে।

খালেদা জিয়া ঘোষণা দেন, শেখ হাসিনার সরকারের অধীনে কোনো নির্বাচনই অবাধ ও সুষ্ঠু হবে না এই অবস্থান থেকে তিনি বিএনপি জোটকে নেতৃত্ব দিয়ে ২০১৪ সালের নির্বাচন বর্জন করেন।

খালেদা জিয়ার বক্তব্য আবারও সত্য প্রমাণিত হয়। ২০১৪ সালের পর অনুষ্ঠিত টানা তিনটি নির্বাচনই অবাধ ও সুষ্ঠু ছিল না। এসব নির্বাচন শেখ হাসিনাকে ক্ষমতায় টিকে থাকতে সহায়তা করে এবং তাকে কর্তৃত্ববাদী শাসকে পরিণত করে যার পরিণতি আসে ২০২৪ সালের আগস্টের গণঅভ্যুত্থানে; শেষ পর্যন্ত তিনি দেশ ছাড়তে বাধ্য হন। তবে এখন যখন আরেকটি স্বৈরাচারী শাসনের অবসান হয়েছে, তখন দলকে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য খালেদা জিয়া আর বেঁচে নেই। তিনি লড়াইয়ের মশালটি তুলে দিয়ে গেছেন তার সন্তান তারেক রহমান ও দলের নেতাকর্মীদের হাতে।

আসন্ন এই নির্বাচন তারেক রহমানের নেতৃত্ব এবং বিএনপির জন্য ‘মেক অর ব্রেক’ অর্থাৎ সাফল্য বা ব্যর্থতার এক নির্ণায়ক। এই নির্বাচনে জয়ী হতে পারাই হবে বেগম খালেদা জিয়ার প্রতি তার দলের সবচেয়ে বড় শ্রদ্ধাঞ্জলি। তারেক রহমানের নেতৃত্বে বিএনপি কি পারবে সেটি অর্জন করতে?

সেপ্টেম্বর-ডিসেম্বরে যুক্তরাষ্ট্র থেকে বাংলাদেশে সয়াবিন

১০ পৃষ্ঠার পর

শতাংশে নামিয়ে আনে যুক্তরাষ্ট্র। সাম্প্রতিক কয়েক দশকে যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশের মধ্যে বাণিজ্য অনেক বেড়েছে। তবে বাণিজ্যের ভারসাম্য এখনো বাংলাদেশের পক্ষেই বেশি। ২০২৪ সালে যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশে ২ দশমিক ৩ বিলিয়ন ডলারের পণ্য রপ্তানি করেছে, আর বাংলাদেশ থেকে আমদানি করেছে ৮ দশমিক ৪ বিলিয়ন ডলারের পণ্য। যুক্তরাষ্ট্র সয়াবিন রপ্তানি কাউন্সিলের (ইউএসএসইসি) প্রধান নির্বাহী জিম সাটার বলেন, যুক্তরাষ্ট্র থেকে বাংলাদেশে আসা সবচেয়ে বড় কৃষিপণ্য হলো সয়াবিন ও সয়াবিনজাত মিল। তিনি জানান, বাংলাদেশের শীর্ষ সয়াবিন প্রক্রিয়াজাতকারী প্রতিষ্ঠান ও মিল আমদানিকারকেরা আগামী এক বছরে ১ দশমিক ২৫ বিলিয়ন ডলারের মার্কিন সয়াবিন ও সয়াবিন মিল কেনার জন্য সম্প্রতি একটি আগ্রহপত্র (লেটার অব ইনটেন্ট) সই করেছে।

জিম সাটার এই চুক্তিকে“একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক” হিসেবে উল্লেখ করেন।

তিনি বলেন,“এই চুক্তির সঙ্গে যুক্ত প্রতিষ্ঠানগুলো ইউএসএসইসির সঙ্গে কাজ করছে, যেন কাঁচামাল সংগ্রহের মান উন্নত হয়, প্রযুক্তিগত সহযোগিতা বাড়ে এবং বাংলাদেশে প্রোটিন খাত আরও শক্তিশালী হয়।”

বাংলাদেশ বছরে প্রয়োজনীয় সয়াবিনের মাত্র প্রায় ৭ শতাংশ নিজে উৎপাদন করে। বাকি অংশ আমদানির ওপর নির্ভর করতে হয়। জিম সাটার বলেন, দেশে এখন বড় ও আধুনিক সয়াবিন প্রক্রিয়াজাত শিল্প আছে, যা দেশের বেশিরভাগ সয়াবিন মিল ও তেলের চাহিদা মেটায়। এছাড়া বাংলাদেশে সয়াবিন ও সয়াবিন মিল আমদানিতে কোনো শুল্ক নেই, তাই বাণিজ্য সহজ ও স্থিতিশীল। ২০২৩২৪ বিপণন বছরে বাংলাদেশের মোট সয়াবিন আমদানির ৩২ শতাংশ এসেছে যুক্তরাষ্ট্র থেকে। আর সয়াবিন মিল আমদানির ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রের অংশ ছিল ৩ শতাংশ। তবে সাম্প্রতিক চুক্তির ফলে এই হার দ্রুত বাড়বে বলে সংশ্লিষ্টরা আশা করছেন। মেঘনা গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজের উপ-মহাব্যবস্থাপক মো. তাসলিম শাহরিয়ার বলেন, গত ছয়সাত মাসে বাংলাদেশ ব্রাজিল থেকে সয়াবিন আমদানি কমিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের দিকে ঝুঁকেছে। তিনি জানান, বর্তমানে মার্কিন সয়াবিনের দাম টনপ্রতি ৪৮৫ থেকে ৪৯০ ডলার, যা ব্রাজিলের সয়াবিনের তুলনায় প্রায় ১০ ডলার কম। তবে পরিবহন খরচ প্রায় ১৫ ডলার বেশি।

ডেল্টা অ্যাগ্রোফুডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক আমিরুল হক বলেন, প্রতিযোগিতামূলক দামই এই পরিবর্তনের প্রধান কারণ। তিনি আরও বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাণিজ্য ঘাটতি কমাতে বেসরকারি খাত প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আমিরুল হক বলেন,“আমরা সরকারের নীতিগত সহায়তা চাই, যেন দেশের জন্য আরও বেশি অবদান রাখতে পারি।

“আমরা যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাণিজ্য ঘাটতি আরও কমানোর চেষ্টা করছি,” বলেন তিনি।

Law Office of Mahfuzur Rahman

Admitted in US Federal Court (Southern & Eastern District, Court of Appeals 2nd Circuit and Ninth Circuit.)

সহযোগিতার জন্য যোগাযোগ করুন।

ইমিগ্রেশনঃ ফ্যামিলি পিটিশন, গ্রীনকার্ড, ন্যাচারালাইজেশন এবং সিটিজেনশীপ, এসাইলাম, ডিপোর্টেশন, Cancellation of Removal, VAWA পিটিশন, লিগ্যালাইজেশন, বিজনেস ইমিগ্রেশন (H-1B, L1B, J1, EB1, EB2, EB3, EB5)

ফ্যামিলি ল' আনকনটেষ্টেড এবং কনটেষ্টেড ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট এবং কাস্টডি, এলিমনি।

Mahfuzur Rahman, Esq.
এটর্নী মাহ্‌ফুজুর রহমান
Attorney-At-Law (NY)
Barrister-At-Law (UK)

- ব্যাংক্রাপ্সী
- ল্যান্ডলর্ড ট্যানেন্ট ডিসপিউট
- রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং
- উইল্‌স
- ইনকোর্পোরেশন
- ক্রেডিট কনসলিডেশন
- পার্সনাল ইঞ্জুরি (এক্সিডেন্ট, কনস্ট্রাকশন)
- মর্গেজ
- ক্রিমিন্যাল এবং সিভিল লিটিগেশন
- ট্যাক্স ম্যাটার

Appointment : 347-856-1736

JACKSON HEIGHTS
75-21 Broadway, 3rd Fl, Elmhurst, NY 11373
Tel: 347-856-1736, Fax: 347-436-9184
E-mail: attymahfuz@gmail.com

সর্বনিম্ন মূল্যে বাংলাদেশ ভ্রমণ করুন

আমরা যেকোন ট্রাভেল এজেন্সী
অনলাইন/ইন্টারনেট প্রাইস থেকে কমমূল্যে টিকেট দিয়ে থাকি

জেএফকে-ঢাকা-জেএফকে
JFK-Dhaka-JFK

আমেরিকার যেকোন স্টেট থেকে বাংলাদেশসহ
বিশ্বের যেকোন দেশে সুলভে ভ্রমণ করুন

LOWEST GUARANTEED PRICES

Emirates ETIHAD QATAR KUWAIT AIRWAYS TURKISH AIRLINES SAUDIA DELTA

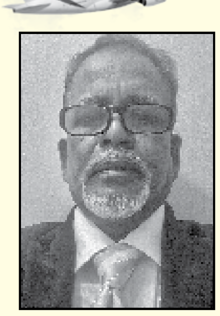

Cheapest Domestic & International Air Tickets

GLOBAL NY 1 TRAVELS, INC
168-47, Hillside ave, 2nd Floor
Jamaica NY-11432
OFFICE: 718-205-2360, CELL: 646-750-0632
E-mail: globalnytravels@gmail.com

MIRZA M ZAMAN (SHAMIM) - CEO

অনলাইনে সবচেয়ে কমমূল্যে
এয়ার টিকেট এবং হোটেল বুকিং দিন

HAPPY NEW YEAR
2026
দুলাল বেহেদু
স্বত্ত্বাধিকারী : স্মার্ট স্টাফিং সার্ভিসেস ইন্ক
সভাপতি: ঢাকা জেলা এসোসিয়েশন ইউএসএ ইন্ক

২০২৬ সালে কি ঘুরে দাঁড়াতে

১০ পৃষ্ঠার পর

আশার বিষয় হলো ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচন ও গণতান্ত্রিকভাবে ক্ষমতা হস্তান্তর। তার মতে, নতুন সরকারকে এই রাজনৈতিক ম্যান্ডেট কাজে লাগিয়ে ন্যায্য, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করতে হবে।

পলিসি এক্সচেঞ্জ বাংলাদেশের চেয়ারম্যান ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা এম মাসরুর রিয়াজও একই মত পোষণ করেন। তিনি বলেন, আগামী বছরের সবচেয়ে বড় আশার জায়গা জাতীয় নির্বাচন।

তিনি মনে করেন, চলমান সংস্কার ও পাঁচ বছরের নীতিগত স্থিরতা ব্যবসায়ীদের বিনিয়োগে আগ্রহ বাড়াবে। এতে কর্মসংস্থান বাড়বে, মানুষের আয় ও কেনাকাটার ক্ষমতা বাড়বে, আর অর্থনীতিও গতি পাবে।

রিয়াজ আরও বলেন, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা থাকলে বিদেশি বিনিয়োগকারী, বাণিজ্য অংশীদার ও উন্নয়ন সহযোগীরা আরও সক্রিয় হবে। পাশাপাশি বড় কোনো বৈশ্বিক সংকট না এলে জ্বালানি ও খাদ্যের কম দাম এবং শক্তিশালী বৈশ্বিক সরবরাহব্যবস্থা প্রবৃদ্ধিকে সহায়তা করবে।

অন্যদিকে সিপিডির মুস্তাফিজুর রহমান বলেন, ২০২৫ সালের অনেক সমস্যা ২০২৬ সালেও থেকে যাবে। বিনিয়োগ এখনো ধীরগতির, আর মানসম্মত কর্মসংস্থান তৈরি করা সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জগুলোর একটি।

তিনি বলেন, বাজার তদারকি ও সরবরাহপক্ষের উদ্যোগের মাধ্যমে মূল্যস্ফীতি সতর্কতার সঙ্গে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। পাশাপাশি বাড়তে থাকা ঋণ পরিশোধের চাপ সামাল দিতে সরকারের অভ্যন্তরীণ রাজস্ব আদায় বাড়ানো জরুরি। এ জন্য করব্যবস্থাকে ডিজিটাল করা, ভ্যাট ফাঁকি কমানো এবং আরও মানুষকে আয়কর ব্যবস্থার আওতায় আনার ওপর জোর দেন তিনি।

তার মতে, আয় ও সম্পদের বৈষম্য কমানোও গুরুত্বপূর্ণ। সাম্প্রতিক মাসগুলোতে রপ্তানি প্রবৃদ্ধি ধীর হয়ে পড়েছে, যা ব্যবসার খরচ কমানো, দ্রুত সেবা নিশ্চিত করা এবং বিশেষায়িত শিল্পপার্ক গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরে।

অর্থনীতিবিদরা বলছেন, পণ্য ও রপ্তানি বাজারে বৈচিত্র্য আনার কথা বহুদিন ধরে বলা হলেও বাস্তবে তেমন অগ্রগতি হয়নি। চলতি বছর বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশের (এলডিসি) তালিকা থেকে উত্তরণের পথে থাকায় এসব উদ্যোগ এখন আরও জরুরি হয়ে উঠেছে।

এম মাসরুর রিয়াজ ২০২৬ সালের জন্য চারটি অগ্রাধিকার তুলে ধরেন। প্রথমত, চলমান সামষ্টিক অর্থনৈতিক সমস্যা মোকাবিলা করা। দ্বিতীয়ত, বিনিয়োগ, রপ্তানি, ক্ষুদ্র ব্যবসা ও দেশের ভেতরের চাহিদাসহ যেসব খাতের গতি কমে গেছে, সেগুলো আবার পুনরুজ্জীবিত করা। তৃতীয়ত, ব্যাংক, বিমা, নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও পুঁজিবাজারসহ পুরো আর্থিক খাতে সুশাসন ফিরিয়ে আনা। চতুর্থত, একটি সুসংগঠিত অর্থনৈতিক সংস্কার কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা।

তিনি বলেন, কিছু উন্নতি হলেও মূল্যস্ফীতি এখনো বেশি। বেসরকারি বিনিয়োগ জিডিপির প্রায় ২২ শতাংশের কাছাকাছি আটকে আছে। রপ্তানি ও পণ্যের বৈচিত্র্যও এখনো দুর্বল। গত ১৫ মাসে ক্ষুদ্র ব্যবসাগুলো খুব কম লক্ষ্যভিত্তিক সহায়তা পেয়েছে।

ঢাকা মেট্রোপলিটন চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির (এমসিসিআই) সভাপতি কামরান টি রহমান বলেন, এখন সবার নজর নির্বাচনের দিকে। নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে হলে এবং একটি গণতান্ত্রিক সরকার ক্ষমতায় এলে তারা অর্থনৈতিক সমস্যাগুলো সমাধানে কাজ করবে।

তিনি আরও বলেন, একটি স্থিতিশীল গণতান্ত্রিক সরকার থাকলে সংলাপের সুযোগ বাড়ে এবং দীর্ঘমেয়াদি নীতির বিষয়ে আগাম ধারণা পাওয়া যায়, যা উদ্যোক্তাদের আস্থা বাড়ায়। তার মতে, গণতান্ত্রিক সরকার এলে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতিরও উন্নতি হবে।

তবে তিনি সতর্ক করে বলেন, এসব পরিবর্তন রাতারাতি আসবে না।

যুক্তরাষ্ট্র থেকে বোয়িংয়ের

১০ পৃষ্ঠার পর

বোসরা ইসলাম এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। বিমানের বহর সম্প্রসারণ ও সংস্থাটিকে আধুনিকীকরণের অংশ হিসেবে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সভায় সভাপতিত্ব করেন বিমানের পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান এবং বিমান ও পর্যটন উপদেষ্টা এস কে বশির উদ্দিন। নতুন এ সিদ্ধান্তের ফলে অনিশ্চয়তায় পড়ল বিমানকে দেওয়া এয়ারবাসের উড়োজাহাজ কেনার প্রস্তাব। বোসরা ইসলাম জানান, সভা চলাকালে বিমানের টেকনো-ফাইন্যান্স কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী বোয়িংয়ের দাম-দর নিয়ে আলোচনা এবং অন্যান্য শর্ত সাপেক্ষে পরিচালনা পর্ষদ বোয়িংয়ের ১৪টি উড়োজাহাজ কেনার নীতিগত অনুমোদন দেয়। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, বিমানের জন্য ৮টি বোয়িং ৭৮৭-১০ ড্রিমলাইনার, ২টি বোয়িং ৭৮৭-৯ ড্রিমলাইনার ও ৪টি বোয়িং ৭৩৭-৮ ম্যাক্স কেনা হবে।

যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাণিজ্য ঘাটতি কমানোর অংশ হিসেবে অন্তর্বর্তী সরকার এর আগে বোয়িং থেকে ২৫টি উড়োজাহাজ কেনার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। বিষয়টি মূল্যায়ন ও যাচাই-বাছাইয়ের পর বিমান এ সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করল।

মঙ্গলবারের সভায় বোর্ড সদস্যরা জানিয়েছেন, দেশের আকাশপথে চলাচলের সক্ষমতা বৃদ্ধি, আন্তর্জাতিক যোগাযোগ জোরদার এবং ভবিষ্যতে যাত্রী ও পণ্য পরিবহনের চাহিদা মেটানোর প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা করে উড়োজাহাজ কেনার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। প্রয়োজনীয় অনুমোদন ও আর্থিক কার্যক্রম শেষে বোয়িংয়ের সঙ্গে চূড়ান্ত চুক্তি সই হবে। এরপর কয়েক ধাপে উড়োজাহাজগুলো দেশে আসবে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্র জানিয়েছে।

বোয়িংয়ের প্রতিদ্বন্দ্বী এয়ারবাস দীর্ঘদিন ধরে বিমানকে উড়োজাহাজ কেনার জন্য চাপ দিয়ে আসছিল। ফ্রান্স, জার্মানি, যুক্তরাজ্যের রাষ্ট্রদূতরা গত বছরের নভেম্বরে প্রথমবারের মতো এয়ারবাসের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সাথে সংবাদ সম্মেলন করেন। সে সময় তারা বলেছিলেন, বিমানের আধুনিক, পরিবেশবান্ধব উড়োজাহাজ প্রয়োজন এবং এয়ারবাস এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে উপযুক্ত প্রতিষ্ঠান।

বোয়িংয়ের নতুন উড়োজাহাজ বিমানের বহরে যোগ হলে রুটের সংখ্যা আরও বাড়বে বলে আশা করছে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনস। সংবাদ সুত্রদ্য ডেইলি স্টার

৬ মাসে প্রবাসীরা বাংলাদেশে

১০ পৃষ্ঠার পর

বেড়েছে ২৪৮ কোটি ৮০ লাখ ৬০ হাজার ডলার বা ১৮ দশমিক ০৫ শতাংশ। গত অর্থবছরের একই সময়ে দেশে এসেছিল ১ হাজার ৩৭৭ কোটি ৫৮ লাখ ৮০ হাজার ডলার।

এদিকে সদ্যসমাপ্ত ডিসেম্বর মাসে রেমিট্যান্স প্রবাহ ছিল চোখে পড়ার মতো। এ মাসটিতে দেশে এসেছে ৩.২২ বিলিয়ন ডলার, যা চলতি অর্থবছরের মধ্যে সর্বোচ্চ এবং দেশের ইতিহাসে এক মাসে প্রাপ্ত রেমিট্যান্সের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ পরিমাণ।

ডিসেম্বর মাসে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন ব্যাংকগুলোর মাধ্যমে এসেছে ৫৭ কোটি ২৩ লাখ ৬০ হাজার ডলার। এছাড়া বিশেষায়িত ব্যাংকগুলোর মাধ্যমে ৩৫ কোটি ৩৫ লাখ ২০ হাজার ডলার, বেসরকারি ব্যাংকের মাধ্যমে ২২৯ কোটি ৩৯ লাখ ৪০ হাজার ডলার ও বিদেশি খাতের ব্যাংকগুলোর মাধ্যমে এসেছে ৬৮ লাখ ৭০ হাজার ডলার রেমিট্যান্স।

উল্লেখ্য, গত ২০২৪-২৫ অর্থবছর জুড়ে দেশে প্রবাসীরা পাঠিয়েছেন ৩০ দশমিক ৩২ বিলিয়ন বা ৩ হাজার ৩২ কোটি ৮০ লাখ মার্কিন ডলার রেমিট্যান্স, যা দেশের ইতিহাসে কোনো নির্দিষ্ট অর্থবছরে সর্বোচ্চ প্রবাস আয়ের রেকর্ড।

এষ্টোরিয়ার বৈশাখী'র আলু ভর্তায়

৫৮ পৃষ্ঠার পর

উপায়: বৈশাখীর চিকেন রোস্ট আর আলু ভর্তা খাওয়া।'

এর আগে, গত বছরের অক্টোবরে নির্বাচনী প্রচারণার সময় এক সাক্ষাৎকারে প্রিয় খাবারের জায়গা হিসেব নিউইয়র্কের থারটি-সিক্সথ অ্যাভিনিউতে বাংলাদেশি খাবারের রেস্তোরাঁ বৈশাখীর নাম উল্লেখ করেছিলেন উদীয়মান এই নেতা। উল্লেখ্য, জোহরান মামদানির বাবা বিখ্যাত অধ্যাপক মাহমুদ মামদানি ও মা চিত্রপরিচালক মীরা নায়ার দুজনই ভারতীয়। সেক্ষেত্রে বাঙালি খাবারের প্রতি তার অন্যরকম টান থাকতেই পারে।

যুক্তরাষ্ট্র থেকে পাঠানো রেমিট্যান্সের

৫৮ পৃষ্ঠার পর

সংগ্রহ করবে। মূল বিষয়গুলো: ট্যাক্সের হার১% (আগে ৫% প্রস্তাব করা হলেও পরে ১%-এ নেমে আসে)। কার্যকরের তারিখ: ১ জানুয়ারি, ২০২৬ থেকে। প্রযোজ্য: নগদ, মানি অর্ডার, বা ক্যাশিয়ার চেকের মতো নগদ কিংবা প্রায় নগদ মাধ্যমে পাঠানো আন্তর্জাতিক অর্থ স্থানান্তরের উপর। উদ্দেশ্য: যুক্তরাষ্ট্রে থেকে বিদেশে অর্থ পাঠানোর উপর একটি ফেডারেল আবগারি কর আরোপ করা।

যুক্তরাষ্ট্রে লক্ষ লক্ষ পরিশ্রমী অভিবাসীর জন্য, বাড়িতে টাকা পাঠানো কেবল একটি স্থানান্তর নয়, এটি ভালোবাসা এবং সমর্থন দেখানোর একটি উপায়। কিন্তু ১ জানুয়ারী, ২০২৬ থেকে , একটি নতুন আইন, ওয়ান বিগ বিউটিফুল বিল অ্যাক্ট , কিছু ধরণের রেমিট্যান্সের উপর অতিরিক্ত চার্জ আরোপ করবে। এখানে কী পরিবর্তন হচ্ছে, এটি কাদের উপর প্রভাব ফেলবে এবং কেন সেন্ডওয়েভ গ্রাহকরা আরাম করতে পারেন।

এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে যখন আপনি ঝবহফধিাব ব্যবহার করে টাকা পাঠান, তখন আপনার ট্রান্সফারের উপর নতুন করের প্রযোজ্য হবে না কারণ এটি আমাদের অফার করা পেমেন্ট পদ্ধতির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।

রেমিট্যান্স ট্যাক্স ১% কর কোথায় প্রযোজ্য?

এই নতুন কর শুধুমাত্র কাগজ-ভিত্তিক অর্থপ্রদানের উপর প্রভাব ফেলবে, যার মধ্যে রয়েছে: নগদ, মানি অর্ডার ও ক্যাশিয়ারের চেক

তাই যদি আপনি এখনও কোনও রেমিট্যান্স প্রতিষ্ঠানে বা কাউন্টারে নগদ অর্থ প্রদান করেন বা মানি অর্ডার ডাকযোগে পাঠান, তাহলে তখনই কর শুরু হবে।

কিন্তু আপনার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ইস্যু করা ব্যাংক অ্যাকাউন্ট, ডেবিট কার্ড বা ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে অর্থ স্থানান্তর যাকে ডিজিটাল ট্রান্সফার বলা হয় সেগুলি অব্যাহতিপ্রাপ্ত।

যখন আপনি যুক্তরাষ্ট্রে ইস্যু করা ডেবিট কার্ড, ক্রেডিট কার্ড বা সরাসরি আপনার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে অর্থ প্রদান করেন, তখন আপনাকে নতুন কর দিতে হবে না। তবে তখন ডেবিট/ক্রেডিট কার্ড কোম্পানীগুলি যে সার্ভিস চাজ গ্রহণ করে তা রেমিট্যান্স প্রেরণকারীকে পরিশোধ করতে হবে।

বছরের প্রথম দিন থেকেই চিনে

১২ পৃষ্ঠার পর

অন্যতম হল জন্মহার উল্লেখযোগ্য ভাবে হ্রাস পাওয়া। ভারত যখন হন্যে হয়ে জনসংখ্যা বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণের উপায় খুঁজছে, তখন ঠিক তার বিপরীত ছবি ধরা পড়েছে চিনের বিভিন্ন শহরে। চিনের নাগরিকদের আরও সন্তান ধারণে উৎসাহিত করছে শি জিনপিং সরকার। দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধি করতে নতুন নতুন কৌশল নিচ্ছে বেজিং।

চিনে জনসংখ্যার ভারসাম্য বজায় রাখতে সন্তান জন্ম দেওয়ার জন্য ভর্তুকি ঘোষণা করতে হয়েছে। যে সমস্ত পরিবারে সন্তানের জন্ম হবে, তাদের হাতে হাতে নগদ টাকা দেওয়ার পরিকল্পনা করেছে বেজিং। দম্পতিদের আরও বেশি সংখ্যক সন্তানগ্রহণে উৎসাহিত করতে জন্মনিয়ন্ত্রণের সঙ্গে সম্পর্কিত পণ্যের উপর অতিরিক্ত কর বসানোর সিদ্ধান্ত নেয় শি জিনপিঙের সরকার। বছরের প্রথম দিন থেকে সেই সিদ্ধান্তই কার্যকর করা হল।

এক সময় জনসংখ্যাই চিনের অন্যতম বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করতে সরকারকে হিমশিম খেতে হচ্ছিল। ১৯৭৯ থেকে ২০১৬ সাল পর্যন্ত চিনে চালু ছিল এক সন্তান নীতি। অএই নীতি অনুযায়ী, একটির বেশি সন্তান গ্রহণ করতে পারতেন না দম্পতিরা। তবে ২০১৬ সালে সেই নিয়ম তুলে নেয় বেজিং। ওই সময়ে কন্ডোমের উপর থেকে কর তুলে নিয়েছিল চিনা প্রশাসন। এক সন্তান নীতিকে ফলপ্রসূ করতে চিনা নাগরিকদের গর্ভপাত ও গর্ভ নিয়ন্ত্রণে প্রবল উৎসাহ দিয়েছিল বেজিং। সেই সূত্রেই চালু করা হয় বন্ধ্যত্বকরণ এবং জন্মনিয়ন্ত্রণের জন্য রাষ্ট্র পরিচালিত নানা প্রকল্পও।

পরিসংখ্যান বলছে, এক সন্তান নীতি বিলোপের পর ২০১৬ সালে চিনে ১ কোটি ৮৮ লক্ষ শিশুর জন্ম হয়েছিল। ২০২৪ সালে ৯৫ লক্ষে নেমে এসে প্রায় অর্ধেক হয়ে গিয়েছে জন্মহার। টানা তিন বছর ধরে জনসংখ্যা হ্রাস পাচ্ছে চিনে। ২০২২ সালে প্রতি ১০০০ জনে জন্মহার ছিল মাত্র ৬.৭৭ জন। ১৯৪৯ সালে চিনে কমিউনিস্ট পার্টির সূচনালগ্ন থেকে এমন পরিসংখ্যান কখনও দেখা যায়নি। ২০২৪ সালে ভারত জনসংখ্যার নিরিখে চিনকে ছাড়িয়ে বিশ্বের জনবহুল দেশের তকমা পায়। তার পরেই জন্মহার বাড়াতে তৎপর হয়ে ওঠে জিনপিঙের সরকার।

২০২৬-এ ফের ভারত-পাক যুদ্ধ,

১২ পৃষ্ঠার পর

ন'টি জঙ্গিঘাঁটি। এরপর ভারতের সীমান্তবর্তী রাজ্যগুলির জনবহুল এলাকা এবং সেনাঘাঁটিকে লক্ষ্য করে হামলা চালায় পাকিস্তান। সেই হামলা প্রতিহত করার পাশাপাশি প্রত্যাঘাত করে ভারত। তাতেই তছনছ হয়ে যায় পাকিস্তানের অন্তত ১১টি একধিক বায়ু সেনাঘাঁটি। ভারতীয় সেনার অভিযানে নিহত হয় ১০০ জনের বেশি জঙ্গি ও ৩৫-৪০ জন পাক সেনা। শেষ পর্যন্ত ইসলামাবাদের আর্জিতে সংঘর্ষবিরতিতে রাজি হয় নয়াদিল্লি।

সম্প্রতি ভারত 'অপারেশন সিঁদুর ২.০'-র কথা বলেছে। পশ্চিমাঞ্চলীয় সেনার লেফটেন্যান্ট জেনারেল মনোজ কুমার কাটিয়ার এমন মন্তব্য করতেই নড়েচড়ে বসেছে পাক সেনা। পাক অধিকৃত কাশ্মীরে এলওসি-জুড়ে বাড়িয়েছে নিরাপত্তা। অপারেশন সিন্দুর ২.০ নিয়ে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর মধ্যে ক্রমবর্ধমান উদ্বেগের মধ্যে, গোয়েন্দা তথ্য বলছে রাওয়ালকোট, কোটলি এবং ভিম্বর সেক্টরে কাউন্টার-আনম্যানড এরিয়াল সিস্টেম (সি-ইউএএস) এর নতুন করে বসাচ্ছে পাকিস্তান। নিয়ন্ত্রণরেখা বরাবর ৩০টিরও বেশি অ্যান্টি-ড্রোন ইউনিট মোতায়েন করেছে পাকিস্তান। জানা গিয়েছে, নতুন ড্রোন এবং বিমান প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা কেনার জন্য তুরস্ক এবং চিনের সঙ্গে আলোচনা করছে ইসলামাবাদ। অপারেশন সিঁদুরের সময় ভারতের আক্রমণে পাক ড্রোনের অসহয়তার ফাঁকগুলি সামনে চলে আসে। এরপরেই এই ব্যবস্থাগুলি আরও উন্নত করার চেষ্টা করছে তারা।

ভেনেজুয়েলার রাজধানীতে একাধিক

১২ পৃষ্ঠার পর

এই বিস্ফোরণের ঘটনা এমন এক সময়ে ঘটলো, যখন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ক্যারিবীয় অঞ্চলে একটি নৌবহর মোতায়েন করেছেন এবং ভেনেজুয়েলার বিরুদ্ধে স্থলভিত্তিক হামলার সম্ভাবনার কথাও প্রকাশ্যে তুলেছেন।

এর আগে সোমবার ট্রাম্প দাবি করেন, যুক্তরাষ্ট্র ভেনেজুয়েলার কথিত মাদকবাহী নৌযানের সঙ্গে যুক্ত একটি ডকিং এলাকা লক্ষ্য করে হামলা চালিয়ে তা ধ্বংস করেছে।

তবে এটি সামরিক বাহিনী নাকি সিআইএ পরিচালিত অভিযান ছিলড়সে বিষয়ে স্পষ্ট কিছু জানাননি ট্রাম্প। হামলার সুনির্দিষ্ট স্থানও তিনি উল্লেখ করেননি; শুধু বলেন, এটি ছিল উপকূলীয় এলাকায়।

নতুন এই হামলাই ভেনেজুয়েলার ভূখণ্ডে যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম স্থলভিত্তিক হামলা বলে ধারণা করা হচ্ছে।

ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরো সোমবারের হামলার বিষয়ে নিশ্চিত বা অস্বীকার কোনোটিই করেননি। তবে বৃহস্পতিবার তিনি জানান, কয়েক সপ্তাহ ধরে যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক চাপের পর ওয়াশিংটনের সঙ্গে সহযোগিতার বিষয়ে তিনি উন্মুক্ত।

ট্রাম্প প্রশাসন মাদুরোর বিরুদ্ধে একটি মাদক কার্টেল পরিচালনার অভিযোগ তুলেছে এবং বলছে, তারা মাদক পাচারের বিরুদ্ধে কঠোর অভিযান চালাচ্ছে। তবে বামপন্থি নেতা মাদুরো এসব অভিযোগ অস্বীকার করে বলেছেন, ভেনেজুয়েলার কাছে বিশ্বের সবচেয়ে বড় প্রমাণিত তেল মজুত থাকায় যুক্তরাষ্ট্র তাকে ক্ষমতাচ্যুত করতে চাইছে।

ওয়াশিংটন ভেনেজুয়েলার ওপর চাপ বাড়াতে দেশটির আকাশসীমা কার্যত বন্ধ করে দেওয়া, নতুন নিষেধাজ্ঞা আরোপ এবং ভেনেজুয়েলার তেলবোঝাই ট্যাংকার জব্দের নির্দেশ দিয়েছে।

গত কয়েক সপ্তাহ ধরেই ট্রাম্প এই অঞ্চলের মাদক কার্টেলগুলোর বিরুদ্ধে স্থল হামলার হুমকি দিয়ে আসছিলেন। তিনি বলেছিলেন, এসব অভিযান শিগগিরই শুরু হবে। এছাড়া, সেপ্টেম্বর থেকে এখন পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রের বাহিনী ক্যারিবীয় সাগর ও পূর্ব প্রশান্ত মহাসাগরে বহু নৌযানে হামলা চালিয়েছে। ওয়াশিংটনের দাবি, এসব নৌযান মাদক পাচারের সঙ্গে জড়িত ছিল। তবে লক্ষ্যবস্তু নৌযানগুলো সত্যিই মাদক পাচারে যুক্ত ছিলড়এমন কোনো প্রমাণ যুক্তরাষ্ট্র প্রশাসন প্রকাশ করেনি। এতে এসব অভিযানের আইনগত বৈধতা নিয়ে বিতর্ক তৈরি হয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক বাহিনীর প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, এই সমুদ্রভিত্তিক অভিযানে অন্তত ৩০টি হামলায় কমপক্ষে ১০৭ জন নিহত হয়েছেন।

আর চিঠি লিখবেন না নাগরিকেরা!

১২ পৃষ্ঠার পর

ডেনমার্কের সরকারি মহল জানিয়েছে, ডিজিটালাইজ□শনের যুগে ক্রমশ বদলে যাচ্ছে দুনিয়া। ডিজিটাল মেলবক্স, মোবাইল পেমেন্ট এবং অন্যান্য অনলাইন পরিষেবা ধারাবাহিক ভাবে বেড়েছে। আরও নতুন নতুন পরিষেবা আসছে। সেখানে খাম, স্ট্যাম্প নিতান্তই বুড়ো। গত ২৫ বছরের মধ্যে ডেনমার্কে চিঠির পরিমাণ ৯০ শতাংশ কমে গিয়েছে। ২০০০ সালের পর থেকে লোকজন চিঠি লেখা এবং পাঠানো কমিয়ে দিচ্ছিলেন। গত কয়েক বছর ধরে আর্থিক লোকসান হচ্ছিল পোস্টনর্ডের।

নবাবগঞ্জ এসোসিয়েশন অব ইউএসএ ইনক
Nawabgonj Association of USA Inc.

সাংস্কৃতিক অভিষেক ও অনুষ্ঠান

সঙ্গীত পরিবেশনায়
রানু নেওয়াজ
রেশমী মির্জা
কৃষ্ণা তিথি
অনিক রাজ
শাওন ভূইয়া
শ্রাবনী

অনুষ্ঠান উপস্থাপনায়
সোনিয়া

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিচালনা করবেন সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক
ঝর্না বীথি

4 January 2026
Sunday @ 6:00 PM

Venue:
Gulshan Terrace
59-15 37th Ave,Woodside, NY 11377

প্রধান অতিথি
মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক
কনসাল জেনারেল অব বাংলাদেশ, নিউইয়র্ক, যুক্তরাষ্ট্র

গেষ্ট অব অনার
জনাব শাহ নেওয়াজ
চেয়ারম্যান, ট্রাস্টিবোর্ড, বাংলাদেশ সোসাইটি
প্রেসিডেন্ট, গোল্ডেন এইজ হোম কেয়ার

শপথ বাক্য পাঠ করাবেন
মো: মুনছুর আলম
প্রধান উপদেষ্টা
নবাবগঞ্জ এসোসিয়েশন অব ইউএসএ ইনক

Special Guests

- **John Liu** — New York State Senator
- **Jenifer Rajkumar** — Assemblymember, District 38
- **Shekar Krishnan** — Member of the New York City Council
- **আতাউর রহমান সেলিম** — সভাপতি, বাংলাদেশ সোসাইটি
- **মো: মহিউদ্দিন দেওয়ান** — সিনিয়র সহ সভাপতি, বাংলাদেশ সোসাইটি
- **মোহাম্মদ আলী** — সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ সোসাইটি
- **এম বাসেত রহমান** — প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি, ঢাকা জেলা এসোসিয়েশন
- **বদরুল ইসলাম খান বাদল** — সাবেক সভাপতি, ঢাকা জেলা এসোসিয়েশন
- **আরিফ আহমেদ চৌধুরী** — সাবেক সভাপতি, ঢাকা জেলা এসোসিয়েশন

আমন্ত্রণে

মো: মিলন মোল্লা — আহবায়ক, ৩৪৭-৬২১-৬২৬৮
আমিন মেহেদী বাবু — প্রধান সমন্বয়কারী, ৯১৭-৬০১-১৬৫০
মো: জাহিদ আলম — প্রধান পৃষ্ঠপোষক, ৯২৯-৩২৮-৫৯৭১
মজিবুর রহমান বাবু — সদস্য সচিব, ৯১৭-৬০০-৩৬৪০
শেখ মাহমুদ সিদ্দিক — যুগ্ম আহবায়ক | **গোলাম খান লিপন** — সমন্বয়কারী | **জয়নব আক্তার** — পৃষ্ঠপোষক | **মো: লাভলু মিয়া** — যুগ্ম সদস্য সচিব

■ **তানভীর এ মিলন**, চেয়ারম্যান, সংবিধান প্রনয়ণ কমিটি ■ **সোয়েব হোসেন খান**, চেয়ারম্যান, অভ্যার্থনা কমিটি

সার্বিক সহযোগিতায়:

সিনিয়র সহ সভাপতি শেখ আব্দুল মালেক, সহ সভাপতি গোলাম মোস্তফা, রুবেল চৌধুরী, আবুল কালাম আজাদ কিরণ, যুগ্ম সম্পাদক মেহেদী হাসান, সাংগঠনিক সম্পাদক আলবীন রোজারিও, সহ সাংগঠনিক সম্পাদক মো: মোয়াজ্জেম হোসেন এশা, কোষাধ্যক্ষ সফিক খান, মহিলা সম্পাদক শিল্পী রাণী মন্ডল, প্রচার সম্পাদক হাবিবুর রহমান হাবিব, দপ্তর সম্পাদক সৈয়দ এহসান, ক্রীড়া সম্পাদক আসিফুল ইসলাম শাওন, আপ্যায়ন সম্পাদক মো: শাহরিয়ার, আন্তঃরাষ্ট্র বিষয়ক সম্পাদক নেসার আহমেদ, সমাজকল্যাণ সম্পাদক শামীম আহমেদ, তথ্য ও প্রকাশনা সম্পাদক মো: সাইফুল ইসলাম।
সম্মানিত সদস্য: মো: রেজা উজ্জ্বল, ইমতিয়াজ আহমেদ, ইশরাত জাহান, ওয়াহিদা সুলতানা লোনা, জায়েদুল ইসলাম, নিরঞ্জন শীল, শেখ অয়ন আহমেদ, নাসিম খান, মো: খায়রুল ইসলাম, সায়েমা সালাম রুনি, তৌফিকুল ইসলাম পিয়াস।

সার্বিক ব্যবস্থাপনায় উপদেষ্টা মণ্ডলী ঃ

আব্দুস সাত্তার খাঁন, মো: মনিরুজ্জামান , বাবুল দেওয়ান, এম রহমান সাচ্চু, এস মিয়া তৌহিদ, বখতিয়ার মোহাম্মদ খোকন, বি, এইচ সাইফুর, আলাউদ্দিন আহমেদ বাদশা ,মোহাম্মদ আরিফ রহমান, মীর রেজাউল হক রেজা, আতাউর রহমান আতা, মো: বাবুল হোসেন, রমেশ চন্দ্র মন্ডল।

শুভেচ্ছান্তে

মো: উজ্জ্বল বিপুল — সভাপতি, ৯১৭-৫৪৭-৩৭৭৪
গনেশ কীর্ত্তনীয়া — সাধারণ সম্পাদক, ৩৪৭-৩৪৫-৯৯১১

প্রচার সম্পাদক হাবিবুর রহমান হাবিব কর্তৃক প্রচারিত

নববর্ষ উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানে সদ্য আঁকা

৬ পৃষ্ঠার পর

বীতে শান্তি কামনার কথা জানান ট্রাম্প।

দ্য গার্ডিয়ান জানিয়েছে, ঘিশুর প্রতিকৃতিটি মঞ্চে বসেই এঁকেছেন শিল্পী ভেনেসা হোরাবুয়েনা। ট্রাম্প তাঁকে বিশ্বের অন্যতম সেরা শিল্পী মনে করেন। রক্ষণশীল নিউজ চ্যানেল নিউজম্যাক্সে প্রচারিত ভিডিওতে ট্রাম্পকে বলতে শোনা যায়, 'আমার কাছে তিনি (ভেনেসা হোরাবুয়েনা) অন্যতম সেরা। আসলে গত রাতে তিনি অবিশ্বাস্য কিছু করেছেন। তিনি চাইলে হোয়াইট হাউসের জন্য সময় নিয়ে একটি সুন্দর প্রতিকৃতি আঁকতে পারেন; আবার মাত্র ১০ মিনিটেই অসাধারণ ছবি এঁকে ফেলতে পারেন।'

অনুষ্ঠান চলাকালে মঞ্চে যখন একটি ব্যান্ড দল 'হালেলুইয়াহ' গানের ধীরলয় বাজাচ্ছিল, তখন হোরাবুয়েনা বড় কালো ক্যানভাসে তুলির আঁচড় দিচ্ছিলেন।

ট্রাম্প বরাবরের মতো প্রশংসাসূচক শব্দ ব্যবহার করে তাঁকে বলছিলেন, 'বিশেষ কিছু আঁকো। আমি জানি না সেটা কী হবে, তবে দারুণ কিছু একটা তৈরি করো।'

এরপর প্রেসিডেন্ট ১ লাখ ডলার থেকে নিলাম শুরু করেন। নিলামের অর্ধেক অর্থ সেন্ট জুড চিলড্রেনস হসপিটাল এবং বাকি অর্ধেক স্থানীয় শেরিফ দপ্তরে দেওয়া হবে জানিয়ে ট্রাম্প রসিকতা করে বলেন, 'এখানে উপস্থিত সবার কাছে প্রচুর নগদ অর্থ আছে। এটা শুধু আপনাদের জানিয়ে রাখলাম।' শেষ পর্যন্ত সাড়ে ২৭ লাখ ডলারে হোরাবুয়েনার আঁকা ছবিটি কিনে নেন একজন নারী।

অনুষ্ঠানে অতিথিদের তালিকায় ছিলেন সাবেক উপদেষ্টা রুডি জুলিয়ানি, হোমল্যান্ড সিকিউরিটি সেক্রেটারি ক্রিস্টি নোয়েম, ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু ও তাঁর স্ত্রী সারা, সংযুক্ত আরব আমিরাতের ধনকুবের হুসেইন সাজওয়ানি প্রমুখ।

ভেনেজুয়েলার একটি ডকইয়ার্ডে মার্কিন কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা সিআইএর কথিত হামলার বিষয়ে সাংবাদিকেরা অনুষ্ঠানে প্রশ্ন করলে ট্রাম্প পৃথিবীতে শান্তি কামনার কথা জানান।

দুই দশক ধরে মার-এ-লাগোতে নববর্ষের এই আয়োজন ট্রাম্পের একটি ঐতিহ্যে পরিণত হয়েছে। অতীতে মারথা স্টুয়ার্ট, সেরেনা উইলিয়ামস এবং টাইগার উডসের মতো তারকারা এখানে অংশ নিয়েছেন।

এবারের অনুষ্ঠানে টিকিটের মূল্য ছিল ১ হাজার ৪৫০ ডলার।

মাদুরোর আগে আর কোন কোন

৭ পৃষ্ঠার পর

নিয়ে গেছিল।

নোরিয়েগা: পানামায় সামরিক হস্তক্ষেপ

লাতিন আমেরিকায় সরাসরি হস্তক্ষেপের নজির হিসেবে ১৯৮৯ সালে পানামায় হামলা চালায় যুক্তরাষ্ট্র। লক্ষ্য ছিল দেশটির সামরিক শাসক ম্যানুয়েল নোরিয়েগা। নাগরিকদের সুরক্ষা, দুর্নীতি, অগণতান্ত্রিক শাসন ও মাদক পাচারের অভিযোগ তুলে এই হামলা চালায় মার্কিন প্রশাসন।

এর আগেই ১৯৮৮ সালে মায়ামিতে নোরিয়েগার বিরুদ্ধে মাদক পাচারের অভিযোগে মামলা করে যুক্তরাষ্ট্রযেমনটি এখন মাদুরোর ক্ষেত্রেও করা হয়েছে। নোরিয়েগা ১৯৮৫ সালে নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট নিকোলাস আরদিতো বারলেত্তাকে পদত্যাগে বাধ্য করেন এবং ১৯৮৯ সালের নির্বাচন বাতিল করেন। একপর্যায়ে তিনি যুক্তরাষ্ট্রবিরোধী অবস্থান নিলে ওয়াশিংটনের কাছে 'অগ্রহণযোগ্য' হয়ে ওঠেন।

ভিয়েতনাম যুদ্ধের পর পানামা অভিযান ছিল যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে বড় সামরিক অভিযান। নোরিয়েগাকে যুক্তরাষ্ট্রে ধরে নিয়ে বিচার করা হয় এবং তিনি ২০১০ সাল পর্যন্ত সেখানে কারাবন্দি ছিলেন। পরে তাকে ফ্রান্সে প্রত্যর্পণ করা হয় এবং সেখান থেকে আবার পানামায় পাঠানো হয়। ২০১৭ সালে পানামার কারাগারেই তার মৃত্যু হয়।

সাদ্দাম: ইরাকে যুদ্ধ ও গ্রেফতার

ইরাকের প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হুসেইনকে ২০০৩ সালের ১৩ ডিসেম্বর বন্দি করে মার্কিন বাহিনী। এর নয় মাস আগে ইরাকের কাছে গণবিধ্বংসী অস্ত্র আছে এমন ভুয়া তথ্যের ভিত্তিতে ইরাক আক্রমণ করে যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বাধীন সামরিক জোট।

একসময় সাদ্দাম ছিলেন ওয়াশিংটনের গুরুত্বপূর্ণ মিত্র, বিশেষ করে ১৯৮০-এর দশকের ইরান-ইরাক যুদ্ধে। তবে ২০০৩ সালের যুদ্ধের আগে যুক্তরাষ্ট্র দাবি করে, সাদ্দাম আল-কায়েদার মতো সশস্ত্র গোষ্ঠীকে সমর্থন দেন। তবে এর কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি। ইরাকেও কোনো গণবিধ্বংসী অস্ত্র মেলেনি।

নিজ শহর তিকরিতের কাছে একটি গর্তে লুকিয়ে থাকা অবস্থায় সাদ্দামকে আটক করা হয়। পরে ইরাকি আদালতে বিচারে তার বিরুদ্ধে মানবতাবিরোধী অপরাধ প্রমাণিত হয় এবং ২০০৬ সালের ৩০ ডিসেম্বর তার মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়।

হার্নান্দেজ: বিতর্কিত দৃষ্টান্ত

হন্ডুরাসের সাবেক প্রেসিডেন্ট হুয়ান অরলান্ডো হার্নান্দেজের ঘটনা যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে দ্বিচারিতার অভিযোগ তুলে আনে। ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারিতে প্রেসিডেন্ট পদ ছাড়ার কয়েক দিনের মধ্যেই তেগুসিগালপায় নিজ বাসা থেকে তাকে আটক করে যুক্তরাষ্ট্রের এজেন্ট ও হন্ডুরাসের বাহিনী।

মাদকপাচার ও দুর্নীতির অভিযোগে তাকে যুক্তরাষ্ট্রে প্রত্যর্পণ করা হয় এবং ২০২২ সালের জুনে তাকে ৪৫ বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়। তবে ২০২৫ সালের ১ ডিসেম্বর ডোনাল্ড ট্রাম্প তাকে ক্ষমা করে দেন। এর কয়েক দিনের মধ্যেই হন্ডুরাসের শীর্ষ কৌঁসুলি তার বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করলে দেশটিতে নতুন করে রাজনৈতিক ও আইনি অস্থিরতা শুরু হয়।

বিশ্লেষকদের মতে, নিকোলাস মাদুরোকে আটক করার ঘটনা সত্য হলে তা যুক্তরাষ্ট্রের অতীত সামরিক ও রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের ধারাবাহিকতায় আরেকটি বড় সংযোজন হবে, যা আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে নতুন উত্তেজনার জন্ম দিতে পারে।

যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে আলোচনায় আগ্রহী

৭ পৃষ্ঠার পর

এখন পর্যন্ত ৩০টির বেশি নৌযানে হামলা চালানো হয়েছে। আন্তর্জাতিক জলসীমায় ২ সেপ্টেম্বর প্রথম হামলার পর থেকে এসব অভিযানে ১১০ জনের বেশি মানুষ নিহত হয়েছেন।

সবশেষ হামলাটি হয় বুধবার ৩১ ডিসেম্বর। যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক বাহিনীর দাবি অনুযায়ী, মাদক বহনের অভিযোগে দুটি নৌযানে হামলা চালানো হলে এতে পাঁচজন নিহত হন।

সোমবার ২৯ ডিসেম্বর ট্রাম্প বলেন, ভেনেজুয়েলার মাদকবাহী নৌযানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট একটি ডক এলাকায় যুক্তরাষ্ট্র হামলা চালিয়েছে, যাতে বড় ধরনের বিস্ফোরণ ঘটে।

সিএনএন ও নিউইয়র্ক টাইমস সূত্রের বরাতে জানায়, ওই বিস্ফোরণটি সিআইএর ড্রোন হামলায় ঘটেছে। বিষয়টি নিশ্চিত হলে এটি হবে ভেনেজুয়েলার ভেতরে যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম পরিচিত সামরিক অভিযান।

তবে সাক্ষাৎকারে মাদুরো এ বিষয়ে সরাসরি কিছু বলেননি। হামলার সত্যতা স্বীকার বা অস্বীকার প্রসঙ্গে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, এ বিষয়ে হয়তো কয়েক দিনের মধ্যে কথা বলা যেতে পারে।

মাদক পাচারের পাশাপাশি তেল ও অভিবাসন ইস্যুতেও আলোচনায় আগ্রহ প্রকাশ করেন মাদুরো।

সাম্প্রতিক মাসগুলোতে যুক্তরাষ্ট্রে মাদকর্ভবিশেষ করে ফেন্টানিল ও কোকেনভ্রপ্রবেশ ঠেকাতে জোর দিয়েছেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প।

এ ছাড়া মাদুরোকে ধরিয়ে দেওয়ার তথ্যের জন্য ঘোষিত পুরস্কারের অঙ্ক দ্বিগুণ করেছেন ট্রাম্প এবং মাদুরোর সরকারকে 'বিদেশি সন্ত্রাসী সংগঠন' (এফটিও) ঘোষণা করার কথাও জানিয়েছেন।

মাদুরো জোর দিয়ে দাবি করেছেন, তিনি কোনো মাদকচক্রের নেতা নন। তার অভিযোগ, যুক্তরাষ্ট্র মাদকবিরোধী যুদ্ধ-কে অজুহাত হিসেবে ব্যবহার করে তাকে ক্ষমতা থেকে সরাতে এবং ভেনেজুয়েলার বিশাল তেলসম্পদের দখল নিতে চাইছে।

মাদকবিরোধী বিশেষজ্ঞদের মতে, বৈশ্বিক মাদক পাচারে ভেনেজুয়েলার ভূমিকা তুলনামূলকভাবে সীমিত।

ভেনেজুয়েলার প্রতিবেশী কলম্বিয়া বিশ্বের সবচেয়ে বড় কোকেন উৎপাদক হলেও, এর বেশিরভাগ যুক্তরাষ্ট্রে পৌঁছায় অন্য পথ দিয়ে, ভেনেজুয়েলা হয়ে নয়।

কোনো প্রমাণ না দেখিয়েই ট্রাম্প মাদুরোর বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছেন যে তিনি কারাগার ও মানসিক হাসপাতাল খালি করে সেখানকার বন্দিদের যুক্তরাষ্ট্রে পাঠিয়েছেন।

২০১৩ সাল থেকে অর্থনৈতিক সংকট ও দমন-পীড়নের কারণে প্রায় ৮০ লাখ ভেনেজুয়েলান দেশ ছেড়ে পালিয়েছে বলে ধারণা করা হয়, যাদের একটি অংশ যুক্তরাষ্ট্রে গেছে।

এদিকে, নিষেধাজ্ঞার আওতাভুক্ত তেলবাহী জাহাজ ভেনেজুয়েলায় যাতায়াতের বিষয়েও কঠোর ব্যবস্থা নিচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র। সংবাদসূত্র বিবিসি

'আমি খুবই রেগে গিয়েছি, এটা মোটেও ঠিক হয়নি'!

আমেরিকা। ঠিক এমন একটি সময়ে পুতিনের বাসভবনে ইউক্রেন হামলার চেষ্টা করেছে বলে অভিযোগ তোলে রাশিয়া। যদিও সেই দাবি ইতিমধ্যেই 'মিথ্যা' বলে উড়িয়ে দিয়েছে কিভ। তবে যখন যুদ্ধবিরতির সম্ভাবনায় দিক খোঁজার চেষ্টা চলছে, তখন এই ধরনের ঘটনা যে মোটেও পছন্দ করছেন না ট্রাম্প, তা তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাবে উল্লেখ করেছেন।

ওই হামলার অভিযোগ প্রসঙ্গে সোমবার ট্রাম্প বলেন, "এটা সংবেদনশীল সময়। এখন এ সব করার সঠিক সময় নয়। কেউ আক্রমণাত্মক হয়ে উঠলে, তার বিরুদ্ধে পাল্টা আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠা এক বিষয়। কিন্তু কারও বাড়িতে হামলা করা সম্পূর্ণ ভিন্ন বিষয়। এখন এই দু'টির মধ্যে কোনওটিই করা উচিত নয়।" ইউক্রেনের বাহিনী পুতিনের বাসভবনে হামলার চেষ্টা করেছে, এমন কোনও প্রমাণ আমেরিকার কাছে রয়েছে কি না, তা-ও জানতে চাওয়া ট্রাম্পের কাছে। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট বুঝিয়ে দেন, এই মুহূর্তে তাঁদের কাছে এমন কোনও প্রমাণ নেই। তিনি বলেন, "আমরা তা খুঁজে বার করব।"

রুশ প্রশাসনের দাবি, সোমবার রাতে (স্থানীয় সময়) নভগরেড এলাকায় পুতিনের বাসভবন লক্ষ্য করে ড্রোন হামলা চালিয়েছিল ইউক্রেনীয় সেনা। একটা-দুটো নয়, একসঙ্গে নাকি ৯১টি দূরপাল্লার ড্রোন দিয়ে হামলার চেষ্টা হয়েছিল। যদিও রুশ সেনাবাহিনীর বিমান প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা প্রতিটি হামলাকে রুখে দিয়েছে। কোনও ক্ষয়ক্ষতি বা হতাহতের ঘটনা ঘটেনি বলেই দাবি ক্রেমলিনের।

তবে রুশ প্রশাসনের এই অভিযোগ মানতে নারাজ জেলেনস্কি। তিনি এই ধরনের অভিযোগকে মিথ্যা বলে অভিহিত করেছেন। একই সঙ্গে তাঁর পাল্টা দাবি, কিভের সরকারি ভবনগুলিতে হামলা করার 'অজুহাত' খুঁজছে মস্কো। তাই এই ধরনের অভিযোগ করে একটি পটভূমি তৈরি করছে। ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট মনে করেন, এই সব দাবি করে শান্তি আলোচনাকে দুর্বল করার চেষ্টা করছে রাশিয়া।

শান্তিপূর্ণ আন্দোলনকারীদের খুন

৬ পৃষ্ঠার পর

সামরিক পরিকাঠামো। পাশাপাশি, পশ্চিমি নিষেধাজ্ঞা ও শুল্কের জেরে গত বছর থেকে ইরানের অর্থনীতিতেও নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে। পরিস্থিতি এমনই যে, ডিসেম্বরে ইরানে মুদ্রাস্ফীতি ৪২.৫ শতাংশে গিয়ে ঠেকেছে। দ্রুত অবমূল্যায়ন হয়েছে ইরানের মুদ্রা রিয়াল-এরও। ১ ডলারের দাম এখন প্রায় ১৪ লক্ষ রিয়ালে এসে দাঁড়িয়েছে, গত বছর যা ছিল ৮ লক্ষ রিয়ালের কাছাকাছি। তার প্রতিবাদেই বিক্ষোভ শুরু হয়েছে পশ্চিম এশিয়ার দেশে। সেই আবহে এ বার ইরানকে নতুন করে হুঁশিয়ারি দিল আমেরিকা।

বাসচালক থেকে চাভেজের

৭ পৃষ্ঠার পর

কোথায়, তাঁরা কী অবস্থায় রয়েছেন, সেই সম্পর্কে অন্ধকারে ভেনেজুয়েলার সরকারও। আমেরিকার বিদেশসচিব মার্কো রুবিয়োর ঘনিষ্ঠমহল সূত্রে খবর, একাধিক অপরাধের অভিযোগে মাদুরোকে গ্রেফতার করেছে আমেরিকা।

একটা সময় পর্যন্ত সংসার চালাতে বাস চালাতেন মাদুরো। ক্রমে ভেনেজুয়েলার বামপন্থী প্রেসিডেন্ট উগো চাভেজের ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠেন। ২০১৩ সালে চাভেজের মৃত্যুর পর ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট হন তিনি। চাভেজ এবং তার পর মাদুরোর ২৬ বছরের শাসনে ভেনেজুয়েলায় নিরঙ্কুশ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা হয়েছে তাঁদের দল ইউনাইটেড সোশ্যালিস্ট পার্টি অফ ভেনেজুয়েলার। দীর্ঘ দিন ধরেই ভেনেজুয়েলা আর্থিক সঙ্কটে ভুগছে। মাদুরোর নেতৃত্ব নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। তার পরেও অবশ্য ২০২৪ সালের নির্বাচনে কার্যত হইহই করে পুনর্নির্বাচিত হয়েছেন মাদুরো। ভেনেজুয়েলার বিরোধী দলগুলির অভিযোগ, তাদের প্রার্থী এডমুন্ডো গঞ্জালেজই বিপুল ভোটে জয়ী হয়েছেন। কিন্তু নিজের প্রভাব খাটিয়ে ভোটে কারচুপি করেছেন মাদুরো। মাদুরোর বিরুদ্ধে প্রার্থী হওয়ার কথা ছিল বিরোধী নেত্রী মারিয়া কোরিনা মাচাদোর। কিন্তু তাঁকে ভোটে লড়তে দেওয়া হয়নি। ২০২৫ সালে ভেনেজুয়েলায় 'গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ের স্বীকৃতিস্বরূপ' মাচাদোকে নোবেল শান্তি পুরস্কার দিয়ে সম্মানিত করা হয়।

কেন মাদুরোর উপর ক্ষুব্ধ ট্রাম্প

ট্রাম্পের সঙ্গে মাদুরোর সংঘাত বহু দিনের। ভেনেজুয়েলার বিরুদ্ধে মাদকের কারবার চালানোর অভিযোগ তুলেছিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। ভেনেজুয়েলার শরণার্থীদের আমেরিকায় আশ্রয় নেওয়া নিয়েও আপত্তি ছিল ট্রাম্পের। ২০১৩ সালের পর থেকে ভেনেজুয়েলা থেকে বহু মানুষ আমেরিকায় আশ্রয় নিয়েছেন। তা নিয়ে দুই দেশের মধ্যে একটা চাপানউতর ছিলই। সম্প্রতি মাদক চোরাচালান দুই দেশের সম্পর্ককে আরও খারাপের দিকে নিয়ে যায়। আমেরিকার অভিযোগ, মাদক পাচার এবং অন্যান্য অপরাধের জন্য তেল ব্যবহার করছে ভেনেজুয়েলা। ওই তেল আদতে চুরি করা হচ্ছে ভেনেজুয়েলার বিভিন্ন খনি থেকে। তার পর তা বিক্রি করে জঙ্গি-কার্যকলাপে ব্যবহার করা হচ্ছে।

ভেনেজুয়েলার বিরুদ্ধে সামরিক পদক্ষেপের ইঙ্গিত দিয়ে সম্প্রতি সে দেশের তেলের ট্যাঙ্কার চলাচলের উপর সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা ঘোষণা করেন ট্রাম্প। স্পষ্ট জানিয়ে দেন, ভেনেজুয়েলা সীমান্তে কোনও তেলের ট্যাঙ্কার আসা-যাওয়া করতে পারবে না। ভেনেজুয়েলার সরকারকেও ফের 'জঙ্গি গোষ্ঠীর' তকমা দেন তিনি। তা ছাড়া প্রেসিডেন্ট হিসাবে মাদুরোর বৈধতা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছিলেন ট্রাম্প। গত কয়েক মাসে ভেনেজুয়েলাকে ঘিরতে ক্যারিবিয়ান সাগরে বিপুল সংখ্যক যুদ্ধজাহাজ এবং পরমাণু-ডুবোজাহাজ নামিয়েছিল আমেরিকা। সর্বক্ষণ দেশটিকে একপ্রকার ঘিরে রেখেছিল মার্কিন ফৌজ।

শুক্রবার মধ্যরাত (স্থানীয় সময় অনুসারে রাত ২টো) থেকেই ভেনেজুয়েলার রাজধানী কারাকাসে অন্তত সাত বার বিস্ফোরণের শব্দ শোনা গিয়েছিল। হামলার খবর পাওয়া যায় সে দেশের মিরান্ডা, আরাগুয়ার মতো প্রদেশেও।

পাল্টা কী দাবি ভেনেজুয়েলার

আমেরিকার সামরিক পদক্ষেপকে 'সন্ত্রাসবাদী হামলা' বলে অভিহিত করেছে ভেনেজুয়েলা। ভেনেজুয়েলার সরকারের দাবি, সে দেশের খনিজ তেল এবং সম্পদ হাতানোর জন্যই এই কাজ করেছে আমেরিকা। তবে ট্রাম্প প্রশাসনের এই চেষ্টা সফল হবে না বলে জানিয়েছে তারা। আমেরিকার বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের বসতি এলাকাতেও হামলা চালানোর অভিযোগ তোলা হয়েছে। এটা ঠিক যে, বিশ্বের বৃহত্তম তৈল উত্তোলক দেশগুলির মধ্যে অগ্রগণ্য ভেনেজুয়েলা। দক্ষিণ আমেরিকার উত্তরে থাকা এই 'সমাজতান্ত্রিক' দেশ বরাবরই আমেরিকার শিরঃপীড়ার কারণ। ভূরাজনৈতিক এই বাধ্যবাধকতা থেকেই আমেরিকার বিরুদ্ধে নিজেদের অবস্থান মজবুত করার চেষ্টা করছিলেন মাদুরো। এমনকি সামরিক অভিযানের আগেই চিনের কয়েক জন প্রতিনিধির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন তিনি। ইতিমধ্যেই ভেনেজুয়েলায় মার্কিন হানার নিন্দা করে বিবৃতি দিয়েছে রাশিয়া, ইরান, কিউবার মতো দেশ।

ভেনেজুয়েলায় যুক্তরাষ্ট্রের অভিযান,

৭ পৃষ্ঠার পর

বিশেষ করে সামরিক হস্তক্ষেপ গ্রহণযোগ্য নয়।

রাশিয়ার ফেডারেশন কাউন্সিলের উপ-স্পিকার কনস্টানতিন কোসাচেভ বলেছেন, ভেনেজুয়েলা যুক্তরাষ্ট্রের জন্য কোনো হুমকি ছিল না তাই দেশটির বিরুদ্ধে মার্কিন সামরিক অভিযানের কোনো বৈধ ভিত্তি নেই। আন্তর্জাতিক শাসনব্যবস্থা অবশ্যই আন্তর্জাতিক আইনের ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠতে হবে। কোনো একক দেশ বা ব্যক্তির আরোপিত সিদ্ধান্তে আন্তর্জাতিক আইন লজ্জিত হতে পারে না।

এ ঘটনায় আন্তর্জাতিক আইন স্পষ্টভাবে লজ্জিত হয়েছে উল্লেখ করে তিনি বলেছেন, এইভাবে প্রতিষ্ঠিত কোনো শাসনব্যবস্থা টিকে থাকতে পারে না।

মার্কিন এ আক্রমণের ঘটনায় তীব্র নিন্দা জানিয়েছে ইরান,স্পেন এবং কিউবার প্রেসিডেন্ট মিগেল দিয়াজ-কানেল এবং কলাম্বিয়ার প্রেসিডেন্ট গুস্তাভো পেত্রো। আলজাজিরা

তিন শহর থেকে ন্যাশনাল গার্ড

৬ পৃষ্ঠার পর

থাকার কারণে অপরাধ ব্যাপকভাবে হ্রাস পেয়েছিল।

নববর্ষের আগের দিন দেওয়া বার্তায় ট্রাম্প বলেন যে, যদি ফেডারেল সরকার হস্তক্ষেপ না করতো তাহলে এই তিন শহরই ধ্বংস হয়ে যেতো। ট্রাম্প বলেন, যখন অপরাধ আবার বাড়তে শুরু করবে, তখন আমরা হয়তো অনেক ভিন্ন এবং শক্তিশালী রূপে ফিরে আসব, এটা সময়ের ব্যাপার মাত্র। জানুয়ারিতে হোয়াইট হাউজে ফিরে আসার পর থেকে ট্রাম্পের অভিবাসন ও অপরাধের ওপর কঠোর নীতির কেন্দ্রবিন্দুতে ন্যাশনাল গার্ড সৈন্য মোতায়েন করা হয়েছে।

Happy New Year 2026
Congratulations
ZOHRAN MAMDANI
for being elected as NYC mayor
Your remarkable victory is a testament to your leadership, vision, and dedication to the people of New York. You've inspired countless individuals through your tireless commitment to equity, inclusivity, and progress.
As you step into this new chapter of service, we look forward to the positive change and unity your leadership will bring. Together, let's continue to build a stronger, more vibrant, and compassionate New York for all!
Your success is a win for every New Yorker who believes in a better tomorrow.
COURTESY
BUSINESS America
Hasanuzzaman Hassan
Chairman
BLING Leather Products Ltd.

MEADOWBROOK
FINANCIAL MORTGAGE BANKERS CORP.
মর্টগেজ
নিয়ে আপনি কি বাড়ী কিনতে চান?
LOW INCOME NO PROBLEM
ফ্রি পরামর্শ দিয়ে থাকি
আপনাদের সেবাই আমাদের লক্ষ্য
ইন্টারেস্ট রেট কম
রি-ফাইন্যান্সিং
ইনভেস্টমেন্ট
প্রি এপ্রোভাল
ফাস্ট ক্লোজিং
মর্টগেজ পরামর্শ
DIRECT LENDER
এক বছরের ট্যাক্স ফাইল (১০৯৯) দিয়ে বাড়ী কিনতে পারেন মাত্র ৫% ডাউন পেমেন্টে।
ট্যাক্সি ক্যাব এবং বিজনেস ওনারদের জন্য বিশেষ প্রোগ্রাম।
যারা হোমকেয়ারে কাজ করেন, তাদের জন্য বিশেষ সুবিধা।
যাদের ওয়ার্ক পারমিট আছে, তারাও বাড়ী কিনতে পারবেন।
AKIB HUSSAIN
BRANCH MANAGER
(646) 920-4799
MOZEZA MONALISA
LOAN PRODUCTION COORDINATOR
(347) 403-6644
139-27 QUEENS BLVD SUITE 2, JAMAICA, NY 11435

Empire Care Agency
LHCSA Licensed Home Health Care
PCA / HHA SERVICE
WHY CHOOSE US?
We Pay The Highest Rate
Our Experienced Nurse Will Advocate for your more Hours
হোম কেয়ার সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন
আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট দিয়ে থাকি
OUR SERVICES
Skilled Nursing
Home Health Aides
Medicaiton Remindrs
Meal Preparation
Personal Care
Light Housekeeping
$23
Per Hour Giver to PCA & HHA Care Giver
WE SPEAK BANGLA, HINDI, URDU, PUNJABI, SPANISH
NURUL AZIM
CEO
516-451-3748
119-40 Metropolitan Ave Suite 101C, Kew Gardens NY 11415
516-900-7860
Fax: 212-381-0649
Empirehcam@gmail.com

HAPPY
New Year
2026
সরকারী অনুদানে বাসা ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে
অত্যাধুনিক হিটিং ও এয়ারকন্ডিশন লাগাতে চান?
GREE MECHANICAL
YONKERS
আপনি কি
বাড়ীর হিটিং
বিল নিয়ে চিন্তিত?
আমরা বয়লার পরিবর্তনের মাধ্যমে
আপনার বাসা ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে
ক্লিন হিট লাগিয়ে থাকি।
সরকারী অনুদানে
$8000-$10000
ডলার।
বিস্তারিত জানতে কল করুন
914-222-9477, 914-989-0089
Gree Mechanical Yonkers
1900 Central Park Ave, Yonkers NY 10710
তোফায়েল চৌধুরী

নিউইয়র্কের মেয়র মামদানির সামনে

৫ পৃষ্ঠার পর

বেশ কিছু চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে হবে মেয়রকে। দায়িত্ব নেওয়ার প্রথম দিন থেকেই তাকে গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক অংশীদারদের সঙ্গে সমন্বয় করে চলতে হবে।

নিউইয়র্ক ইউনিভার্সিটির রাজনীতি ও জননীতি বিভাগের অধ্যাপক প্যাট্রিক ইগান বলেন, এসব বাস্তবায়নে তিনি নিজের সব রাজনৈতিক শক্তি প্রয়োগ করবেন। তবে তিনি যোগ করেন, নিউইয়র্ক একটি বিশাল ও জটিল শহরড় সবকিছু আদৌ সম্ভব হবে কি না, তা নিশ্চিত করে বলা যায় না।

১. নীতিগত প্রতিশ্রুতির অর্থায়ন

মামদানির নীতিগত কর্মসূচির মূল লক্ষ্য জীবনযাত্রার ব্যয় কমানোড়্যার মধ্যে রয়েছে ভর্তুকিপ্রাপ্ত বাসভবনে ভাড়া বৃদ্ধি স্থগিত রাখা এবং সবার জন্য বিনামূল্যে শিশু যত্ন।

বিশেষজ্ঞদের মতে, কিছু সিদ্ধান্ত তিনি এককভাবে এবং তুলনামূলক কম খরচে নিতে পারবেন। যেমন, ভাড়া নিয়ন্ত্রণ বোর্ডে নিজের নীতির পক্ষে থাকা সদস্য নিয়োগ করে তিনি ভাড়া স্থগিত রাখতে পারেন।

তবে রাজ্য ও সিটি বাজেট ঘাটতির মুখে থাকা অবস্থায় অন্যান্য বড় প্রতিশ্রুতির অর্থ জোগাড় করা কঠিন হবে বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন।

কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক রবার্ট শ্যাপিরো বলেন, "বিনামূল্যের বাস বা শিশু যত্ন দিতে অর্থ লাগে। সবচেয়ে বড় বাধা হলো নিউইয়র্ক রাজ্যের আর্থিক সক্ষমতা এবং গভর্নরের রাজনৈতিক সদিচ্ছা।

মামদানি বলেছেন, ধনীদের ওপর নতুন কর আরোপ করে অর্থ সংগ্রহ করা হবে। তার মতে, ধনীদের ওপর কর বাড়িয়ে প্রায় ৯ বিলিয়ন ডলার তোলা সম্ভব। তিনি করপোরেট করহার ৭.২৫ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ১১.৫ শতাংশ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

তবে কর পরিবর্তনের জন্য তাকে রাজ্য সরকারের সমর্থন প্রয়োজন। মাঝারি ধারার ডেমোক্র্যাট গভর্নর ক্যাথি হকুল তার নির্বাচনে সমর্থন দিলেও মামদানির বিস্তৃত কর পরিকল্পনায় তিনি সমর্থন নাও দিতে পারেন বলে ইঙ্গিত দিয়েছেন।

২. হোয়াইট হাউজের হস্তক্ষেপ এড়ানো

নিউইয়র্ক সিটির মেয়র নির্বাচনের আগে কয়েক সপ্তাহ ধরে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ও সংবাদ সম্মেলনে মামদানিকে কমিউনিস্ট আখ্যা দিয়ে আক্রমণ করেন এবং তাকে নির্বাচিত করা হলে শহরের ফেডারেল অর্থ সহায়তা বন্ধ করার হুমকি দেন।

তবে গত নভেম্বর নির্বাচনের পর ট্রাম্প ও মামদানির প্রথম সাক্ষাৎ প্রত্যাশার চেয়ে অনেক সৌহার্দ্যপূর্ণ ছিল। ট্রাম্প মামদানিকে বলেন, তিনি ভালো কাজ করতে পারবেন বলে তিনি আশাবাদী।

তারপরও দুজনের বিপরীতমুখী নীতিগত অবস্থান ভবিষ্যতে সংঘাত তৈরি করতে পারে। অভিবাসন ইস্যুতে টানাপোড়েনের সম্ভাবনা রয়েছে।

এখনো পর্যন্ত ট্রাম্প নিউইয়র্কে ন্যাশনাল গার্ড মোতায়েন করেননি, তবে শহরে অভিবাসনবিরোধী অভিযানের মাত্রা বাড়ানো হয়েছে।

৩. ব্যবসায়ী নেতাদের পাশে পাওয়া

জুনে ডেমোক্র্যাটিক প্রাইমারিতে মামদানির অপ্রত্যাশিত জয়ে ওয়াল স্ট্রিটের অনেক নেতা উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন।

কিছু ব্যবসায়ী শহর ছাড়ার হুমকি দেন, আবার কেউ কেউ অন্য প্রার্থীদের সমর্থনে বিপুল অর্থ ব্যয় করেন।

তবে মামদানি এগিয়ে থাকায় পরিস্থিতি কিছুটা বদলাতে শুরু করে। তিনি ব্যবসায়ী নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে তাদের উদ্বেগ শোনেন।

তিনি জেপি মরগ্যান চেজের সিইও জেমি ডাইমনের সঙ্গে বৈঠকের প্রতিশ্রুতি দেন। ডাইমন পরে বলেন, মামদানি নির্বাচিত হলে তিনি সহায়তা করতে প্রস্তুত।

তবুও অনেক ব্যবসায়ী মনে করেন, মামদানির অভিজ্ঞতার ঘাটতি রয়েছে এবং কর বাড়ালে ধনী ও করপোরেট প্রতিষ্ঠানগুলো নিউইয়র্ক ছাড়তে পারে।

৪. জননিরাপত্তা নিশ্চিত করা

অপরাধ দমন ও জননিরাপত্তা নিশ্চিত করা নিউইয়র্ক সিটির প্রতিটি মেয়রের জন্যই একটি বড় চ্যালেঞ্জ।

কোভিড মহামারির সময় অপরাধ বেড়েছিল, তবে ২০২৫ সালে হত্যা ও গুলির ঘটনা প্রায় রেকর্ড সর্বনিম্ন পর্যায়ে নেমে আসে।

এই পরিস্থিতি মামদানিকে সামাজিক সেবা ও সহায়তা ব্যবস্থার উন্নয়ন নিয়ে নতুনভাবে ভাবার সুযোগ দিয়েছে বলে মনে করেন বিশেষজ্ঞরা।

মামদানি কমিউনিটি সেফটি বিভাগ গঠনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, যা মানসিক স্বাস্থ্য ও সংকট মোকাবিলায় কাজ করবে এবং সাবওয়ে স্টেশনে সামাজিক কর্মী মোতায়েন করবে।

সাবেক মেয়র এরিক অ্যাডামসের সময়েও এমন উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল, তবে অনেকেই মনে করেন সেগুলো যথেষ্ট কার্যকর হয়নি।

ডেমোক্র্যাটিক কৌশলবিদ হাওয়ার্ড উলফসন বলেন, মামদানির সাফল্য বা ব্যর্থতা নির্ভর করবে মূলত শহরের পুলিশিং ও ছোটখাটো অপরাধ দমনের ওপর।

তিনি বলেন, মানুষ যদি নিরাপদ বোধ করে, তবে তারা অনেক সমস্যা সহ্য করতে পারে। আর যদি নিরাপত্তা না থাকে, তাহলে অন্য কোনো চ্যালেঞ্জই তারা মেনে নেবে না

মামদানির অভিষেক: 'নিউ ইয়র্ক, নিউ ইয়ার, নিউ মেয়র'

পরিচয় ডেস্ক: নতুন বছরের প্রথম প্রহরেই নিউ ইয়র্ক সিটির মেয়র হিসেবে শপথ নিলেন জোহরান মামদানি। ঐতিহাসিক সিটি হল সাবওয়ে স্টেশনে স্ত্রী রামা দুওয়াজিকে পাশে নিয়ে শপথ গ্রহণ করেন তিনি।

তাকে শপথবাক্য পাঠ করান নিউ ইয়র্ক অঙ্গরাজ্যের অ্যাটর্নি জেনারেল লেটিটিয়া জেমস। শপথ অনুষ্ঠানে মামদানি যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান ও নিউ ইয়র্কের আইন সমুন্নত রাখার অঙ্গীকার করেন।

মাথার ওপরে খিলান করা ছাদে লেখা 'সিটি হল'। নিচে দাঁড়িয়ে মামদানি বললেন, 'এই সুড়ঙ্গের ভেতরে ও ওপরে থাকা সব নিউ ইয়র্কবাসীকে নতুন বছরের শুভেচ্ছা। এই দায়িত্ব পাওয়া আমার জীবনের অন্যতম বড় সম্মান ও সৌভাগ্য।'

নিউ ইয়র্কের ৮০ লাখ বাসিন্দার কাছে মামদানি একজন ব্যতিক্রমী রাজনীতিক। অনেকে তাকে নিয়ে যেমন আশাবাদী, তেমনি কারও কারও মনে শঙ্কাও রয়েছে। অনেকেরই ধারণা, মেয়র হিসেবে তিনি প্রচলিত ধারার বাইরে গিয়ে বড় ধরনের পরিবর্তন আনতে পারেন।

একজন ডেমোক্র্যাটিক সোস্যালিস্ট হিসেবে মামদানির রাজনীতি ও অগ্রাধিকারগুলো কিছুটা ভিন্ন। তবে শপথ অনুষ্ঠানে তিনি ঐতিহ্যের বাইরে যাননি। বৃহস্পতিবার বিকেলে বড় পরিসরে অনুষ্ঠানের আগে মধ্যরাতের অনাড়ম্বর আয়োজনে তিনি শপথ সেরেছেন।

নিউ ইয়র্কের আইন অনুযায়ী, নির্বাচনের পর ১ জানুয়ারি থেকেই মেয়রের চার বছরের মেয়াদ শুরু হয়। যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে জনবহুল এই শহরের নেতৃত্বে কে আছেন, তা নিয়ে যেন কোনো ধোঁয়াশা না থাকে, সে জন্য মধ্যরাতের পরপরই শপথ নেওয়ার রেওয়াজ রয়েছে।

শপথের জন্য মামদানি বেছে নিয়েছিলেন পুরোনো সিটি হল সাবওয়ে স্টেশনটিকে। গত শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে স্টেশনটি বন্ধ ঘোষণা করা হয়। এখন বছরে মাত্র কয়েকবার গাইডেড ট্যুরের মাধ্যমে দর্শনার্থীরা সেখানে যেতে পারেন।

মামদানির ট্রানজিশন টিম জানিয়েছে, শপথের জন্য সাবওয়ে স্টেশন বেছে নেওয়ার বিশেষ কারণ রয়েছে। যারা প্রতিদিন এই শহরকে সচল রাখেন, সেই শ্রমজীবী মানুষের প্রতি দায়বদ্ধতা থেকেই মামদানি এই স্থানটি বেছে নিয়েছেন।

৩৪ বছর বয়সী সাবেক এই আইনপ্রণেতা তাঁর নির্বাচনী প্রচারণায় সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার ব্যয় কমানোর ওপর জোর দিয়েছিলেন। তিনি বাড়িভাড়া বৃদ্ধি আটকে দেওয়া, বাসে বিনা মূল্যে যাতায়াত এবং শিশুদের জন্য ফ্রি ডে-কেয়ার বা দিবাযত্ন কেন্দ্রের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। কেউ কেউ মনে করছেন, মধ্যবর্তী নির্বাচনের আগে সারা দেশে ডেমোক্রেটিক পার্টির জন্য এটি একটি পথ হতে পারে।

মামদানির কারণে এবার রেকর্ডসংখ্যকড়২০ লাখের বেশি মানুষ ভোট দিয়েছেন। তিনি মোট ভোটের ৫০ শতাংশ পেয়েছেন। স্বতন্ত্র প্রার্থী অ্যান্ড্রু কুওমোর চেয়ে তিনি প্রায় ১০ পয়েন্টে এগিয়ে ছিলেন। আর রিপাবলিকান প্রার্থী কার্টিস স্লিওয়া ছিলেন তার চেয়ে অনেক পিছিয়ে।

ট্রাম্প প্রশাসনের সঙ্গে সম্পর্কের রসায়ন

নিউ ইয়র্কের অ্যাটর্নি জেনারেল জেমস শুরু থেকেই মামদানির বড় সমর্থকদের একজন। ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রথম মেয়াদে জেমস তার (ট্রাম্পের) ব্যবসায়িক কার্যক্রম নিয়ে তদন্ত শুরু করেছিলেন। এর জেরেই ২০২৪ সালে আদালত রায় দিয়েছিলেন যে ঋণদাতাদের ধোঁকা দিতে ট্রাম্প নিজের সম্পদের পরিমাণ বাড়িয়ে দেখিয়েছিলেন।

এখন ট্রাম্পের দ্বিতীয় মেয়াদে জেমসকে লক্ষ্যবস্তু করেছে তাঁর প্রশাসন। জেমসের বিরুদ্ধে বন্ধকি ঋণে) জালিয়াতির অভিযোগ আনা হয়েছে।

সিরাকিউস ইউনিভার্সিটির রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক গ্রান্ট রিহার মনে করেন, শপথ অনুষ্ঠানে জেমসের উপস্থিতি মামদানির মূল সমর্থকদের কাছে একটি বিশেষ বার্তা দিয়েছে। বার্তাটি হলোড়মামদানি প্রেসিডেন্টের প্রভাবমুক্ত হয়ে স্বাধীনভাবেই কাজ করবেন।

নিউ ইয়র্কেড়নতুন যুগেব্র সূচনা

উগান্ডায় জন্ম নেওয়া জোহরান মামদানি নিউ ইয়র্ক সিটির প্রথম মুসলিম মেয়র হিসেবে ইতিহাস গড়লেন। অভিবাসনসহ বিভিন্ন ইস্যুতে তিনি ডোনাল্ড ট্রাম্পের কড়া সমালোচক। হোয়াইট হাউসে ট্রাম্পের সঙ্গে তার একটি বৈঠক বেশ ইতিবাচক হলেও মামদানি স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, প্রেসিডেন্টের সঙ্গে তাঁর মতপার্থক্য অনেক।

তবে অ্যাটর্নি জেনারেলের কাছে শপথ নেওয়ার বিষয়টি কেবল ট্রাম্প-বিরোধিতা নয়, বরং মামদানির রাজনৈতিক মেরুকরণেরও ইঙ্গিত দেয়। মামদানি তাঁর জীবদ্দশায় বিল ডি ব্লাজিওকে নিউ ইয়র্কের 'সেরা মেয়র' বলে মনে করেন।

২০১৪ সালে ব্লাজিও তার প্রথম মেয়াদের শুরুতে তৎকালীন অ্যাটর্নি জেনারেল এরিক স্নাইডারম্যানের কাছে ঘরোয়াভাবে শপথ নিয়েছিলেন। মামদানিও সেই পথেই হাঁটলেন।

নিউ ইয়র্কের সিটি হল প্লাজায় মামদানির প্রকাশ্য অভিষেক অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন প্রগতিশীল সিনেটর বার্নি স্যান্ডার্স। ব্রুকলিনে জন্ম নেওয়া ভারমন্টের এই সিনেটরকে মামদানি নিজের 'অনুপ্রেরণা' বলে মানেন। ২০১৮ সালে ডি ব্লাজিওর অভিষেক অনুষ্ঠানের মতো এবার মামদানির অনুষ্ঠানেও সভাপতিত্ব করবেন স্যান্ডার্স। এ ছাড়া অনুষ্ঠানে ডেমোক্র্যাট আইনপ্রণেতা আলেকজান্দ্রিয়া ওকাসিও-কর্টেজেরও (এওস) থাকার কথা রয়েছে।

সিটি হলের সিঁড়িতে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে ৪ হাজার অতিথি উপস্থিত থাকবেন। থাকবে গান ও বক্তৃতার আয়োজন। মামদানির দল এই আয়োজনের নাম দিয়েছেড়'নতুন যুগের সূচনা' (ইনোগ্রেশন অফ অ্যা নিউ এরা)। ব্রডওয়ে এলাকাজুড়ে বসানো বড় পর্দায় হাজার হাজার মানুষ সরাসরি এই অনুষ্ঠান দেখতে পারবেন।

অভিষেক অনুষ্ঠান ও আনুষঙ্গিক কাজের জন্য রেকর্ড পরিমাণ তহবিল সংগ্রহ করেছেন মামদানি। ৩০ হাজার অনুদানকারীর কাছ থেকে তিনি ২৬ লাখ ডলার সংগ্রহ করেছেন। অফিশিয়াল ক্যাম্পেইন ডেটা বলছে, ২০০১ সালে মাইকেল ব্লুমবার্গের পর থেকে এ পর্যন্ত কোনো মেয়র তহবিলে এত বিপুল অর্থ ও মানুষের সাড়া পাননি। র□য়টার্স

নিউইয়র্কের ইতিহাসে প্রথম কোরআন ছুঁয়ে মেয়রের শপথ নিলেন জোহরান মামদানি

পরিচয় ডেস্ক: নিউ ইয়র্ক সিটির ১১২তম মেয়র হিসেবে শপথ নিয়েছেন জোহরান মামদানি। ১লা জানুয়ারী বৃহস্পতিবার মধ্যরাতের সামান্য কয়েক মিনিট পর তিনি দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ম্যানহাটনের একটি ঐতিহাসিক ও পরিত্যক্ত সাবওয়ে স্টেশনে শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানের দীর্ঘদিনের ঐতিহ্য অনুযায়ী জোহরান মামদানি পবিত্র কোরআনের ওপর হাত রেখে শপথ নেন।

আমেরিকার বৃহত্তম ও অন্যতম ব্যয়বহুল এই শহরে সাধারণ মানুষের জন্য জীবনযাত্রার ব্যয় কমিয়ে আনার প্রতিশ্রুতি দিয়ে তিনি নির্বাচনি প্রচারণা চালিয়েছিলেন।

৩৪ বছর বয়সী মামদানি উগান্ডা থেকে আসা একজন অভিবাসী। এই শপথ গ্রহণের মাধ্যমে তিনি নিউ ইয়র্ক সিটির ইতিহাসে প্রথম মুসলিম এবং প্রথম দক্ষিণ এশীয় মেয়র হিসেবে ইতিহাস গড়লেন। এছাড়া গত এক শতাব্দীরও বেশি সময়ের মধ্যে তিনিই শহরটির সর্বকনিষ্ঠ মেয়র।

শপথ নেওয়ার পর তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় মামদানি বলেন, 'এটি আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্মান এবং বিশেষ পাওয়া।'

একটি ঘরোয়া অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তাকে শপথ বাক্য পাঠ করান নিউ ইয়র্কের অ্যাটর্নি জেনারেল এবং মামদানির রাজনৈতিক মিত্র লেটিশিয়া জেমস। শপথ গ্রহণের জন্য বেছে নেওয়া হয় পুরনো 'সিটি হল' স্টেশনটি। এটি নিউ ইয়র্কের অন্যতম প্রাচীন একটি সাবওয়ে স্টেশন, যা তার চমৎকার খিলান আকৃতির ছাদের জন্য বিশেষভাবে পরিচিত।

দ্য নিউ ইয়র্ক টাইমসের প্রতিবেদনে বলা হয়, বৃহস্পতিবার ভোরে অনুষ্ঠিত ব্যক্তিগত শপথ অনুষ্ঠানে মামদানি ব্যবহার করবেন তার দাদার ব্যবহৃত একটি কোরআন এবং খ্যাতনামা কৃষ্ণাঙ্গ লেখক ও ঐতিহাসিক আর্তুরো শমবার্গের একটি কোরআন। শমবার্গের এই বিশেষ কোরআনটি নিউইয়র্ক পাবলিক লাইব্রেরি থেকে তাকে ধার দেওয়া হচ্ছে। অন্যদিকে, সিটি হলে আয়োজিত প্রকাশ্য শপথ অনুষ্ঠানে তিনি তার দাদা ও দাদিড়উভয়ের ব্যবহৃত কোরআন ব্যবহার করবেন।

বৃহস্পতিবার (১লা জানুয়ারী) শপথ নেওয়ার সময় মামদানির সঙ্গে ছিলেন স্ত্রী শিল্পী রামা দুয়াজি। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন তার বাবা, কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মাহমুদ মামদানি এবং মা, প্রখ্যাত চলচ্চিত্র নির্মাতা মীরা নায়ার।

শপথ অনুষ্ঠানের স্থানটি ছিল বিশেষভাবে প্রতীকী। ম্যানহাটনের সিটি হল পার্কের নিচে থাকা পরিত্যক্ত 'সিটি হল' সাবওয়ে স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে এই আয়োজন করা হয়। ১৯০৪ সালে চালু হওয়া এই স্টেশনটি নিউ ইয়র্কের প্রথম ২৮টি সাবওয়ে স্টেশনের একটি, যা ১৯৪৫ সাল থেকে জনসাধারণের জন্য বন্ধ রয়েছে। চমৎকার স্থাপত্যশৈলীর এই ঐতিহাসিক স্থানটি শহরের উন্নয়ন ও অগ্রগতির এক অনন্য সাক্ষী।

শপথ নেওয়ার পর মামদানি এই স্থানের গুরুত্ব তুলে ধরে বলেন, 'শহরের প্রাণশক্তি, জনস্বাস্থ্য ও ঐতিহ্যের জন্য গণপরিবহন ব্যবস্থা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।' তিনি অভিজ্ঞ নগর পরিকল্পনাবিদ মাইকেল ফ্লিনকে শহরের পরবর্তী পরিবহন কমিশনার হিসেবে নিয়োগ দেওয়ার ঘোষণা দেন।

গণপরিবহন ব্যবস্থা তার কর্মপরিকল্পনার কেন্দ্রে থাকবে জানিয়ে মামদানি ঘোষণা করেন, শহরের বাস চলাচল সম্পূর্ণ বিনামূল্যে করার প্রস্তাব রয়েছে। পাশাপাশি তিনি বাইসাইকেল লেনের নেটওয়ার্ক বাড়ানো এবং রাস্তাগুলোকে পথচারীদের জন্য আরও নিরাপদ ও উপযোগী করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

তবে তার এই উচ্চাভিলাষী পরিকল্পনা নিয়ে রাজনৈতিক মহলে কিছুটা সংশয় রয়েছে। এসব ব্যয় মেটাতে তিনি ধনীদের ওপর বাড়তি কর আরোপের প্রস্তাব দিয়েছেন, যা বাস্তবায়নের জন্য রাজ্য আইনসভা ও গভর্নরের সমর্থন প্রয়োজন হবে। যদিও নিউ ইয়র্কের অর্থনীতি বর্তমানে স্থিতিশীল, জীবনযাত্রার লাগামহীন ব্যয় সাধারণ মানুষকে চাপের মধ্যে ফেলছে।

মামদানির এই জয় ডেমোক্রেটিক পার্টির জাতীয় পর্যায়ের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতেও নতুন আলোচনার জন্ম দিয়েছে। প্রশ্ন উঠছে, দলটি কি আরও বামপন্থার দিকে ঝুঁকবে এবং আসন্ন মধ্যবর্তী নির্বাচনে জীবনযাত্রার ব্যয় কমানোর বিষয়টিকে প্রধান ইস্যু হিসেবে সামনে আনবে কি না।- সিএনএন ও দ্য নিউ ইয়র্ক টাইমস

যুক্তরাষ্ট্রে নতুন যুগের সূচনায় জোহরান মামদানি

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রে বামপন্থিদের আস্থার প্রতীক জোহরান মামদানি অবশেষে নিউইয়র্কের মেয়র হিসেবে আনুষ্ঠানিকভাবে দায়িত্ব নিতে চলেছেন। তরুণ এই রাজনীতিবিদ প্রচলিত প্রথা ভেঙে অনাড়ম্বর এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শপথ নেবেন

অনাড়ম্বর শপথ গত ৩১ ডিসেম্বর দিবাগত রাত ১২টা ১ মিনিটে ২০২৬ সালকে স্বাগত জানায় বিশ্ববাসী এই মাহেন্দ্রক্ষণে নিউ ইয়র্ক সিটির একটি পরিত্যক্ত ভূগর্ভস্থ রেলস্টেশনে (সাবওয়ে স্টেশনে) শপথ নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে বড় ও সমৃদ্ধ শহরটির দায়িত্বভার গ্রহণ করলেন ভারতীয় বংশোদ্ভূত জোহরান মামদানি। তিনিই বিশ্ব অর্থনীতির প্রাণকেন্দ্র নিউইয়র্ক মহানগরীর প্রথম মুসলিম মেয়র।

জোহরান মামদানির কার্যালয় থেকে বলা হয়েছেড়নতুন মেয়র জনগণের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করতে চান। শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানকে সাদাসিধে রাখার সিদ্ধান্তে তার প্রতিফলন ঘটেছে।]

পুরনো সিটি হল সাবওয়ে স্টেশনের ওই অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানে জোহরান মামদানিকে শপথ পড়ান নিউইয়র্কের অ্যাটর্নি জেনারেল লেটিশিয়া জেমস। সে সময় মামদানির পরিবারের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমেই মেয়র হিসেবে তার মেয়াদ আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হল।

বিপুল প্রত্যাশার চাপ

নির্বাচনী প্রচারণায় ৩৪ বছর বয়সী ডেমোক্র্যাট নেতা জোহরান মামদানি নিউইয়র্কবাসীর জীবনযাপনের খরচে রাশ টানার অঙ্গীকার করেছিলেন।

প্রায় এক বছর আগেও অজানা-অচেনা মানুষ ছিলেন জোহরান মামদানি। নিজের নির্বাচনী এলাকাতেও খুব বেশি মানুষ তাকে চিনতো না। তা সত্ত্বেও, জনকল্যাণমুখী নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি তার হাতে তুলে দিয়েছে জনগণের ম্যান্ডেট।

তার প্রতিশ্রুতির মধ্যে আছে সরকারি বাড়ি ভাড়া বাড়তে না দেওয়া, সব শিশুর জন্য স্বাস্থ্যসেবা ও বিনা ভাড়ায় বাসে চড়ার সুযোগ।

বিপুল প্রত্যাশা নিয়ে নিউইয়র্কবাসী তার দিকে চেয়ে আছেন। তিনি কি পারবেন এই প্রত্যাশার চাপ সামলাতে? এটাই বিশ্লেষকদের মূল প্রশ্ন।

নিউইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রভাষক জন কেইন মনে করেন, নির্বাচন শেষে 'ভোটাররা আর তাত্ত্বিক বিষয়গুলো নিয়ে আগ্রহী থাকেন না। তারা তখন প্রকৃত ফলকে বেশি গুরুত্ব দেন।'

ট্রাম্পের ভূমিকা

বাকি অংশ ৪৩ পৃষ্ঠায়

২০২৬ সাল সকলের জন্য
হোক সুখ, শান্তি ও সাফল্যে ভরা,
সবাইকে নতুন বছরের শুভেচ্ছা
Happy New Year
2026
জাহিদ মিন্টু
সভাপতি
এ এস এম মাইনউদ্দিন পিন্টু
সাধারণ সম্পাদক
The Greater Noakhali Society USA, Inc.
Estd. 1993
দি গ্রেটার নোয়াখালী সোসাইটি ইউএসএ ইনক

আপনার হাতে কেন কালশিটের

৬ পৃষ্ঠার পর

সিটি স্ক্যান হয়েছে বলে জানিয়েছেন তিনি।

গত মাসে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে আমেরিকায় সুদের হার নিয়ে কথা বলার সময়েও নাকি বেশ কয়েক বার খেই হারিয়ে ফেলেছিলেন ট্রাম্প। তার পরেই তাঁর সুস্থতা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। জল্পনা আরও বাড়িয়ে দেয় মার্কিন প্রেসিডেন্টের ডান হাতে থাকা চারকোনা কয়েকটি ব্যান্ডেজ। ট্রাম্পের হাতের সেই ক্ষত নিয়ে প্রশ্ন করা হয়েছিল হোয়াইট হাউসের মুখপাত্র ক্যারোলিন লেভিটকে। সে সময় ক্যারোলিন জানিয়েছিলেন, নানা কাজে ট্রাম্পকে দিনভর বহু মানুষের সঙ্গে করমর্দন করতে হয়। তা ছাড়া, প্রবীণ প্রেসিডেন্টকে অ্যাসপিরিন জাতীয় একটি ওষুধ খেতে হয় বলেও জানিয়েছিলেন তিনি। সেই কারণেই ট্রাম্পের ডান হাতে কালশিটের দাগ থাকে। ট্রাম্প নিজে অবশ্য প্রতি বারই জানিয়েছেন, তিনি সুস্থ। পূর্বসূরি জো বাইডেনের প্রসঙ্গ টেনে এ-ও জানিয়েছেন যে, তিনি বাইডেনের তুলনায় অনেক ভাল আছেন। বাইডেন শেষ দিকে প্রেসিডেন্ট হিসাবে দায়িত্ব পালন করতে পারছিলেন না বলেও দাবি করেন ট্রাম্প।

দিল্লি থেকে দূরে, ইসলামাবাদের

৯ পৃষ্ঠার পর

লিখছে। তবে, এই অগ্রযাত্রায় একদিকে যেমন দিল্লির সঙ্গে তৈরি হয়েছে নজিরবিহীন কূটনৈতিক শীতলতা ও টানাপোড়েন, অন্যদিকে ইসলামাবাদের সঙ্গে তৈরি হচ্ছে দীর্ঘ দেড় যুগের স্থবিরতা ভাঙার নতুন সম্ভাবনা।

তবে, একাত্তরের গণহত্যার জন্য আনুষ্ঠানিক ক্ষমাপ্রার্থনা, প্রায় সাড়ে চার বিলিয়ন ডলার পাওনা পরিশোধ এবং আটকে পড়া পাকিস্তানি নাগরিকদের প্রত্যাবাসনের মতো অমীমাংসিত ইস্যুগুলো সামনে এলে কিছুটা অস্বস্তিতে পড়ছে ইসলামাবাদ।

সংশ্লিষ্টরা বলছেন, ২০২৪ সালের ৫ আগস্টের পর থেকেই বাংলাদেশ ও ভারতের সম্পর্ক একধরণের অস্বস্তির মধ্য দিয়ে এগোচ্ছে। যদিও গত ১৬ মাসে উভয় পক্ষ সম্পর্ক স্বাভাবিক করার কথা বলেছে, কিন্তু বাস্তব চিত্র ভিন্ন। এক্ষেত্রে বরাবরই প্রধান অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অবস্থান। এছাড়া, সম্প্রতি ইনকিলাব মঞ্চের আহ্বায়ক শরিফ ওসমান হাদি এবং ময়মনসিংহে পোশাক শ্রমিক দীপু চন্দ্র দাস হত্যাকাণ্ডের ঘটনা দুই দেশের সম্পর্কে নতুন চ্যালেঞ্জ তৈরি করেছে।

সম্প্রতি ভারতে অবস্থিত বাংলাদেশের মিশনগুলোতে হামলা ও ভাঙচুরের ঘটনা ঘটেছে। এর প্রতিবাদে দিল্লি ও আগরতলায় ভিসা ও কনস্যুলার সেবা বন্ধ করে দিয়েছে ঢাকা। অন্যদিকে, সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতনের অভিযোগ তুলে পশ্চিমবঙ্গের শিলিগুড়িতে বাংলাদেশের ভিসা কেন্দ্রে হামলা চালিয়েছে ভারতের হিন্দুত্ববাদী তিনটি সংগঠন, যার পরিপ্রেক্ষিতে কেন্দ্রটি অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ করে দেওয়া হয়। এছাড়া, চট্টগ্রামে ভারতীয় সহকারী হাইকমিশনেও হামলার ঘটনা ঘটেছে।

এসব ঘটনাকে কেন্দ্র করে দুই দেশের কূটনীতিকদের পাল্টাপাল্টি তলব দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে উত্তেজনা বাড়িয়েছে। গত দুই সপ্তাহের ব্যবধানে উভয় দেশ দুবার করে পরস্পরের দূতকে তলব করে প্রতিবাদ ও উদ্বেগ জানিয়েছে। সবশেষ ২৩ ডিসেম্বর সকালে ঢাকায় নিযুক্ত ভারতের হাইকমিশনার প্রণয় ভার্মাকে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে তলব করা হয়। এর প্রতিক্রিয়ায় ওই দিন বিকেলেই দিল্লিতে বাংলাদেশের হাইকমিশনার রিয়াজ হামিদুল্লাহকে তলব করে ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। দুই দেশের সম্পর্কের ইতিহাসে একই দিনে দুই দূতকে পাল্টাপাল্টি তলবের ঘটনা এটিই প্রথম।

বিশ্লেষকদের মতে, বাংলাদেশে ৫ আগস্টের রাজনৈতিক পরিবর্তন ভারত সহজভাবে গ্রহণ করতে পারেনি। অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে দেশটির আচরণ খুব একটা সহযোগিতামূলক ছিল না। বিভিন্ন সময়ে সম্পর্ক স্বাভাবিক করার চেষ্টা চললেও দুই দেশের রাজনৈতিক নেতাদের বক্তব্য এবং শেখ হাসিনা ইস্যু বারবার বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আসন্ন জাতীয় নির্বাচন প্রসঙ্গে বিশ্লেষকরা বলছেন, নির্বাচনের আগে ভারতের সঙ্গে অন্তর্বর্তী সরকারের সম্পর্ক খুব বেশি স্বাভাবিক হওয়ার সম্ভাবনা কম। পরবর্তী নির্বাচিত সরকার ক্ষমতায় আসার পর ভারত হয়তো তাদের সঙ্গে নতুন করে পথচলার কৌশল নির্ধারণ করবে।

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক কর্মকর্তা জানান, ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক কীভাবে চলছেড় সেটি সবাই দেখতে পাচ্ছে। সম্পর্ক সবসময় একরকম যায়ও না। তবে, প্রতিবেশীর সঙ্গে বৈরী সম্পর্ক কারও জন্যই সুখকর নয়। সম্পর্ক স্বাভাবিক করতে ভারতের দিক থেকে আরও বেশি আন্তরিকতা প্রয়োজন।

এদিকে, ৫ আগস্টের পর পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্কে গতির সঞ্চার হয়েছে। অন্তর্বর্তী সরকারপ্রধান ড. মুহাম্মদ ইউনূস গত ১৬ মাসে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শেহবাজ শরীফের সঙ্গে তিনবার বৈঠক করেছেন। এছাড়া, পররাষ্ট্র উপদেষ্টা মো. তৌহিদ হোসেন ও পাকিস্তানের উপপ্রধানমন্ত্রী ইসহাক দারের মধ্যেও কয়েক দফা বৈঠক ও আলোচনা হয়েছে।

আওয়ামী লীগের টানা ১৫ বছরের শাসনামলে পাকিস্তানের কোনো মন্ত্রীর দ্বিপাক্ষিক সফর না হলেও গত এক বছরে দেশটির চারজন মন্ত্রী বাংলাদেশ সফর করেছেন।

আওয়ামী লীগের দেড় দশকের শাসনকালে এক হিনা রাব্বানি খাঁর ছাড়া পাকিস্তানের আর কোনো মন্ত্রীর বাংলাদেশ সফর হয়নি। তিনি ২০১২ ও ২০২২ সালে দুবার ঢাকায় এলেও কোনোটিই দ্বিপক্ষীয় সফর ছিল না। অথচ ২০২৪-এর পটপরিবর্তনের পর দেশটির চারজন মন্ত্রী বাংলাদেশ সফর করেছেন।

সম্পর্ক পুনরুজ্জীবনের প্রথম ধাপ হিসেবে গত এপ্রিলে পররাষ্ট্রসচিবদের বৈঠকে অংশ নিতে ঢাকায় এসেছিলেন পাকিস্তানের পররাষ্ট্রসচিব আমনা বালুচ। এরপর আগস্টে দুই দিনের ব্যবধানে দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক নিয়ে আলোচনার জন্য ঢাকায় এসেছিলেন পাকিস্তানের বাণিজ্যমন্ত্রী জাম কামাল খান এবং উপপ্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইসহাক দার। গত জুলাইয়ে ঢাকায় এসেছিলেন পাকিস্তানের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহসিন রাজা নকভি।

দুই দশক পর গত ২৭ অক্টোবর ঢাকায় বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের যৌথ অর্থনৈতিক কমিশনের (জেইসি) নবম বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। দীর্ঘ বিরতির পর অনুষ্ঠিত ওই বৈঠকে নেতৃত্ব দিতে ঢাকা সফর করেছিলেন পাকিস্তানের পেট্রোলিয়ামমন্ত্রী আলী পারভেজ মালিক। এছাড়া, পাকিস্তান নৌবাহিনীপ্রধান এডমিরাল নাভিদ আশরাফ ছাড়াও দেশটি আরও কয়েকটি প্রতিনিধিদল ঢাকা সফর করেছিলেন।

এই সময়ের মধ্যে বাংলাদেশের ধর্ম উপদেষ্টা আ ফ ম খালিদ হোসেন পাকিস্তান সফরে গিয়েছিলেন। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব নাসিমুল গণি, বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর শীর্ষপর্যায়ের একটি প্রতিনিধিদল ছাড়াও প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী ড. আনিসুজ্জামান চৌধুরী পাকিস্তান সফরে গিয়েছেন। সম্প্রতি পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্কের বিষয়ে পররাষ্ট্র উপদেষ্টা তৌহিদ হোসেন বলেন, বিগত সরকার ইচ্ছাকৃতভাবে পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্ক খারাপ রেখেছিল। আমরা কেবল একটি স্বাভাবিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করতে চাই। 'কিছু সিদ্ধান্ত ছিল, যার কারণে পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্ক আগের তুলনায় অবনতি হয়েছিল। ২০০৯ সালের আগে পাকিস্তানের সঙ্গে আমাদের যেসব বিষয় ছিল, তাতে কোনো পরিবর্তন হয়নি পরবর্তী ১৫ বছরে। বলতে পারেন, ক্ষমা চায়নি, সম্পদ ভাগাভাগির ইস্যু আছে। এটা তো আগেও হয়নি, পরেও হয়নি। কিন্তু এই সময়টাতে ইচ্ছাকৃতভাবে কিছু সিদ্ধান্ত নিয়ে পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্ক খারাপ করা হয়েছিল।'

'আমাদের সিদ্ধান্ত ছিলড় পাকিস্তানের সঙ্গে একটা স্বাভাবিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করব, অতিরিক্ত কোনো কিছু না। আমাদের আমদানি-রপ্তানির ক্ষেত্রে যদি বিকল্প একটি উৎস থাকে, সেটা তো মনে হয় আমাদের স্বার্থেই আসে। আমরা তো পাকিস্তান থেকে তুলা আনতে পারি, পেঁয়াজও এসেছে যখন ঘাটতি ছিল। এবার তো ঘাটতি নেই। কাজেই যখন সংকট থাকে, তখন একাধিক সোর্স থাকলে আমাদের জন্যই সুবিধা।'

আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশ্লেষক অধ্যাপক ইমতিয়াজ আহমেদ বলেন, 'ফেব্রুয়ারিতে সংসদ নির্বাচন। সময় খুব কম। নির্বাচনের আগে ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক আমূল পরিবর্তনের সুযোগ কম। তবে, রুটিন কাজগুলো সচল রাখা প্রয়োজন। আর পাকিস্তানের সঙ্গে অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হওয়ার সুযোগ থাকলে তা গ্রহণ করা উচিত। তবে, একই সঙ্গে অমীমাংসিত ঐতিহাসিক ইস্যুগুলো সমাধানের প্রচেষ্টাও অব্যাহত রাখতে হবে।'- মো. নজরুল ইসলাম, দৈনিক ঢাকা পোষ্ট

ফের খুন বাংলাদেশে! ধারালো অস্ত্র

৮ পৃষ্ঠার পর

কয়েক জন তাঁকে আক্রমণ করেন। মারধরের পর ধারালো অস্ত্র দিয়ে একাধিক বার তাঁকে কোপানো হয়। তার পর মাথায় পেট্রল ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। দুষ্কৃতীদের হাত থেকে বাঁচতে নিকটবর্তী পুকুরে ঝাঁপ দিয়েছিলেন খোকন। তাঁর চিৎকার শুনে স্থানীয় বাসিন্দারা জড়ো হন এবং দুষ্কৃতীরা পালিয়ে যায়। পুকুর থেকে উদ্ধার করে খোকনকে প্রথমে স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছিল। কিন্তু হামলার তিন দিনের মাথায় মৃত্যু হল সেই খোকনের। সংবাদসুত্র ঢাকার দৈনিক প্রথম আলো ও আনন্দবাজার.কম

দেশ-বিদেশ থেকে ভালোবাসা ও

৫ পৃষ্ঠার পর

করতেন; অনেক ক্ষেত্রে তা ছিল এতটাই অর্থবহ, যা হয়তো আমরা নিজেরাও পুরোপুরি উপলব্ধি করতে পারিনি।'

পোস্টে বলা হয়, 'অনেকের কাছে তিনি ছিলেন আপসহীনতার প্রতীক; নিজের বিশ্বাসের পক্ষে সাহসের সঙ্গে দাঁড়ানোর অটল প্রেরণা। রাজনীতির গণ্ডি ছাড়িয়ে এই প্রেরণা বহু দূর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে; পরিচয়, আদর্শ ও অবস্থানের ঊর্ধ্বে উঠে অগণিত মানুষকে স্পর্শ করেছে।'

পোস্টে তারেক রহমান লেখেন, 'আমরা অন্তর্বর্তীকালীন সরকার, অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস এবং তাঁর উপদেষ্টা পরিষদের প্রতি চিরকৃতজ্ঞ। তাঁদের নেতৃত্ব ও দ্রুত সমন্বয়ের কারণেই স্বল্প সময়ের মধ্যে এই বিরল ও সম্মানজনক অন্তিম আয়োজন সম্পন্ন করা সম্ভব হয়েছে।' তিনি বলেন, 'আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলেও আমাদের প্রতিবেশী ও বন্ধু রাষ্ট্রসমূহ, দেশ-বিদেশের নেতৃবৃন্দ, কূটনীতিকবৃন্দ এবং বিশ্বের নানা প্রান্তের অংশীদারদের প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। বিভিন্ন দেশের সরকারপ্রধানদের সহমর্মিতা ও সংহতি আমাদের হৃদয়কে গভীরভাবে আলোড়িত করেছে।'

তারেক রহমান বলেন, 'জানাজায় বিভিন্ন দেশের সম্মানিত ব্যক্তিদের উপস্থিতি, সমবেদনার চিঠি ও বার্তা, শোক বইয়ে লেখা কথা, সামাজিক মাধ্যমে অগণিত অনুভূতির প্রকাশ, বাংলাদেশে অবস্থিত মিশন ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের আনুষ্ঠানিক বিবৃতিড়এই প্রতিটি সম্মাননাই ছিল অভূতপূর্ব।'

তারেক রহমান লেখেন, 'আমি আবারও কৃতজ্ঞতা জানাই সশস্ত্র বাহিনী, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী এবং প্রশাসন ও বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে যুক্ত প্রতিটি সদস্যকে। মায়ের শেষ বিদায়ে আপনাদের দায়িত্ববোধ ও শ্রদ্ধাঞ্জলি জিয়া পরিবারকে গভীরভাবে স্পর্শ করেছে। এই শোকের দিনগুলো যেন মর্যাদা ও সম্মানের সঙ্গে সম্পন্ন হয়, সে জন্য যাঁরা ভূমিকা রেখেছেন, তাঁদের সবার প্রতিই আমরা কৃতজ্ঞ। বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাতে চাই প্রেসিডেন্ট গার্ড রেজিমেন্টকে। তাঁদের সম্মানসূচক গার্ড অব অনার ও শেষ সালাম আমার মায়ের জীবন ও অবদানের প্রতি সর্বোচ্চ শ্রদ্ধা নিবেদন করেছে। তাঁকে সমাধিতে পৌঁছে দিয়ে তাঁরা জাতির শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার প্রতিফলন ঘটিয়েছেন এবং অন্তিম যাত্রাকে প্রাপ্য সম্মানে আলোকিত করেছেন।'

তারেক রহমান লেখেন, 'এ কথাও স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, আরও অনেক মানুষ, যাঁদের নাম বা ভূমিকা হয়তো আলাদাভাবে উল্লেখ করা সম্ভব হয়নি, তাঁরা নীরবে ও নির্মোহভাবে এই পুরো প্রক্রিয়াকে সুচারুভাবে সম্পন্ন করতে সহায়তা করেছেন। পর্দার আড়ালে বা জনসম্মুখের বাইরে থেকে দায়িত্ব পালনকারী সকলের প্রতি রইল আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা। আলহামদুলিল্লাহ, আপনাদের প্রচেষ্টাতেই আমাদের পরিবার ও জাতি মর্যাদার সঙ্গে মায়ের স্মৃতিকে ধারণ করতে পেরেছে।'

পোস্টে বলা হয়, 'সবশেষে, বাংলাদেশের জনগণের প্রতি আমার গভীর অভিবাদন। দেশের প্রতিটি প্রান্ত থেকে এত মানুষের সমবেত হয়ে দেশনেত্রীর প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর দৃশ্য আমাদের পরিবার কখনোই ভুলবে না। এই শক্তিশালী ও ঐক্যবদ্ধ উপস্থিতি গণমানুষের সহমর্মিতা ও মানবিক আবেগেরই প্রতিফলন।

আমাদের পরিবার এবং বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলড়বিএনপির পক্ষ থেকে, শোক ও স্মরণের এই সময়ে যাঁরা আমাদের পাশে ছিলেন, তাঁদের সবাইকে আবারও আন্তরিক ধন্যবাদ। আপনাদের ভালোবাসা ও সংহতি আমাদের সান্ত্বনা ও শক্তি জুগিয়েছে, আর আমরা তা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে আগামীর বাংলাদেশে বয়ে নিয়ে চলব, ইনশা আল্লাহ।'

কোনও গোপন বৈঠক করিনি, ভারতীয় কূটনীতিকের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ হয়েছে'-বললেন জামাত

৮ পৃষ্ঠার পর

।বার্তা বা বৈঠক হয় কি না। আমি তখন বলেছিলাম, গত বছরের মাঝামাঝি সময়ে আমি অসুস্থ হওয়ার পর চিকিৎসা শেষে যখন বাসায় ফিরি, তখন দেশ-বিদেশের অনেকেই আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসেন। অন্যান্য দেশের সম্মানিত কূটনৈতিকবৃন্দ যেমন এসেছেন, তেমনি তখন ভারতের দু'জন কূটনীতিকও আমাকে দেখতে বাসায় এসেছিলেন। অন্যদের মতো তাঁদের সঙ্গেও আমার কথা হয়েছে।"

RUPOSHI CHANDPUR FOUNDATION NEW YORK INC
রূপসী চাঁদপুর ফাউন্ডেশন নিউইয়র্ক ইন্‌ক

সভাপতি
রাজু সাহা (বিপ্লব)

সাধারণ সম্পাদক
সোহেল গাজী

২০২৬ এবং ২০২৭ সালের
নব নির্বাচিত সভাপতি এবং
সাধারণ সম্পাদক কে আন্তরিক

শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন

নির্বাচন কমিশন কর্তৃক ঘোষিত।

ভেনেজুয়েলার শাসক কে হবেন, নির্ধারণ করবে

৫ পৃষ্ঠার পর

অভিযানের আগে ট্রাম্প মাদুরোকে একাধিকবার ‘বিকল্প পথ’ বা সমঝোতার সুযোগ দিয়েছিলেন।
ডোনাল্ড ট্রাম্পের দাবি, অভিযানে কোনো মার্কিন নাগরিক নিহত হননি। তবে মাদুরোকে আটক করার সময় কয়েকজন আহত হয়েছেন। তিনি জানান, অভিযানের সময় একটি হেলিকপ্টার ক্ষতিগ্রস্ত হলেও যুক্তরাষ্ট্রের কোনো বিমান হারাতে হয়নি। -সিএনএন

ভেনেজুয়েলায় যুক্তরাষ্ট্রের অভিযান, বিশ্বের সবচেয়ে বড় তেলভান্ডারের ভবিষ্যৎ কী

পরিচয় ডেস্ক: বিশ্বের সবচেয়ে বড় তেলভান্ডারের দেশ ভেনেজুয়েলায় হামলা চালিয়ে দেশটির প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরোকে ধরে নিয়ে গেছে যুক্তরাষ্ট্র। এরপর থেকেই বিশ্বজুড়ে আলোচনার কেন্দ্রে উঠে এসেছে দুটি প্রশ্নড়তেলের দামে এর প্রভাব কী হবে এবং বিশ্বের সবচেয়ে বড় প্রমাণিত তেলভান্ডারের নিয়ন্ত্রণ কার হাতে যাবে। যুক্তরাষ্ট্রের জ্বালানি তথ্য প্রশাসনের তথ্য অনুযায়ী, ভেনেজুয়েলার প্রমাণিত তেল মজুত প্রায় ৩০৩ বিলিয়ন (৩০ হাজার ৩০০) ব্যারেল, যা বৈশ্বিক মোট মজুতের প্রায় এক-পঞ্চমাংশ। ইরাকের চেয়েও বেশি তেল রয়েছে দেশটিতে। এই বিপুল তেলভান্ডারই ভেনেজুয়েলার ভবিষ্যৎ রাজনীতি ও অর্থনীতির কেন্দ্রবিন্দু।

তেলের দামে তাৎক্ষণিক প্রভাব কতটা

সপ্তাহান্তে তেলের ফিউচার বাজার বন্ধ থাকায় তাৎক্ষণিক দামের প্রতিক্রিয়া এখনো স্পষ্ট নয়। তবে বিশ্লেষকদের মতে, স্বল্পমেয়াদে তেলের দাম বড় ধরনের উল্লম্ফনের আশঙ্কা কম। কারণ, ভেনেজুয়েলা বর্তমানে দিনে প্রায় ১০ লাখ ব্যারেল তেল উৎপাদন করে, যা বৈশ্বিক উৎপাদনের মাত্র শূন্য দশমিক আট শতাংশ। প্রাইস ফিউচারস গ্রুপের জ্যেষ্ঠ বাজার বিশ্লেষক ফিল ফ্লিন বলেন, মাদুরোর সমাজতান্ত্রিক সরকার তেলখাতে বৈশ্বিক বিনিয়োগের জন্য অনুকূল ছিল না। অবকাঠামোরও বড় ধরনের অবনতি ঘটেছে। ফলে হঠাৎ করে ভেনেজুয়েলার তেল সরবরাহ বন্ধ হলেও বিশ্ববাজারে বড় সংকট তৈরি হওয়ার আশঙ্কা কম। চলতি বছর অতিরিক্ত সরবরাহের আশঙ্কা এবং বৈশ্বিক অর্থনীতিতে মন্দাভাবের কারণে তেলের দাম তুলনামূলকভাবে নিয়ন্ত্রিত রয়েছে। ওপেক উৎপাদন বাড়ালেও চাহিদা কিছুটা কমেছে। এর মধ্যে সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রে তেলের দাম সাময়িকভাবে ব্যারেলপ্রতি ৬০ ডলারের ওপরে উঠলেও আবার প্রায় ৫৭ ডলারে নেমেছে।

ক্ষমতার শূন্যতা ও অনিশ্চয়তা

মাদুরোর অপসারণের ফলে ভেনেজুয়েলায় ক্ষমতার শূন্যতা তৈরি হতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্র ভেনেজুয়েলার নির্বাসিত নেতা এদমুন্দো গনজালেসকে বৈধ প্রেসিডেন্ট হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে তাকে, নোবেল শান্তি পুরস্কার বিজয়ী মারিয়া কোরিনা মাচাদোও তাকে সমর্থন করেন। ফিল ফ্লিনের মতে, পরবর্তী ২৪ থেকে ৪৮ ঘণ্টা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ভেনেজুয়েলার সেনাবাহিনী যদি বিরোধীদের সমর্থন দেয়, তাহলে বৈশ্বিক বাজার ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া দেখাতে পারে। তবে গৃহযুদ্ধ বা দীর্ঘস্থায়ী সংঘাতের ইঙ্গিত মিললে উল্টো প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে।

তেল আছে, কিন্তু উৎপাদন কম

ভেনেজুয়েলার তেলভান্ডার বিশ্বের সবচেয়ে বড় হলেও উৎপাদন সক্ষমতা খুবই সীমিত। ২০১৩ সালে মাদুরো ক্ষমতায় আসার আগে দেশটি দিনে ২০ লাখের বেশি ব্যারেল তেল উৎপাদন করতো। সমাজতান্ত্রিক শাসন, আন্তর্জাতিক নিষেধাজ্ঞা, বিনিয়োগের ঘাটতি ও রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে উৎপাদন এখন অর্ধেকেরও নিচে নেমেছে। ভেনেজুয়েলার তেল মূলত ভারী ও সালফারযুক্ত, যা উত্তোলন ও পরিশোধনের জন্য বিশেষ প্রযুক্তি প্রয়োজন। আন্তর্জাতিক তেল কোম্পানিগুলোর সেই সক্ষমতা থাকলেও দীর্ঘদিন ধরে তারা দেশটিতে কাজ করতে পারেনি।

যুক্তরাষ্ট্রের লাভ কতটা?

বিশ্লেষকদের মতে, রাজনৈতিক পরিস্থিতি স্থিতিশীল হলে এবং নিষেধাজ্ঞা শিথিল হলে ভেনেজুয়েলার তেল যুক্তরাষ্ট্রের জন্য বিশেষভাবে লাভজনক হতে পারে। যুক্তরাষ্ট্রের অনেক রিফাইনারি ভেনেজুয়েলার ভারী তেল প্রক্রিয়াজাত করার জন্যই নির্মিত। এই তেল ডিজেল, অ্যাসফল্ট ও ভারী শিল্পে ব্যবহৃত জ্বালানি উৎপাদনে গুরুত্বপূর্ণ। ফিল ফ্লিন বলেন, পরিস্থিতি যদি নিয়ন্ত্রিত থাকে এবং মার্কিন কোম্পানিগুলো আবার ভেনেজুয়েলায় কাজের সুযোগ পায়, তাহলে তা বৈশ্বিক তেলবাজারের জন্য ‘গেম-চেঞ্জার’ হতে পারে। -সিএনএন

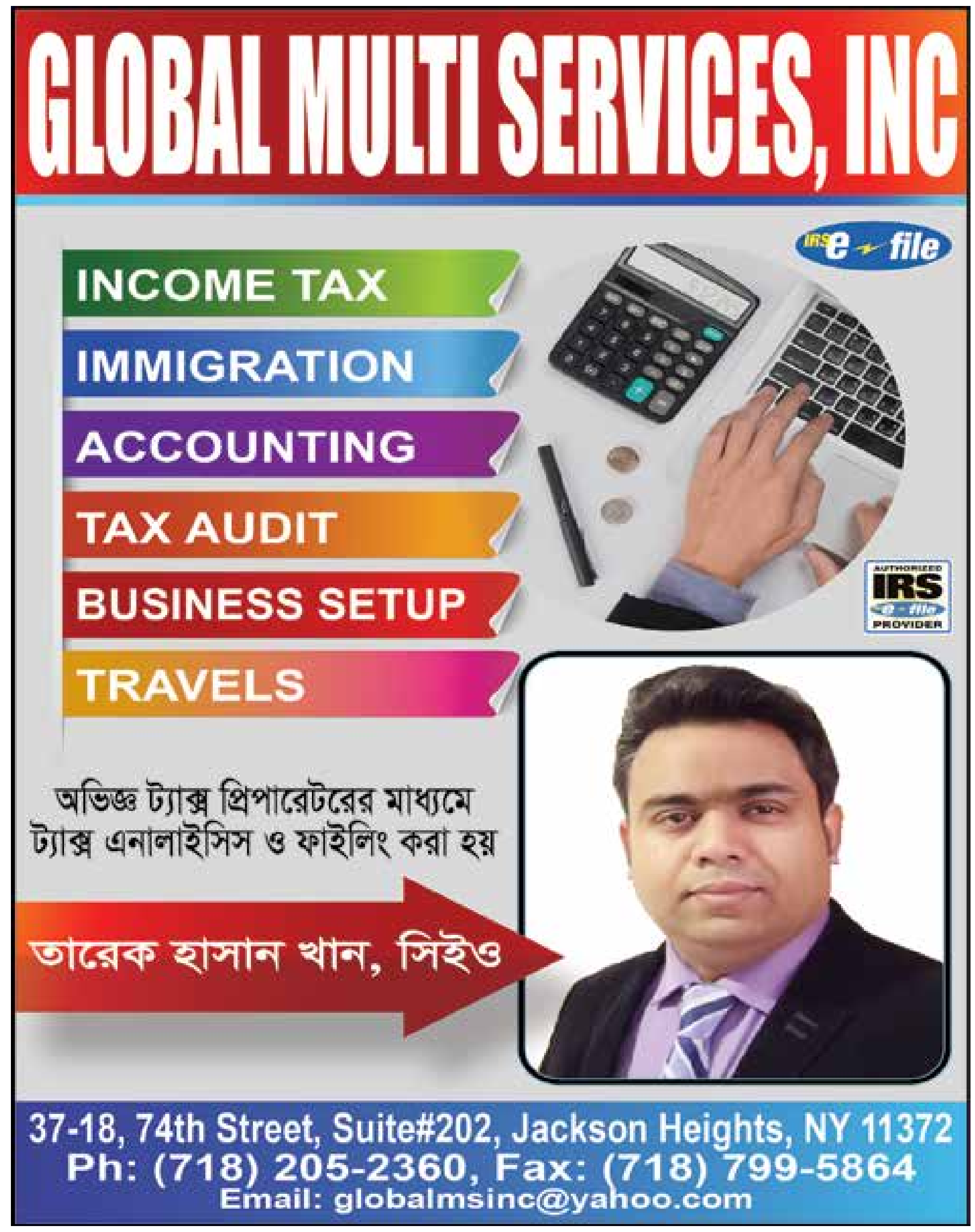

নিউইয়র্কের মেয়র মামদানির সামনে

৩৮ পৃষ্ঠার পর

জোহরান মামদানির সাফল্য-ব্যর্থতায় বড় ভূমিকা রাখতে পারেন দেশটির প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প।

রিপাবলিকান নেতা ট্রাম্প নিজেও নিউইয়র্কের সাবেক বাসিন্দা। তিনি জোহরান মামদানির সমালোচনায় বারবার মুখর ছিলেন। তবে গত নভেম্বরে দুই নেতা হোয়াইট হাউসে অত্যন্ত সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে বৈঠক করায় তা বিশ্লেষকদের বিস্মিত করে।

কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজনৈতিক বিশ্লেষক ও অধ্যাপক লিঙ্কন মিচেলের মতে, বৈঠকটি পুরোপুরি জোহরানের পক্ষে গেছে। 'এর চেয়ে ভালো কিছু হওয়া সম্ভব ছিল না তার জন্য', যোগ করেন তিনি।

তবে এই বিশ্লেষক সতর্ক করে বলেন, খুব দ্রুতই ট্রাম্প-মামদানি সম্পর্ক তিক্ততায় মোড় নিতে পারে।

যুক্তরাষ্ট্রজুড়ে অভিবাসীদের বিরুদ্ধে অভিযান চালাচ্ছেন ট্রাম্প। দ্রুত সম্প্রসারিত হচ্ছে এই অভিযান। অপরদিকে, অভিবাসীদের সুরক্ষা দেওয়ার প্রতিজ্ঞা করেছেন জোহরান মামদানি।

এ বিষয়টি নিয়ে দুই নেতা বাগবিতণ্ডায় জড়াতে পারেন বলেও আশঙ্কা অনেকের।

প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প গত নভেম্বরের মেয়র নির্বাচনের আগে জোহরান মামদানিকে জেতানোর পরিণাম নিয়ে নিউইয়র্কবাসীদের সতর্ক করেন। তিনি মামদানিকে 'উন্মাদ কমিউনিস্ট' বলে গালি দেওয়ার পাশাপাশি নিউইয়র্কে কেন্দ্রীয় সরকারের তহবিল কমিয়ে দেওয়ার হুমকি দেন।

অপরদিকে, জোহরান মামদানি ট্রাম্পকে 'ফ্যাসিবাদী' আখ্যা দেন।

বিতর্ক থাকলেও আছে আশার আলো

নতুন দায়িত্বে যোগ দিয়েই জোহরান মামদানি ছোটখাটো বিতর্কের জন্ম দিয়েছেন। তিনি কুইনসের ভাড়া বাড়ি ছেড়ে ম্যানহাটনে মেয়রের জন্য নির্ধারিত বিলাসবহুল বাড়িতে উঠেছেন।

জীবনযাপনের খরচ কমানো, বাড়ি ভাড়াকে সাধ্যের মতো রাখার প্রতিশ্রুতি দেওয়া মেয়রের জন্য এই উদ্যোগ কতটা যৌক্তিক, তা নিয়ে অনেকেই প্রশ্ন তুলেছেন।

তবে এ ক্ষেত্রে জোহরানের যুক্তি, নিরাপত্তার কারণেই মূলত তিনি এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

মা-বাবা ভারতীয় হলেও জোহরান মামদানির জন্ম উগান্ডায়। সাত বছর বয়সে পরিবারের সঙ্গে নিউইয়র্কে থিতু হন জোহরান। সম্ভ্রান্ত পরিবারের সন্তান জোহরান মামদানি খুব বেশিদিন আগে রাজনীতিতে প্রবেশ করেননি। মেয়র পদে নির্বাচিত হওয়ার অল্প সময় আগে তিনি নিউইয়র্ক রাজ্যের স্থানীয় পার্লামেন্টের সদস্য হন।

নিজের অনভিজ্ঞতাকে পুষিয়ে নিতে তিনি বেশ কয়েকজন অভিজ্ঞ ও চৌকস উপদেষ্টা নিয়োগ দিয়েছেন। তাদের বেশিরভাগই সাবেক প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের প্রশাসনের সদস্য ও প্রাক্তন মেয়রদের সহযোগী।

পাশাপাশি, জোহরান মামদানি নিউইয়র্কের গুরুত্বপূর্ণ ও শীর্ষ ব্যবসায়ীদের সঙ্গেও বৈঠক ও আলোচনা শুরু করেছেন।

কেউ কেউ পূর্বাভাস দিয়েছিলড়জোহরান মামদানি বিজয়ী হলে দলে দলে ব্যবসায়ী ও ধনাঢ্য নাগরিকরা নিউইয়র্ক ছাড়বেন। তবে আবাসন-খাত সংশ্লিষ্টরা এই পূর্বাভাস নাকচ করেছেন। বাস্তবেও এখনো এ ধরনের কোনো প্রবণতা দেখা যায়নি।

ফিলিস্তিনিদের অধিকার আন্দোলনের সক্রিয়কর্মী জোহরান মামদানির কাছ থেকে ইহুদি সম্প্রদায় অন্তর্ভুক্তিমূলক নেতৃত্ব প্রত্যাশা করছে।

দায়িত্ব নেওয়ার প্রথম দিনেই মামদানির বিরুদ্ধে ইহুদিবিদ্বেষের অভিযোগ ইসরায়েলের

নিউইয়র্কের নতুন মেয়র জোহরান মামদানি দায়িত্ব গ্রহণের প্রথম দিনেই এক নজিরবিহীন কূটনৈতিক ও রাজনৈতিক বিতর্কের মুখে পড়েছেন। সাবেক মেয়র এরিক অ্যাডামসের জারি করা বেশ কিছু নির্বাহী আদেশ বাতিল করার পর ইসরায়েলের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় মামদানির বিরুদ্ধে 'ইহুদিবিদ্বেষের আগুনে ঘি ঢালার' অভিযোগ এনেছে।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে দেওয়া এক পোস্টে ইসরায়েলের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, মেয়র হিসেবে প্রথম দিনেই মামদানি তাঁর আসল চেহারা দেখিয়েছেন। তিনি ইহুদিবিদ্বেষের আন্তর্জাতিক সংজ্ঞা (আইএইচআরএ) বাতিল করেছেন এবং ইসরায়েল বয়কটের ওপর থেকে বিধিনিষেধ তুলে নিয়েছেন। এটি নেতৃত্ব নয়, বরং এটি খোলা আগুনে ইহুদিবিদ্বেষী ঘি ঢালার সমান।

ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম দ্য গার্ডিয়ানের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, নিউইয়র্কের সাবেক মেয়র এরিক অ্যাডামস ২০২৪ সালে দুর্নীতির অভিযোগে অভিযুক্ত হওয়ার পর বেশ কিছু বিতর্কিত নির্বাহী আদেশ জারি করেছিলেন। মামদানি তাঁর দায়িত্বের প্রথম দিনেই সেসব আদেশ বাতিল করেন। বাতিল হওয়া আদেশগুলোর মধ্যে একটি ছিল ইহুদিবিদ্বেষের সংজ্ঞা বাতিল।

এরিক অ্যাডামস ইন্টারন্যাশনাল হলোকাস্ট রিমেমব্রেন্স অ্যালায়েন্সের (আইএইচআরএ) দেওয়া ইহুদিবিদ্বেষের সংজ্ঞাকে গ্রহণ করেছিলেন। এই সংজ্ঞায় ইসরায়েলকে 'অশুভ শক্তি' হিসেবে দেখানো বা তার সমালোচনা করাকেও আধুনিক ইহুদিবিদ্বেষের অংশ হিসেবে ধরা হতো। মামদানি এই সংজ্ঞাটি বাতিল করেছেন।

সাবেক মেয়র অ্যাডামসের একটি আদেশে সিটি কর্মকর্তাদের ইসরায়েল বয়কট বা বিডিএস আন্দোলনের পক্ষে কাজ করা নিষিদ্ধ ছিল। মামদানি সেই নিষেধাজ্ঞাও তুলে নিয়েছেন। এ ছাড়া কোনো উপাসনালয়ের পাশে বিক্ষোভ নিয়ন্ত্রণ-সংক্রান্ত অ্যাডামসের আরেকটি নির্দেশিকাও বাতিল করেছেন নতুন মেয়র।

মামদানি এসব আদেশ বাতিল করার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ইসরায়েলের প্রতিক্রিয়া আসে।

তবে মেয়র মামদানির কার্যালয় জানিয়েছে, নবনির্বাচিত প্রশাসনের একটি 'নতুন শুরু' নিশ্চিত করতেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। মামদানি নিজে একজন ডেমোক্রেটিক সোশ্যালিস্ট এবং দীর্ঘকাল ধরে ফিলিস্তিনিদের অধিকারের পক্ষে সোচ্চার। উদ্বোধনী ভাষণে তিনি ইহুদি নিউইয়র্কবাসীকে আশ্বস্ত করে বলেন, 'আমার মতো একজন মুসলিম আর কোথায় বেগেল ও লক্স (ইহুদিদের ঐতিহ্যবাহী খাবার) খেয়ে বড় হওয়ার সুযোগ পেত?'

মামদানি আরও স্পষ্ট করেছেন, এরিক অ্যাডামসের অনেক আদেশ বাতিল করলেও 'অফিস টু কমব্যাট অ্যান্টিসেমিটিজম' (ইহুদিবিদ্বেষবিরোধী দপ্তর) তিনি সচল রাখবেন। তিনি বলেন, 'ইহুদিবিদ্বেষ এমন একটি সমস্যা, যা আমরা অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করি।'

কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান ইহুদি সংগঠনগুলোর কনফারেন্স অব প্রেসিডেন্টসের সিইও উইলিয়াম ডারফ মামদানির এই পদক্ষেপকে 'উদ্বেগজনক' বলে অভিহিত করেছেন। তিনি মনে করেন, মামদানির এমন পদক্ষেপ ইহুদিবিদ্বেষী ঘটনা বাড়িয়ে দেবে।

উল্লেখ্য, জোহরান মামদানি নিউইয়র্কের প্রথম মুসলিম এবং দক্ষিণ এশীয় বংশোদ্ভূত মেয়র। তাঁর মা প্রখ্যাত চলচ্চিত্র নির্মাতা মীরা নায়ার এবং বাবা রাষ্ট্রবিজ্ঞানী মাহমুদ মামদানি। দায়িত্ব নেওয়ার সময় তিনি পবিত্র কোরআন ছুঁয়ে শপথ নেন এবং তাঁর শপথ পড়ান প্রবীণ ইহুদি নেতা ও সিনেটর বার্নি স্যান্ডার্স।

সোশ্যাল মিডিয়ার হাত ধরেই মামদানির উত্থান, মেয়র হিসেবেও কি পারবেন সেই গতি ধরে রাখতে?

পরিচয় ডেস্ক: কখনোবা ম্যানহাটনের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে হেঁটে বেড়াচ্ছেন। বুঝিয়ে দিচ্ছেন, এই শহরের মানুষ এমন এক মেয়র চায় যাকে দেখা যায়, ছোঁয়া যায়, এমনকি যার ওপর রাগও করা যায়। এই সব সোশ্যাল মিডিয়া ভিডিওই জোহরান মামদানিকে খ্যাতির চূড়ায় পৌঁছে দিয়েছে। নিউইয়র্ক সিটির মেয়র প্রাইমারিতে তার অপ্রত্যাশিত জয় এবং নভেম্বরের নির্বাচনে চূড়ান্ত বিজয়ের পেছনে ছিল এই নেতার ডিজিটাল কৌশল। জানুয়ারির হাড়কাঁপানো শীত। এর মধ্যেই কোনি আইল্যান্ডের বরফশীতল পানিতে ঝাঁপ দিলেন তিনি। উদ্দেশ্য হলো 'জমিয়ে ফেলা বাড়িভাড়া' নিয়ে এক দারুণ রসিকতা। আবার কখনো ফুড ট্রাকের সামনে দাঁড়িয়ে হালাল খাবারের দাম বৃদ্ধি বা 'হালালফ্লেশন' নিয়ে কথা বলছেন। কখনোবা ম্যানহাটনের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে হেঁটে বেড়াচ্ছেন। বুঝিয়ে দিচ্ছেন, এই শহরের মানুষ এমন এক মেয়র চায় যাকে দেখা যায়, ছোঁয়া যায়, এমনকি যার ওপর রাগও করা যায়।

এই সব সোশ্যাল মিডিয়া ভিডিওই জোহরান মামদানিকে খ্যাতির চূড়ায় পৌঁছে দিয়েছে। নিউইয়র্ক সিটির মেয়র প্রাইমারিতে তার অপ্রত্যাশিত জয় এবং নভেম্বরের নির্বাচনে চূড়ান্ত বিজয়ের পেছনে ছিল এই নেতার ডিজিটাল কৌশল। বিশেষজ্ঞরা বিবিসিকে জানিয়েছেন, ৩৪ বছর বয়সী এই ডেমোক্রেটিক সোশ্যালিস্ট বা গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রী নিউইয়র্কবাসীকে মুগ্ধ করেছেন। বিশেষ করে তরুণ ভোটারদের, যারা দিনের অনেকটা সময় ফোনে স্ক্রল করেই কাটান। সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার করে মামদানি নিজেকে একজন খাঁটি ও প্রাণবন্ত মানুষ হিসেবে তুলে ধরেছেন।

সবধরণের ইমিগ্রেশন সমস্যায়

KHAIRUL BASHAR LAW OFFICES

দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এটর্নি

Khairul Bashar, ESQ., MBA., LL.M.
Attorney At Law
Dual-Qualified Exclusive Immigration Focus

আমরা যেসব বিষয়ে পরামর্শ দিয়ে সহায়তা করি

- ফ্যামেলি ইমিগ্রেশন ও সিটিজেনশিপ
- অ্যাসাইলাম ও ডিপোর্টেশন ডিফেন্স
- ওয়েভারস (I-601, I-601A & I-212)
- বর্ডারে গ্রেফতার, ডিটেনশন ও বন্ড
- আপিল ও রিট অব ম্যানডামাস
- U-ভিসা, VAWA & SIJS
- EB-1, EB-2 NIW & EB-3
- বিজনেস ও বিনিয়োগ বিষয়ক ইমিগ্রেশন
- কনস্যুলার প্রসেসিং ও 221 (g) ভিসা রিফিউজাল

(718) 775-8509 (212) 464-8620

New York Office:
7232 Broadway, Suite 301-302
Jackson Heights, NY 11372
khairul@basharlaw.com

D.C. Office:
1629 K Street NW, Suite 300
Washington D.C. 20006
(By Appointment Only)
(888) 771- 4529

OPEN 6 Days (M-S)
info@basharlaw.com
+1(202) 983 - 5504
Manhattan Meeting Location Available (By Appointment Only)

KHAIRUL BASHAR LAW OFFICES
basharlaw.com

*Dual-Qualified Admitted in Washington, D.C., Alabama and Bangladesh
Practice Solely U.S.Immigration & Nationality Law in all 50 States.

লক্ষ লক্ষ মানুষের শ্রদ্ধায় খালেদা

৯ পৃষ্ঠার পর

নিতে ঢাকায় এসেছিলেন এসেছিলেন ভারত, পাকিস্তান, নেপাল, ভুটানসহ বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিরা।

খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে মঙ্গলবার তিনদিনের রাষ্ট্রীয় শোক ঘোষণা করে অন্তর্বর্তী সরকার। আর জানাজা উপলক্ষে বুধবার ৩১ ডিসেম্বর সারাদেশে সরকারি ছুটি ছিল।

সকাল থেকেই নামে জনস্রোত

আগের দিনই জানানো হয়েছিল বুধবার ৩১ ডিসেম্ব দুপুর দুইটায় জাতীয় সংসদ ভবন সংলগ্ন মানিক মিয়া এভিনিউতে অনুষ্ঠিত হবে খালেদা জিয়ার জানাজা নামাজ।এতে অংশ নিতে সকাল থেকে ঢাকায় নামে মানুষের ঢল। জানাজায় অংশ নিতে এবং তাকে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ছুটে আসে মানুষ।

ঘটনাস্থল থেকে সংবাদদাতারা দেখতে পেয়েছেন, ঢাকার বাইরে থেকে যারা খালেদা জিয়ার জানাজায় অংশ নিতে ঢাকায় এসেছিলেন তাদের অনেকেই ভোর থেকেই ছিলেন মানিক মিয়া এভিনিউ এলাকায় অবস্থান করছিলেন। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ভিড় বাড়তে থাকে।

খুব সকালে সেখানে গিয়ে সংবাদদাতা দেখতে পান, ফেনী, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, ময়মনসিংহ অনেক জেলা থেকে মানুষ আসছে। অনেকে এসেছেন ভোর চারটা বা তার আগে। তাদের অনেকেরই বুকে ছিল কালো ব্যাজ।

একটু একটু করে বেলা যত বাড়তে থাকে ততই মানুষের উপস্থিতি বাড়তে থাকে। সকাল দশটা নাগাদ সংসদ ভবন এলাকা, মানিক মিয়া এভিনিউ এলাকা ছিল লোকে লোকারণ্য।

বেলা দুইটা পর্যন্ত মানিক মিয়া অ্যাভিনিউয়ের আশপাশ, বিজয় সরণি, খামার বাড়ি, কারওয়ান বাজার, ফার্মগেট, শাহবাগ, মোহাম্মদপুর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে মানুষের ঢল।

এতে অংশ নিয়ে খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে শোক ও কান্নায় ভেঙে পড়েন অনেকে। অনেকেই দুই হাত তুলে মোনাজাত ধরেন খালেদা জিয়ার জন্য। ঠিক বিকেল তিনটা তিন মিনিটে শুরু হয় খালেদা জিয়ার জানাজা। জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররমের খতিব মোহাম্মদ আবদুল মালেক খালেদা জিয়ার জানাজা পড়ান।

জানাজায় বিপুল সংখ্যক মানুষের উপস্থিতি ও জনস্রোতের সামাল দিতে সেনাবাহিনী, পুলিশ, বিজিবিসহ আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর বিপুল সংখ্যক সদস্যের উপস্থিতি ছিল।

৩০ ডিসেম্বর মঙ্গলবারই অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছিল, জানাজায় ঘিরে নিরাপত্তা বজায় রাখতে ১০ হাজার আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য মোতায়েন থাকবে।

মায়ের জন্য দোয়া প্রার্থনা

খালেদা জিয়ার জানাজা নামাজ শুরুর আগে লিখিত বক্তব্য পড়ে শোনান বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য নজরুল ইসলাম খান। তিনি খালেদা জিয়ার ব্যক্তিগত জীবন ও রাজনৈতিক যাত্রা নিয়ে দলের বক্তব্য তুলে ধরেন।

লিখিত বক্তব্যে তিনি খালেদা জিয়ার জন্ম, পারিবারিক পরিস্থিতি, প্রয়াত রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হওয়া, রাজনীতিতে উঠে আসাসহ বিভিন্ন তথ্য তুলে ধরেন।

মি. খান বলেন, "খালেদা জিয়ার রাজনীতি আসা ছিল আকস্মিক। কিন্তু দেশের প্রয়োজনে বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া ছিলেন অপরিহার্য"।

বিগত ক্ষমতাচ্যুত আওয়ামী লীগ সরকারের বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়াকে তার ক্যান্টনমেন্টের বাড়ি থেকে জোরপূর্বক সরিয়ে দেওয়া, কারাগারে রাখা কিংবা বিগত সরকারের সময় বিদেশে চিকিৎসার জন্য যেতে না দেওয়ার বিষয়গুলোও তুলে ধরা হয় এই বক্তব্য।

বিএনপি চেয়ারপারসনের রাজনৈতিক ও ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে লিখিত বক্তব্যের পরই মঞ্চে আসেন তারেক রহমান।

খুবই অল্প সময়ের জন্য তিনি দাঁড়ান মাইকের সামনে। ছিল না কোনো রাজনৈতিক বক্তব্য, কিংবা নেতাকর্মীদের প্রতি কোনো আহ্বান।

খালেদাপুত্র তারেক রহমান শুধু বলেছেন একজন মায়ের জন্য সন্তান জানাজায় দাঁড়িয়ে যতটুকু বলেন ঠিক ততটুকুই।

মি. রহমান বলেন, "খালেদা জিয়া জীবিত থাকা অবস্থায় যদি আপনাদের কারো কাছ থেকে কোনো ঋণ নিয়ে থাকলে আমি পরিশোধের ব্যবস্থা করবো, ইনশাআল্লাহ। যদি তার কোনো ব্যবহারে, কোনো কথায় আপনারা আঘাত পেয়ে থাকলে আমি থাকলে আমি ক্ষমাপ্রার্থী। আল্লাহ যেন উনাকে বেহেশত দান করেন"।

তারেক রহমানের এই বক্তব্যের পরই শুরু হয় জানাজা নামাজের আনুষ্ঠানিকতা।

জানাজায় উপস্থিত ছিলেন যারা

জানাজার জন্য দুপুরে পৌনে বারোটার দিকে খালেদা জিয়াকে বহনকারী অ্যাম্বুলেন্সটি এসে পৌঁছায় জাতীয় সংসদ ভবন সংলগ্ন মানিক মিয়া অ্যাভিনিউয়ে।

জানাজায় অংশ নেন বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস ও উপদেষ্টা পরিষদের সদস্যরা।

উপস্থিত ছিলেন বেগম খালেদা জিয়ার বড় ছেলে ও বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানসহ পরিবারের অন্য সদস্যরা।

এছাড়াও ছিলেন বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি জুবায়ের রহমান চৌধুরী, সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী ও বিমানবাহিনীর প্রধানগণ, রাজনীতিবিদ, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মী এবং সমাজের নানা শ্রেণি-পেশার লাখো মানুষ।

অংশ নেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর, জামায়াতে ইসলামীর আমির শফিকুর রহমান, এনসিপির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের আমির মামুনুল হক, গণসংহতি আন্দোলনের জোনায়েদ সাকি, গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুরসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের শীর্ষ নেতাসহ বিভিন্ন দলগুলোর নেতাকর্মীরা।

খালেদা জিয়ার প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে বুধবারই ঢাকায় আসেন ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর। জানাজার আগে জাতীয় সংসদ ভবনে তিনি তারেক রহমানের হাতে শোকবার্তা তুলে দেন।

জানাজায় অংশগ্রহণ ও পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানাতে ঢাকায় আসেন পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদের স্পিকার সরদার আয়াজ সাদিক। তিনি বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের সঙ্গে দেখা করে সহমর্মিতা জানান।

খালেদা জিয়ার প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে ঢাকায় আসেন নেপালের পররাষ্ট্রমন্ত্রী বালা নন্দা শর্মা এবং ভুটানের পররাষ্ট্র ও বৈদেশিক বাণিজ্য মন্ত্রী লিয়নপো ডি. এন. ধুংগেল।

এই জানাজায় বিএনপির কেন্দ্রীয় কমিটির নেতা, বিভিন্ন জেলা উপজেলা ও তৃণমূল পর্যায়ের নেতাকর্মীরাও উপস্থিত ছিলেন।

এর আগে সকালে লাল-সবুজের পতাকা মোড়ানো অ্যাম্বুলেন্সে করে বাংলাদেশের সাবেক এই প্রধানমন্ত্রীর মরদেহ বের করা হয় এভারকেয়ার হাসপাতাল থেকে গুলশানে।

সেখান থেকে ঢাকার গুলশান অ্যাভিনিউয়ে ১৯৬ নম্বর বাসায় নেওয়া হয় খালেদা জিয়ার মরদেহ। সেখানে তাকে শেষ শ্রদ্ধা জানান বিএনপির নেতাকর্মী ও স্বজনেরা।

মা খালেদা জিয়ার কফিনের পাশে বসে কোরআন পাঠ করেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। - সংবাদসূত্র ি

যুক্তরাজ্যে অবৈধ অভিবাসীবিরোধী

৫ পৃষ্ঠার পর

করবে না।' তিনি আরও বলেছেন, লেবার পার্টির সরকার 'ক্ষমতায় আসার পর থেকে সারা দেশে অনিয়মিত অভিবাসনের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ বেড়েছে। অবৈধভাবে কাজ করার অভিযোগে গ্রেফতারের সংখ্যা আগের তুলনায় ৬৩ শতাংশ বেড়েছে।'

আগামী বছর ব্রিটিশ সরকার এই পদক্ষেপ আরো জোরদার করবে বলেও জানিয়েছেন সরকারের এই মুখপাত্র।

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে অভিবাসন ব্রিটেনের রাজনীতিতে প্রধান আলোচ্য বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। নানা উদ্যোগের পরও ইংলিশ চ্যানেলজুড়ে থামানো যাচ্ছে অভিবাসীবাহী ছোট নৌকা। ব্রিটিশ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, ২০২৫ সালের ১ জানুয়ারি থেকে ১৭ ডিসেম্বর পর্যন্ত মোট ৪০ হাজার ৬৫২ জন অভিবাসী ছোট নৌকায় ব্রিটিশ উপকূলে পৌঁছেছেন। এই সংখ্যা ২০২৪ সালের মোট আগমনকেও ছাড়িয়ে গেছে।

এ কারণে ভূমিধস বিজয় নিয়ে ক্ষমতায় আসা লেবার পার্টির সরকার প্রচণ্ড চাপের মুখে রয়েছে। কারণ, দিন দিন অভিবাসনবিরোধী রিফর্ম ইউকে পার্টির প্রতি জনসমর্থন বেড়েই চলেছে। আগামী মে মাসের স্থানীয় নির্বাচনের আগে জনমত জরিপে এগিয়ে রয়েছে রিফর্ম ইউকে পার্টি।

এমন প্রেক্ষাপটে ব্রিটেনের আশ্রয়নীতিকে কঠোর করার লক্ষ্যে গত নভেম্বরে দেশটির স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শাবানা মাহমুদ অভিবাসন ইস্যুতে সংস্কার প্যাকেজের ঘোষণা করেছেন। তারই ধারাবাহিকতায় অনিয়মিত অভিবাসীদের ফেরত নেওয়ার ক্ষেত্রে অসহযোগিতার কারণে সেন্ট্রাল আফ্রিকার দেশ গণতান্ত্রিক কঙ্গো প্রজাতন্ত্রের (ডিআরসি) নাগরিকদের জন্য ভিসা নীতি কঠোর করেছে যুক্তরাজ্য।

গত শনিবার (২৭ ডিসেম্বর) রাতে দেওয়া এক বিবৃতিতে ব্রিটিশ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, এই ইস্যুতে 'সহযোগিতা দ্রুত' উন্নত না হলে আরো কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া হবে। এমনকি ভিসা সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেওয়া হতে পারে বলেও হুঁশিয়ারি দিয়েছে দেশটি।

পরদিন, রোববার কঙ্গো জানিয়েছে, বিষয়টি সমাধানের জন্য তারা ব্রিটেনের সঙ্গে আলোচনা শুরু করেছে।

এই বিধিনিষেধের আরোপের অর্থ হলো, গণতান্ত্রিক কঙ্গো প্রজাতন্ত্রের ভিআইপি ও নীতি নির্ধারকেরাও আর যুক্তরাজ্যের ভিসা পাওয়ার ক্ষেত্রে বিশেষ সুবিধা পাবেন না। এমনকি দেশটির সাধারণ নাগরিকদের জন্য ফাস্ট-ট্র্যাক বা দ্রুত ভিসার ইস্যু করার বিধানটিও বাতিল করা হয়েছে।

ভিসা নীতি কঠোর করার কথা অবশ্য আগেই জানিয়েছিল ব্রিটিশ সরকার। নভেম্বরে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শাবানা মাহমুদ আফ্রিকার তিন দেশর্ডডিআরসি, অ্যাঙ্গোলা ও নামিবিয়াকে সতর্ক করে বলেছিলেন, অনিয়মিত অভিবাসীদের ফেরত না নিলে ভিসা নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হবে।

যুক্তরাজ্যের হুঁশিয়ারির পর অ্যাঙ্গোলা ও নামিবিয়া তাদের নাগরিকদের জন্য প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়া উন্নত করতে এবং 'অনিয়মিত অভিবাসী ও অপরাধীদের' ফেরত নিতে সম্মত হয়েছে। ফলে, এই দেশ দুটি ভিসা সম্পর্কিত এমন বিধিনিষেধের মুখোমুখি হচ্ছে না বলেও জানিয়েছে ব্রিটিশ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। সূত্র: ইনফোমাইগ্রেন্টস

৪১ বছর পরে বিএনপির শীর্ষপদে

৯ পৃষ্ঠার পর

আমৃত্যু তিনি ওই পদে ছিলেন। খালেদার নেতৃত্বেই জাতীয় সংসদের তিনটি নির্বাচনে (১৯৯১, ১৯৯৬ এবং ২০০১) জয়ী হয়েছিল বিএনপি। গত ৩০ ডিসেম্বর তাঁর প্রয়াণের ফলে বাংলাদেশের প্রয়াত প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট লেফটেন্যান্ট জেনারেল জিয়াউর রহমান প্রতিষ্ঠিত দলের শীর্ষপদে শূন্যতা তৈরি হয়েছে। তারেক সেই শূন্যস্থান পূরণ করতে চলেছেন বলে প্রকাশিত খবরে ইঙ্গিত।

১৯৮১ চট্টগ্রাম সেনা বিদ্রোহে নিহত হয়েছিলেন প্রেসিডেন্ট জিয়াউর। স্বামীর মৃত্যুর পরেই খালেদা কিন্তু রাজনীতিতে আসেননি। ১৯৮২ সালের ৩ জানুয়ারি তিনি বিএনপির প্রাথমিক সদস্যপদ নিয়েছিলেন। ১৯৮৩ সালের মার্চে তিনি দলের জ্যেষ্ঠ ভাইস চেয়ারম্যান হন। এর পরে ১৯৮৪ সালের ১২ জানুয়ারি খালেদা বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারপার্সন মনোনীত হন। তার সাড়ে চার মাস পরেই আনুষ্ঠানিক ভাবে দলের শীর্ষপদে আসীন হয়েছিলেন তিনি।

তারেক রহমানের কাছে মোদির

৯ পৃষ্ঠার পর

করেছেন। চিঠিতে তিনি লিখেছেন, "২০১৫ সালের জুন মাসে ঢাকায় বেগম সাহিবার (খালেদা জিয়ার) সাথে আমার সেই সাক্ষাৎ ও আলোচনার কথা আমি অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে স্মরণ করছি। তিনি ছিলেন এক বিরল সংকল্প ও দৃঢ় বিশ্বাসের নেতা। বাংলাদেশের প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রী হওয়ার গৌরবও তার। বাংলাদেশের উন্নয়ন এবং ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ককে আরও শক্তিশালী করতে তিনি অনেক গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন।"

"তার চলে যাওয়া যে অপূরণীয় শূন্যতা তৈরি করেছে, তা সত্ত্বেও তার স্বপ্ন ও আদর্শ চিরকাল অম্লান থাকবে। আমি বিশ্বাস করি, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল আপনার যোগ্য নেতৃত্বে তার সেই আদর্শগুলো এগিয়ে যাবে। একই সাথে, বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যকার গভীর ও ঐতিহাসিক সম্পর্ককে এক নতুন উচ্চতায় নিয়ে যেতে এবং দুই দেশের অংশীদারিত্বকে আরও সমৃদ্ধ করতে তাঁর আদর্শ সবসময় আলোকবর্তিকা হিসেবে কাজ করবে।"

"এই জাতীয় শোকের মুহূর্তে বাংলাদেশের জনগণের প্রতিও আমার সহমর্মিতা জ্ঞাপন করি, যারা ইতিহাসে বরাবরই তাদের অসাধারণ শৌর্য ও মর্যাদার পরিচয় দিয়েছে। আমি নিশ্চিত যে, তারা তাদের অভিন্ন মূল্যবোধ, গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য এবং জাতীয় ঐক্যের বোধ দ্বারা পরিচালিত হয়ে শান্তি ও সম্প্রীতির পথে এগিয়ে যাবে।"

বারী হোম কেয়ার

BARI HOME CARE
YOUR HEALTH OUR CARE

Ultracare Family Wellness of NY, Inc.
Diana's Angels Home Care Inc.

PCA/HHA HOME CARE

Service Provider

Home care PCA/PA দের সর্বোচ্চ সাপ্তাহিক পেমেন্ট **Direct Deposit** এর মাধ্যমে দেওয়া হয়।
Home care সুবিধা পেতে আমরা কোন ফি চার্জ করি না।
আমরা **Medicaid** এর আবেদন ও নবায়নে সাহায্য করে থাকি।
We hire PCA Aides/ Provide Training & Certificate
We speak Bengali, Hindi, Urdu, Punjabi & Spanish

আমরা **HHA/PCA**
সার্টিফিকেট প্রদান করে
হোম কেয়ারে সকল সেবা প্রদান করছি।

PCA সেবা নিতে চান?
আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

NYS- licensed LHCSA Agency Offering Professional, compassionate care - we are ready to help you to Enroll PCA/HHA services.
Our Expert Team will guide you through the LHCSA transition with trained PCA ready to help.

THE BARI GROUP

BARI SUPERMARKET — BARI PARTY HALL — BARI RESTAURANT — BARI HOME CARE — BARI & BARI — BARI CHARITY FOUNDATION — BUTTERFLY SENIOR DAY CARE

Head Office:
37-16 73rd St., 4th FL
Suite 401
Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-898-7100

Jamaica Office:
169-06 Hillside Ave,
2nd FL
Jamaica, NY 11432
Tel: 718-291-4163

Bronx Office:
1412 Castle Hill Ave
2nd FL, Suite 201
Bronx, NY 10462
Tel:718-319-1000

Woodside Office:
49-22 30th Ave
Woodside
NY 11377
Tel: 347-242-2175

Brooklyn Office:
31 Church Ave, #8
Brooklyn, NY 11218
Tel: 347-837-4908
Cell: 347-777-7200

Long Island Office:
469 Donald Blvd.
Holbrook, NY 11741
Tel: 631-428-1901

Ozone Park Office:
1088 Liberty Ave
Brooklyn, NY 11208
Tel: 470-447-8625

Buffalo Office:
59 Walden Ave,
Buffalo, NY 14211
Tel: 716-891-9000
716-400-8711

Buffalo Office:
977 Sycamore St
2nd Floor,
Buffalo, NY 14212
Tel: 347-272-3973

Bari Tower:
74-09 37th Ave
Room 401
Jackson Heights,
NY 11372
Tel: 718-898-7100

CALL US TODAY: 718-898-7100, 631-428-1901

Fax: 646-630-9581, info@barihomecare.com www.barihomecare.com

এনসিপির নেত্রীদের পদত্যাগ বা সরে দাঁড়ানো,

৮ পৃষ্ঠার পর

অস্বস্তিতে এবং এক ধরনের সংকটে ফেলেছে বলে রাজনৈতিক বিশ্লেষকেরা মনে করছেন।

যদিও এনসিপি নেতৃত্ব পরিস্থিতিটাকে তাদের দলের জন্য সংকট হিসেবে স্বীকার করতে রাজি নন।

কিন্তু এই জাতীয় নাগরিক পার্টি বা এনসিপির শীর্ষ পর্যায়ের নেত্রী তাসনিম জারা এবং তাজনূভা জাবীন ইতিমধ্যে দল থেকে পদত্যাগ করেছেন। বারই ফেব্রয়ারির নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার প্রস্তুতি নিলেও এখন ভোট থেকেই সরে আসার ঘোষণা দিয়েছেন কয়েকজন।

দলটির যুগ্ম আহ্বায়ক নুসরাত তাবাসসুম ঘোষণা দিয়েছেন যে, তিনি দলের ও নির্বাচনী কার্যক্রমে সক্রিয় থাকবেন না। অন্যদিকে, এনসিপির ত্রিশ জন কেন্দ্রীয় নেতা জামায়াতের সঙ্গে আসন সমঝোতার দলীয় সিদ্ধান্তের বিরোধীতা করে শীর্ষ নেতার কাছে স্মারকলিপি দিয়েছেন। দল থেকে পদত্যাগ, নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ানো অথবা দলে নিষ্ক্রিয় হয়ে যাওয়া-এসব সিদ্ধান্ত এনসিপির যে নারী সদস্যরা নিয়েছেন, তারা গত দুদিনে সামাজিক মাধ্যমে কারণ ব্যাখ্যা করে বিভিন্ন পোস্ট দিয়েছেন।

ফলে গণমাধ্যমে যেমন সেই ঘটনাপ্রবাহ খবর হিসেবে প্রাধান্য পেয়েছে, সামাজিক মাধ্যমেও চলছে নানা আলোচনা। তাদের কারও কারও বক্তব্যে এসেছে যে, এনসিপি মধ্যপন্থার আদর্শের দল হবে। সেখানে জামায়াতের সাথে ঐক্য সেই অবস্থানের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। এই নারী সদস্যদের বাইরে যে ত্রিশ জন কেন্দ্রীয় নেতা তাদের আপত্তি জানিয়ে স্মারকলিপি দিয়েছেন, সেই স্মারকলিপিতে উল্লেখ করা হয়েছে, ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় জামায়াতের স্বাধীনতাবিরোধী ভূমিকা, গণহত্যায় সহযোগিতা এবং সে সময় সংঘটিত বিভিন্ন অপরাধের প্রশ্নে তাদের অবস্থান বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক চেতনা ও এনসিপির মূল্যবোধের সঙ্গে মৌলিকভাবে সাংঘর্ষিক।

এনসিপির শীর্ষস্থানীয় ছয়জন নেত্রীও দলটির শীর্ষ নেতার সাথে দেখা করে তাদের আপত্তি জানিয়েছেন।

ওজামায়াতের সাথে ঐক্য পরিকল্পিতহ

জামায়াতের সঙ্গে নির্বাচনী ঐক্যের ঘোষণা দেওয়ার দুদিন আগে গত বৃহস্পতিবার এনসিপির শীর্ষস্থানীয় ছয়জন নেত্রী দলের আহ্বায়ক নাহিদ ইসলামের বাসায় এক বৈঠকে জামায়াতে ইসলামীর সাথে আসন সমঝোতা নিয়ে তাদের আপত্তি জানান।

য়েকটি পত্রিকায় এ খবর প্রকাশ হয়েছে।

ওই বৈঠকে তাসনিম জারা, সাজনূভা জাবীন, নুসরাত তাবাসসুম, মনিরা শারমিন, সামান্তা শারমিন এবং নাহিদা সারোয়ার নিভা উপস্থিত ছিলেন।

সেই বৈঠকেই জামায়াতের সাথে জোট হলে পদত্যাগের হুমকি দিয়েছিলেন নারী নেত্রীদের কেউ কেউ।

তাদের হুমকি বা আপত্তিকে আমলে নেয়নি এনসিপি নেতৃত্ব। তারা আসন সমঝোতা করে জামায়াতের নেতৃত্বাধীন জোটে যুক্ত হয়েছেন।

সেই এনসিপির সিনিয়র যুগ্ম সদস্য সচিব পদ থেকে পদত্যাগ করেছেন ডা. তাসনিম জারা। তিনি ঢাকা-৯ আসন থেকে স্বতন্ত্র প্রার্থী হয়েছেন।

স্বতন্ত্র প্রার্থী হওয়ার ক্ষেত্রে নির্বাচনী এলাকার এক শতাংশ ভোটারের স্বাক্ষর প্রয়োজন হয়। তিনি এলাকায় দুই দিন ধরে সেই স্বাক্ষর সংগ্রহ করে সোমবার মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন।

সোমবার খিলগাঁওয়ে যেখানে মিজ জারা স্বাক্ষর সংগ্রহ করছেন, সেই স্থানে তার সাথে বিবিসি বাংলার সংবাদদাতার সাথে কথা হয়।

জামায়াতে ইসলামীর জোটের সাথে এনসিপির আসন সমঝোতার কারণেই পদত্যাগ করেছেন কি না- এমন প্রশ্নের জবাব দেননি মিজ জারা।

তবে দলটির আরেক নারী নেত্রী দলের যুগ্ম আহ্বায়কের পদ থেকে পদত্যাগ করে নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন।

এর কারণ ব্যাখ্যা করে নিজের ফেসবুক পাতায় পোস্ট দেন তাজনুভা জাবীন।

মিজ জাবিনকে বিবিসি বাংলা বেশ কয়েকবার ফোন করলেও রিসিভ করেননি তিনি।

প্রায় ১৩শ শব্দের ফেসবুক পোস্টে তাজনূভা জাবীন শুরুতে লিখেছেন, জামায়াতে ইসলামীর সাথে জোট বা নারী বিষয়ের কারণের চেয়েও যে প্রক্রিয়ায় নির্বাচনী ঐক্য হয়েছে, তা ভয়ঙ্কর।

"এটাকে রাজনৈতিক কৌশল, নির্বাচনী জোট ইত্যাদি লেভেল দেয়া হচ্ছে। আমি বলব এটা পরিকল্পিত। এটাকে সাজিয়ে এ পর্যন্ত আনা হয়েছে " লিখেছেন মিজ জাবিন।

মিজ জাবিন এনসিপির আদর্শিক অবস্থান ও অভ্যন্তরীণ রাজনীতির কথাও তুলে ধরেছেন তার এই পোস্টে।

মিজ জাবিন দাবি করেন, ধীরে ধীরে রাজনীতি করে সব অপশনকে বাদ দেওয়া হয়েছে যাতে জামায়াতের সাথে জোট করা ছাড়া কোন উপায় না থাকে। এটি পরিকল্পিত বলে উল্লেখ করেছেন তিনি।

জামায়াতে ইসলামীর রাজনৈতিক আদর্শের প্রতিও ইঙ্গিত করেছেন তাজনূভা জাবীন।

"কিন্ত যারা এই দেশ, এই সংসদই চায় নাই- তাদের সাথে সমঝোতায় একদম শুরুতেই এমপি হতে চাওয়া, বা যারা এদের কল্যাণে এমপি হওয়ার জন্য হাভাইত্তার মতো করছে তাদের নেতৃত্ব মানা আমার পক্ষে ঠিক গণঅভ্যুত্থানের পরের বছর অসম্ভব।

"এই জিনিস হজম করে মরতেও পারব না আমি। আমার নেতা হবে মাজাওয়ালা, জুলাই রাজনীতির ধারক। কিন্তু পুরো জুলাইকে নিয়ে রাজনৈতিক কৌশলের নাম করে তুলে দিচ্ছে জামায়াতের হাতে " লিখেছেন মিজ জাবিন।

আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার পর প্রথম থেকেই এনসিপি ৩০০ আসনে প্রার্থী দেওয়ার ঘোষণা দেয়। ফলে শেষ মুহূর্তে এসে জামায়াতে ইসলামীর সাথে জোটে যেতে এনসিপি ৩০টি আসনের সমঝোতা করে।এটি দলের বাকিদের নির্বাচন করতে না দেওয়ার কৌশল বলেও মন্তব্য করেছেন মিজ জাবিন।

এদিকে, জামায়াতের জোটে এনসিপির যোগ দেওয়া নিয়ে আপত্তি থাকলেও দল থেকে পদত্যাগ করেননি এনসিপির জ্যেষ্ঠ যুগ্ম আহ্বায়ক সামান্তা শারমিন।

তিনি এ-ও মন্তব্য করেন, জামায়াতের সাথে সমঝোতায় এনসিপিকে কঠিন মূল্য দিতে হবে।

নিজের ফেসবুক পেইজে মিজ শারমিন লিখেছেন, "বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী নির্ভরযোগ্য মিত্র না। তার রাজনৈতিক অবস্থান বা দর্শনসহ কোন সহযোগিতা বা সমঝোতায় যাওয়া এনসিপিকে কঠিন মূল্য চুকাতে হবে বলে আমি মনে করি।চ

মিজ শারমিন মনে করেন, জাতীয় নাগরিক পার্টির এত দিনের অবস্থান অনুযায়ী তার মূলনীতি, রাষ্ট্রকল্প জামায়াত থেকে সম্পূর্ণ আলাদা।

বাকি অংশ ৪৯ পৃষ্ঠায়

জামায়াতের সঙ্গে জোট: এনসিপিতে

৮ পৃষ্ঠার পর

ও নতুন বন্দোবস্ত তৈরির পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে ক্ষমতার রাজনীতির দিকে ঝুঁকেছে এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে স্বচ্ছতার অভাব রয়েছে।

দলটির কিছু নেতা সরাসরি জামায়াত ইসলামির সাথে জোট করাকে প্রধান কারণ হিসেবে উল্লেখ করে পদত্যাগ করেছেন। এ ব্যাপারে দলের ৩০ জন কেন্দ্রীয় নেতা আপত্তি জানিয়ে আহ্বায়ক নাহিদ ইসলামকে স্মারকলিপিও দিয়েছিলেন। তবে শেষ পর্যন্ত জোটের সিদ্ধান্ত কার্যকর হওয়ায় একের পর এক পদত্যাগের ঘটনা ঘটছে। গত ২৮ ডিসেম্বর ঢাকার জাতীয় প্রেসক্লাবে এক জরুরি সংবাদ সম্মেলনে জামায়াতের আমির ডা. শফিকুর রহমান এনসিপির সঙ্গে জোটের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেন। এর পর থেকেই পদত্যাগের হিড়িক পড়ে। দলে ভাঙন ও নেতাদের পদত্যাগ প্রসঙ্গে এনসিপির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম বলেন, “আমরা আমাদের দলের নির্বাহী পরিষদের সঙ্গে আলোচনা করে সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামতের ভিত্তিতে জোটের সিদ্ধান্ত নিয়েছি। যেকোনো মতামতের ক্ষেত্রে কারও ভেটো [আপত্তি] থাকতে পারে, মতামত থাকতে পারে। তবে এনসিপির সারা দেশের নেতা-কর্মী ও সহযোগী সংগঠনগুলো এই সিদ্ধান্তের সঙ্গে একমত।”

তিনি আরও বলেন, “যারা বিরোধিতা করছেন তাদের সঙ্গে কথা বলে বোঝানোর চেষ্টা করা হবে। তারা এনসিপির এই সিদ্ধান্তের সাথেই থাকবে বলে আশা করি।”

পদত্যাগকারীদের দীর্ঘ তালিকা ও অভিযোগ

পদত্যাগকারী নেতারা তাদের চিঠিতে মূলত সিদ্ধান্ত গ্রহণে স্বচ্ছতার অভাব, রাজনৈতিক আপস, গণ-অভ্যুত্থানের চেতনা থেকে বিচ্যুতি এবং নতুন রাজনৈতিক বন্দোবস্তের পথ ছেড়ে ক্ষমতার রাজনীতিতে নামার অভিযোগ তুলেছেন।

মীর আরশাদুল হক

গত ২৫ ডিসেম্বর জোট আলোচনার শুরুতেই প্রথম পদত্যাগ করেন কেন্দ্রীয় যুগ্ম সদস্যসচিব ও চট্টগ্রাম-১৬ আসনের মনোনীত প্রার্থী মীর আরশাদুল হক। তিনি একাধারে এনসিপির নির্বাহী কাউন্সিল এবং মিডিয়া সেল ও শৃঙ্খলা কমিটির সদস্য ছিলেন। এছাড়া তিনি দলের পরিবেশ সেলের প্রধান এবং চট্টগ্রাম মহানগরের প্রধান সমন্বয়কারীও ছিলেন। তিনি জানান, জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের আকাঙ্ক্ষা ও নতুন রাজনৈতিক বন্দোবস্তের প্রতিশ্রুতি নিয়ে এনসিপি যাত্রা শুরু করলেও গত ১০ মাসে নেতারা সেই প্রতিশ্রুতি রক্ষায় ব্যর্থ হয়েছেন। দল ও বড় অংশের নেতারা ভুল পথে আছেন বলেই মনে করেন এই নেতা।

মীর আরশাদুল হক ফেসবুকে লিখেন, “অস্থিরতা তৈরি করা, পবিত্র ধর্ম ইসলামকে ব্যবহার করে সমাজে বিভাজন তৈরি করা এবং মহান মুক্তিযুদ্ধকে নিয়ে বিতর্ক সৃষ্টির একটি প্রবণতা বর্তমানে বাংলাদেশে লক্ষ করা যাচ্ছে। একটা গোষ্ঠী বা চক্র নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য দেশকে অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে ঠেলে দিতে চাচ্ছে। এই মুহূর্তে সবচেয়ে জরুরি প্রয়োজন হচ্ছে গণতন্ত্রে উত্তরণ এবং বাংলাদেশে স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠা করা। প্রয়োজন আগামী দিনের কথা মাথায় রেখে রাজনৈতিক সচেতন, উন্নত ও প্রগ্রেসিভ চিন্তার নতুন তরুণ নেতা, নতুন উদ্যোগ ও বর্তমান বাংলাদেশপন্থি দলগুলোকে সংগঠিত করা, শক্তিশালী করা।”

তাজনূভা জাবীন

ঢাকা-১৭ আসনের প্রার্থী ও দলের যুগ্ম আহ্বায়ক তাজনূভা জাবীন গত ২৮ ডিসেম্বর পদত্যাগ করেন। জামায়াতের সঙ্গে এনসিপির আসন সমঝোতার প্রসঙ্গ টেনে ফেসবুকে তিনি লিখেন, “এই জিনিস হজম করে মরতেও পারব না আমি।” তিনি আরো লিখেন, “ওই পুরোনো ফাঁকা বুলির রাজনীতি করতে হলে পুরোনো দলই করতাম, নতুন কেন? এবার আবারও আসি, জামায়াতের সাথে জোট প্রসঙ্গে, এনসিপি স্বতন্ত্র স্বকীয়তা নিয়ে দাঁড়িয়ে গেলে যে কারো সাথে রাজনৈতিক জোটে অসুবিধা ছিল না। সেটা ৫ বছর পরে হতো, ঠিক প্রথম নির্বাচনেই কেন? কিন্তু আর সব অপশনকে ধীরে ধীরে রাজনীতি করে বাদ দেয়া হয়েছে যাতে জামায়াতের সাথে জোট ছাড়া কোন উপায় না থাকে। সুনিপুণভাবে এখানে এনে অনেককে জিম্মি করা হয়েছে। যাই হোক। এটা কোন রাজনৈতিক কৌশল না। এটাই পরিকল্পনা।”

খালেদ সাইফুল্লাহ ও তাসনীম জারা

৩১ ডিসেম্বর রাতে পদত্যাগ করেন এনসিপির পলিসি ও রিসার্চ উইংয়ের প্রধান এবং যুগ্ম আহ্বায়ক খালেদ সাইফুল্লাহ। এর আগে ২৭ ডিসেম্বর তার স্ত্রী ও এনসিপি মনোনীত প্রার্থী তাসনীম জারা কোনো নির্দিষ্ট জোটের হয়ে নির্বাচন না করার ঘোষণা দিয়ে দল থেকে সরে দাঁড়ান।

এনসিপির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম বরাবর লেখা এক চিঠিতে খালেদ সাইফুল্লাহ উল্লেখ করেন, “আমি এনসিপির সব পদ ও দায়িত্ব থেকে পদত্যাগ করছি।” ঐ চিঠিতে তিনি আর কিছুই লেখেননি।

অন্যদিকে, তাসনিম জারা গত ২৭ ডিসেম্বর ফেসবুকে লিখেন, “আমার স্বপ্ন ছিল একটি রাজনৈতিক দলের প্ল্যাটফর্ম থেকে সংসদে গিয়ে আমার এলাকার মানুষের ও দেশের সেবা করা। তবে বাস্তবিক প্রেক্ষাপটের কারণে আমি কোনো নির্দিষ্ট দল বা জোটের প্রার্থী হিসেবে নির্বাচনে অংশগ্রহণ না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।”

আরিফ সোহেল

৩০ ডিসেম্বর পদত্যাগ করেন কেন্দ্রীয় যুগ্ম সদস্যসচিব আরিফ সোহেল। তিনি ফেসবুকে অভিযোগ তুলে লিখেন, “নতুন গণরাজনীতি, রাজনৈতিক জনগোষ্ঠী নির্মাণ ও জুলাইয়ের গণশক্তিকে সংগঠিত করার ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালিত না হওয়ায় জাতীয় নাগরিক পার্টি প্রতিষ্ঠিত পুরোনো দলগুলোর সঙ্গে আপসরফা করে পুরোনো ক্ষমতার রাজনীতিতেই প্রবেশ করতে বাধ্য হয়েছে।”

তিনি বলেন, “আমি ও আমার কমরেডরা গণমানুষের প্রকৃত গণতান্ত্রিক অধিকার আদায়ের যে লড়াই শুরু করেছিলাম তা চালিয়ে যেতে হলে এই মুহূর্তে প্রথাগত রাজনৈতিক দলগুলোর বাইরে গিয়ে পুনরায় গণমানুষের কাতারে দাঁড়ানোর কর্তব্য অনুভব করছি। ফলশ্রুতিতে আমি আরিফ সোহেল জাতীয় নাগরিক পার্টির যুগ্ম সদস্য সচিব ও কেন্দ্রীয় কমিটির পদ থেকে পদত্যাগ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি।”

মুশফিক উস সালেহীন

১লা জানুয়ারি পদত্যাগ করেন মিডিয়া সেলের সম্পাদক ও যুগ্ম সদস্যসচিব মুশফিক উস সালেহীন। তিনি বলেন, “দলের অভ্যন্তরে গণতান্ত্রিক চর্চার অভাব, সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার অস্বচ্ছতা, নতুন জোটসঙ্গীদের রাজনীতির ধরন এবং তাদের সঙ্গে জোট গঠনের সম্ভাব্য পরিণতি বিবেচনায় নিয়ে আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে এনসিপির ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক গতিপথ ভিন্ন পথে পরিচালিত হওয়ার সম্ভাবনাই প্রবল। দলের এই সিদ্ধান্তে যে সদস্যদের সমর্থন রয়েছে, তাঁদের অবস্থানের প্রতি আমি শ্রদ্ধাশীল। কিন্তু এই বাস্তবতায় দলের পদে থেকে দায়িত্ব পালন করা আমার নৈতিক বিশ্বাস ও রাজনৈতিক দায়বদ্ধতার সঙ্গে আর সংগতিপূর্ণ মনে করছি না।”

মুশফিক জানান, তার বিবেচনায় এনসিপির ওই জোটে [জামায়াতের সঙ্গে সমঝোতা] যোগদান জুলাই গণঅভ্যুত্থানের আকাঙ্ক্ষা, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ এবং একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক নাগরিক রাষ্ট্র নির্মাণের রাজনৈতিক লক্ষ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। স্বল্প মেয়াদে ভোটের রাজনীতিতে লাভবান হওয়ার সম্ভাবনা থাকলেও এর ফলে দীর্ঘ মেয়াদে একটি মধ্যপন্থী, শক্তিশালী, আত্মনির্ভরশীল ও বাংলাদেশপন্থী দল হিসেবে গড়ে ওঠার সম্ভাবনা প্রশ্নের মুখে পড়েছে।

খান মুহাম্মদ মুরসালীন

কেন্দ্রীয় যুগ্ম মুখ্য সমন্বয়ক খান মুহাম্মদ মুরসালীন ১লা জানুয়ারি এক ভিডিও বার্তায় পদত্যাগ করেন। তার অভিযোগ, নতুন বন্দোবস্তের কথা বললেও জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) পুরোনো উপনিবেশিক ব্যবস্থার অংশীজনদের সঙ্গে আপস করেছে। তিনি আরও বলেন, “যখন জুলাইয়ের ঘোষণাপত্র রচনা করা হয়, তখন আমরা বলেছি, এটা কম্প্রোমাইজ ডকুমেন্ট। যে প্রক্রিয়ায় এই ঘোষণাপত্র যেভাবে হয়, এটা আসলে সঠিক প্রক্রিয়া নয়। কিন্তু সেখানেও আমরা দেখেছি যে, এনসিপি শক্ত অবস্থান নিতে ব্যর্থ হয়েছে। বলা হয়েছিল যে, ঘোষণাপত্র ছাড় দিলেও আমরা সনদে বিন্দুমাত্র ছাড় দেব না। কিন্তু আমরা পরবর্তীতে দেখেছি এনসিপি আসলে সনদেও ছাড় দিতে বাধ্য হয়েছে। কেন বাধ্য হয়েছে? কারণ জনগণকে তারা রাজনৈতিক জনগোষ্ঠীতে পরিণত করতে ব্যর্থ হয়েছে। এই কারণেই তারা দুর্বল হয়েছে। এই দুর্বলতার কারণেই তাদের এখন সেই আগের রাজনৈতিক বন্দোবস্তের যে অংশীজনরা আছে, তাদের সাথে তাদের বিভিন্ন কোলাবরেশনে যেতে হচ্ছে।”

কলাম্বিয়া ইউনিভার্সিটি ল’ গ্রাজুয়েট, লন্ডন ইউনিভার্সিটি থেকে ব্রিটিশ ফরেন ও কমনওয়েলথ অফিসের অধীনে শেভনিং স্কলার ও হিউম্যান রাইটস-এ মাস্টার্স, ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে আইনে অনার্স ও মাস্টার্স (১ম শ্রেণী), বিসিএস (জুডিশিয়াল) এর সদস্য, বাংলাদেশে প্রাক্তন সিনিয়র সহকারী জজ আইন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব ও বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন মাননীয় আইন মন্ত্রীর কাউন্সিল অফিসার হিসেবে ৮ বছর এবং নিউইয়র্ক- এর বিভিন্ন ল’ফার্মের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এ্যাটর্নী।

অশোক কুমার কর্মকার
এ্যাটর্নী এ্যাট ল’

আমেরিকায় যে কোন নতুন ব্যবসায় ন্যূনতম বিনিয়োগের মাধ্যমে Treaty (E-2) ভিসার অধীনে এদেশে ব্যবসা করার সুযোগ পেতে পারেন এবং পরবর্তীতে গ্রীন কার্ড পাওয়ার যোগ্য হতে পারেন।

তাছাড়া ১ মিলিয়ন বা ন্যূনতম ৫ লাখ ডলার বিনিয়োগ করে EB-5 ভিসার অধীনে আপনি ও আপনার পরিবার ও সন্তান-সন্ততিসহ সরাসরি গ্রীন কার্ড পেতে পারেন।

বৈধভাবে এদেশে আপনার বিনিয়োগের অর্থ আনয়নে আমাদের সাথে পরামর্শ করতে পারেন।

দেশে কোন কোম্পানীর মালিক/পরিচালক হলে আপনি ও আপনার পরিবার L Visa'র সুবিধা নিতে পারেন এবং দু'বছর পর গ্রীন কার্ডের আবেদন করতে পারেন।

আপনি কি বিনিয়োগের মাধ্যমে নিজের যোগ্যতায় খুব দ্রুত গ্রীন কার্ড পেতে চান?

আপনার সার্বিক আইনী (ইমিগ্রেশন, এসাইলামসহ সর্বপ্রকার রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং, পার্সোনাল ইনজুরি, মেডিকেল ম্যালপ্রাক্টিস, ডিভোর্স, পারিবারিক, লিগালাইজেশনসহ সকল ধরণের) সমস্যার সমাধানে যোগাযোগ করুন (সোম - শনিবার)।

আমেরিকায় বসে আমাদের ঢাকা অফিসের মাধ্যমে খরচ ও সময় বাঁচিয়ে আপনি বাংলাদেশে আপনার যে কোন মামলা পরিচালনা, সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়সহ যে কোন আইনী সমস্যার সমাধান সহজেই করতে পারেন।

আপনার সম্পত্তি ব্যাবস্থাপনায় (Property Management) আমাদের ঢাকা অফিস আপনাকে সহায়তা করতে পারে।

Law Offices of Ashok K. Karmaker, P.C.
Queens Main Office:
143-08 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11435, Tel: (212) 714-3599, Fax: (718) 408-3283, ashoklaw.com
Bronx Office: Karmaker & Lewter, PLLC
1506 Castlehill Avenue, Bronx, NY 10462, Tel: (718) 662-0100, ashok@ashoklaw.com
Dhaka Office: US-Bangladesh Global Law Associates, Ltd.
Dream Apartments, Apt. C2, Hse 3G, Road 104, Gulshan Circle 2, Dhaka 1212, Bangladesh, Tel: 011-880-2-8833711

নিউইয়র্ক সিটি ইলেকট্রিশিয়ান

NASRIN CONTRACTING
FULL LICENCED @ INSURED
• 718-223-3856

আমরা যে সব কাজে পারদর্শি
- যে কোন ইলেকট্রিক বায়োলেশন রিমুভ
- সার্ভিস আপগ্রেট এবং নতুন
- ট্রাবল স্যুটিং এবং শর্টসার্কিট
- নিউওয়েরিং এবং পুরাতন ওয়েরিং
- ইলেকট্রিক আপগ্রেট
- সবধরনের লাইট, হায়হেট, সুইস আউট লাইট, নতুন ও আপগ্রেট
- সকল প্রকার ইলেকট্রিক কাজ করি
- রেসিডেন্টশিয়াল এবং কমার্শিয়াল

বিঃদ্রঃ কাউকে কাজ দিয়ে সমস্যায় আছেন অ-সমাপ্ত কাজ নিয়ে? নিশ্চিন্তে ফোন করুন। আপনার কাজ খুবই দায়িত্ব সহকারে শেষ করে বুঝিয়ে দিবো Inspection নিয়ে সমস্যা কল করুন

Nasrin Contracting Corp
116 Avenue C, Suite # 3C
Brooklyn, NY 11218
nysarker@gmail.com
nasrincontracting10@gmail.com
Visit Us : www.nasrincontractingcorp.com

ARMAN CHOWDHURY, CPA

MBA | CMA | CFM

Quick refund with free e-file.
We're open every day.
WE'VE GOT YOU COVERED
Call today for an appointment.
Walk-ins Welcome.

AUTHORIZED e-file PROVIDER

সঠিক ও নির্ভুলভাবে ইনকাম ট্যাক্স ফাইল করা হয়

- Individual Income Tax
- Business Income Tax
- Non-Profit Tax Return
- Accounting & Bookkeeping
- Retirement and Investment Planning
- Tax Resolution (Individual & Business)

F to 169 Street
87-54 168th Street, Suite 201, Jamaica, NY 11432
Phone: (718) 475-5686, Email: ArmanCPA@gmail.com
www.ArmanCPA.com

Sahara Homes

NOW IS THE TIME TO LIVE THE AMERICAN DREAM!

BUY IT, LIVE IT AND ENJOY IT !!!

Nayeem Tutul
Lic. Real Estate Sales Executive
Cell: 917-400-8461
Office: 718-805-0000
Fax: 718-850-3888
Email: nayeem@saharahomesinc.com
Web: www.saharahomesinc.com

WOMEN'S MEDICAL OFFICE

(NEW LIFE MEDICAL SERVICES, P.C)

OBSTETRICS & GYNECLOGICAL

ডাঃ রাবেয়া চৌধুরী

Rabeya Chowdhury, MD, FACOG
(Obsterics & Gynecology) *Board Certified*

Attending Physician (Obs & Gyn Dept.)
Flushing Hospital Medical Center
North Shore (LIJ) Forest Hill Hospital
Long Island Jewish (LIJ) Hospital

বাংলাদেশী মহিলা ডাক্তার

Gopika Nandini Are, M.D.
(Obsterics & Gynecology)
Attending Physician
Flushing Hospital Medical Center

Dr. Alda Andoni, M.D.
(Obsterics & Gynecology)
Attending Physician (OBS & GYN Dept.)
Flushing Hospital Medical Center

(F Train to 179th Street (South Side)

91-12, 175th St, Suite-1B
Jamaica, NY 11432

Tel: 718-206-2688, 718-412-0056
Fax: 718-206-2687
email: info@mynewlifemd.com, www.mynewlifemd.com

WALI KHAN, D.D.S

Family Dentistry

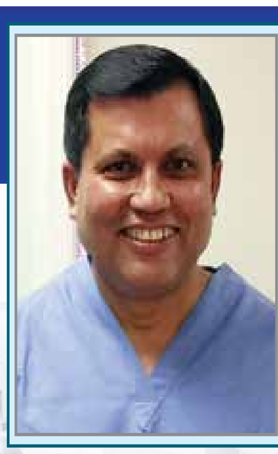

- স্বল্প মূল্যে চিকিৎসা ব্যবস্থা
- জীবাণুমুক্ত যন্ত্রপাতি
- সর্বাধুনিক প্রযুক্তির সমন্বয়ে চিকিৎসা
- অত্যাধুনিক পদ্ধতি ব্যবহারে Implant/Biaces
- সব ধরনের মেডিকেইড/ ইন্সুরেন্স ও ইউনিয়ন কার্ড গ্রহণ করা হয়

আপনাদের সেবায় আমাদের দুটি শাখা

জ্যাকসন হাইটস
37-33 77TH STREET,
JACKSON HEIGHTS NY 11372
TEL : 718-478-6100

ব্রঙ্কস ডেন্টাল কেয়ার
1288 WHITE PLAINS ROAD
BRONX NY 10472
TEL : 718-792-6991

Office Hours By Appointment

আমরা সব ধরনের ক্রেডিট কার্ড গ্রহণ করে থাকি

আমেরিকানকে বিয়ে করলেই মিলবে না গ্রিন কার্ড!

৫৮ পৃষ্ঠার পর

নিয়েছেন ট্রাম্প। ট্রাম্পের আমলে বদলে গিয়েছে আমেরিকায় অভিবাসনের পুরো ছবিটা!

দলে দলে অবৈধ অভিবাসীকে দেশে ফেরত পাঠিয়েছেন তিনি। এরপরে তাঁর নজর ঘুরেছে বৈধ অভিবাসন কমানোর দিকে। এবার সামনে এল চাঞ্চল্যকর তথ্য। এক মার্কিন অভিবাসন আইনজীবীর দাবি, মার্কিন নাগরিকত্ব পেতে হলে গ্রিন কার্ড থাকাই যথেষ্ট নয় আর।

বলে রাখা ভালো, গ্রিন কার্ড থাকলেই কেউ পুরোপুরি মার্কিন নাগরিকত্ব পান না। কিন্তু বহু সুযোগ-সুবিধা পান যা একজন আমেরিকান পান। আর এই গ্রিন কার্ড পাওয়ার একটা সহজ উপায় হল কোনও মার্কিন নাগরিককে বিয়ে করা। অর্থাৎ স্ত্রী বা স্বামী আমেরিকান হলেই মিলে যেত গ্রিন কার্ড। এখন আর পরিস্থিতি তেমন নেই। ব্র্যাড বার্নস্টাইন নামের সেই ইমিগ্রেশ্যান আইনজীবী বলছেন, মার্কিন নাগরিকদের 'ঘনিষ্ঠ আত্মীয়' হলেই গ্রিন কার্ড পাওয়া যেত এতদিন। আর সেক্ষেত্রে কোনও মার্কিনকে বিয়ে করলেই চলত। কিন্তু এখন? আইনজীবী বার্নস্টাইনের কথায়, "কোনও সম্পর্কে থাকলেই আপনি গ্রিন কার্ড পাবেন না। একসঙ্গে থাকতে হবে। প্রমাণ করতে হবে বিয়েটা খাঁটি, তাহলেই গ্রিন কার্ড পাওয়া যাবে।" তাঁর দাবি, যদি ওই দম্পতিরা আলাদা থাকেন তাহলে সেক্ষেত্রে গ্রিন কার্ডের আবেদন বাতিল হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশী।

প্রসঙ্গত, এতদিন প্রতি বছর ৫০ হাজার অভিবাসীকে ডাইভারসিটি ভিসা দেওয়া হত, যাঁদের দেশ থেকে বেশি অভিবাসী আমেরিকায় আসেন না। কিন্তু সেইডিভি লটারি ইতিমধ্যেই বাতিল হয়েছে। সব মিলিয়ে ট্রাম্পের আমলে অভিবাসীদের নাগরিকত্ব পাওয়ার দিকটি ক্রমেই জটিল হয়ে উঠছে।

Tax & Immigration Services
Tax
Immigration
Real Estate
Mortgage
Notary
Income Tax
Income Tax Service & Direct Deposit
Quick Refund & Electronic Filing
Immigration Services
Citizenship & Family Application
Affidavit Of Support & all forms available
Real Estate
For Buying & Selling Houses
Mortgage Services
Mohammad Pier
Lic Real Estate Asso Broker
IRS RTRP & Notary Public
Cell: (917) 678-8532
IRS e-file
PIER TAX AND EXECUTIVE SERVICES
37-18, 73 Street, Suite # 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: (718) 533-6581 Cell: (917) 678-8532 Fax: (718) 533-6583
E-mail: piertax@verizon.net

এনসিপির নেত্রীদের পদত্যাগ বা সরে দাঁড়ানো,

৪৬ পৃষ্ঠার পর

ওরাজনীতি পরিবর্তনের বয়ান দিয়ে সিট ভাগাভাগি

ক্ষমতাচ্যুত আওয়ামী লীগের শাসনের বিরুদ্ধে জুলাই আন্দোলনে সময় সক্রিয় ছিলেন নুসরাত তাবাসসুম। পরে তিনি এনসিপিতে যোগ দেন।

এনসিপির যুগ্ম আহ্বায়ক মিজ তাবাসসুম নিজ দলের জামায়াতের সাথে জোট গঠনের সমালোচনা করে নির্বাচনকালীন সময়ে দলের সকল কার্যক্রম থেকে নিজের নিষ্ক্রিয় থাকার ঘোষণা দিয়েছেন।

রোববার রাতে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে দেওয়া এক পোস্টে তিনি লিখেছেন, "আজ ২৮/১২/২০২৫, ঠিক ১০ মাস পর জামায়াতে ইসলামীসহ ১০ দলীয় জোটে বিভিন্ন শর্তসাপেক্ষে অংশগ্রহণের মাধ্যমে, আমি মনে করি এনসিপির সর্বোচ্চ নেতৃবৃন্দ এবং নীতিনির্ধারকেরা নিজেরাই এনসিপির মূল বক্তব্য থেকে চ্যূত হয়েছেন।চ

মিজ নুসরাত অবস্থা পুনর্বিবেচনা করে যে কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার ঘোষণাও দিয়েছেন।

এদিকে, নওগাঁ - ৫ আসন থেকে এনসিপির মনোনয়ন পাওয়া মনিরা শারমিন দল থেকে পদত্যাগ না করলেও নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ানোর ঘোষণা দিয়েছেন।

মিজ শারমিন নিজের ফেসবুক পেইজে এই সিদ্ধান্তের কারণ ব্যাখ্যা করে জানিয়েছেন, মনোনয়ন পাওয়ার আগে তিনি জানতেন না যে, এনসিপি জামায়াতের সাথে ত্রিশ আসনের সমঝোতা করবে। যেহেতু দলের অবস্থান পরিবর্তন হয়েছে তাই নির্বাচন থেকে নিজেকে প্রত্যাহারের ঘোষণা দিয়েছেন।

মিজ শারমিন লিখেছেন, "আমি ক্ষমতার রাজনীতি করতে আসি নাই। রাজনীতি পরিবর্তনের বয়ান দিয়ে সিট ভাগাভাগি করে ক্ষমতায় যেয়ে নিজেদের দলের প্রতি, মানুষের প্রতি বেইনসাফি করব না। জনতার কথা ও নতুন রাজনীতির কথা আপনাদের হয়ে বলতে থাকব ইনশাল্লাহ।চ

এদিকে, রোববার সন্ধ্যায় দলটির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম এক সংবাদ সম্মেলনে জামায়াতে ইসলামীসহ আট দলীয় জোটে যোগ দেওয়া কেবল নির্বাচনী সমঝোতা বলে মন্তব্য করেন।

দলটির শীর্ষ দুইজন নেত্রীর পদত্যাগের বিষয়ে মি. ইসলাম বলেন, " কেউ দলে থাকবে কি না বা নির্বাচন করবে কি না সেটা তার ব্যক্তিগত বিষয়।চ

ওজামায়াতের মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী ট্যাগ নিতে চায় না, তাই প্রতিক্রিয়া

রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা বলছেন, নারীর প্রতি জামায়াতের যে আদর্শগত ও নৈতিক অবস্থান জাতীয় নাগরিক পার্টির এই আসন সমঝোতায় সেটি প্রকাশ পেয়েছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও রাজনৈতিক বিশ্লেষক জোবাইদা নাসরীন মনে করেন, "জামায়াতে ইসলামী কখনোই আসলে নারী প্রার্থীকে সরাসরি নির্বাচনে মনোনয়ন দেয়নি। নারীর বিষয়ে জামায়াতের আদর্শগত ও নৈতিক যে অবস্থান, এটি সেটিরই একটি প্রকাশভঙ্গি।চ

নারী সদস্যদের এনসিপি থেকে সরে যাওয়ার পেছনে সমঝোতামূলক ত্রিশ আসনে নারীদেরকে না রাখার কারণটিও মূখ্য বলে মনে করেন এই বিশ্লেষক।

জয়শঙ্করের ঢাকা সফর রাজনৈতিকভাবে ব্যাখ্যা করা উচিত নয় বললেন পররাষ্ট্র উপদেষ্টা

৯ পৃষ্ঠার পর

কিন্তু তিনি পুরো অনুষ্ঠানটিতে অংশগ্রহণ করেছেন, তারপর চলে গেছেন। এটা একটা ভালো শিষ্ঠাচার, এর চেয়ে বেশি কিছু অর্থ খুঁজতে না যাওয়াই ভালো।

তিনি বলেন, ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সফরকে রাজনৈতিকভাবে ব্যাখ্যা করা উচিত নয়। সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার জানাজায় দক্ষিণ এশিয়ার সব দেশের প্রতিনিধিরা অংশ নিয়েছেন।

তৌহিদ হোসেন বলেন, জয়শঙ্করের সঙ্গে আমার কোনো একান্ত বৈঠক হয়নি, কিংবা দ্বিপাক্ষিক আলোচনার সুযোগও ছিল না। পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদের স্পিকার সারদার আয়াজ সাদিকসহ অন্যান্য বিদেশি অতিথিরাও ছিলেন।

জয়শঙ্করের সফর বাংলাদেশ-ভারত উত্তেজনা প্রশমনে সহায়ক হবে কি না জানতে চাইলে পররাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, এর উত্তর ভবিষ্যতে মূল্যায়ন করতে হবে।

তৌহিদ আরও বলেন, বেগম খালেদা জিয়া শুধু বাংলাদেশেই নয়, প্রতিবেশী দেশগুলোতেও তার ইতিবাচক ভাবমূর্তি ছিল। তিনি সব রাজনৈতিক মতাদর্শের মানুষের কাছে সম্মান ও গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করেছেন।

তিনি উল্লেখ করেন, এই স্বীকৃতি তার জানাজায় দক্ষিণ এশিয়াজুড়ে বিদেশি নেতা ও প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণকে স্বাভাবিক করেছে।

সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপি চেয়ারপারসনের প্রতি শেষ শ্রদ্ধা জানাতে বুধবার ঢাকা আসেন ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর ও পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদের স্পিকার সারদার আয়াজ সাদিক। এছাড়া ভুটান, নেপাল ও শ্রীলঙ্কার পররাষ্ট্রমন্ত্রী এবং মালদ্বীপের প্রেসিডেন্টের বিশেষ দূতও ঢাকায় আসেন।

CHAUDRI CPA P.C.
FINANCE, ACCOUNTING, TAX, AUDIT & CONSULTING
* Income Tax * Business Tax & Audit
* Sales Tax * Business Setup
* Payroll * IRS Tax Problem resolution
718-429-0011, 347-771-5041
484-818-9716 C: 347-415-4546
74-09 37th Ave, Bruson Building
Suite # 203, Jackson Height, NY 11372
E-mail: info.chaudricpa@gmail.com | chaudricpa@gmail.com

Law offices of
KIM & ASSOCIATES P.C
Accident cases
Attorneys at Law
এক্সিডেন্ট কেইসেস

বিনামূল্যে পরামর্শ
কনস্ট্রাকশন কাজে দুর্ঘটনা
গাড়ি/বিল্ডিং এ দুর্ঘটনা
হাসপাতালে বিকলাঙ্গ শিশুর জন্য
Kwangsoo Kim, Esq
Attorney at Law

Eng. Mohammad A Khalek
Cell : 917-667-7324
Email : m.khalek28@yahoo.com
Law Offices of KIM & Associates P.C
NY : 164-01 Northern Blvd., 2FL, Flushing, NY 11358
NJ : 460 Bergen Blvd. # 201, Palisades Park, NY 07650
আমরা বাংলায় কথা বলি

এসএনএস একাউন্টিং এন্ড জেনারেল সার্ভিসেস
একটি অভিজ্ঞ ও নির্ভরশীল প্রতিষ্ঠান • IRS E-file Provider

একাউন্টিং
• ইনকামট্যাক্স, ব্যক্তিগত (All States) কর্পোরেশন
• পার্টনারশীপ ট্যাক্স দক্ষতার সহিত নির্ভুলভ ও
• আইন সংগতভাবে প্রস্তুত করা হয়।
• বিজনেস সার্টিফিকেট ও কর্পোরেশন রেজিস্ট্রেশন করা হয়।
ইমিগ্রেশন
সিটিজেনশীপ পিটিশন, নিকটাত্মীয়দের জন্য পিটিশন, এফিডেভিট অব সাপোর্ট সহ যাবতীয় ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত বিষয়াদি সম্পর্কে কাজ করা হয়। এছাড়াও নোটারী পাবলিক, ফ্যাক্স সার্ভিস, দ্রুততম উপায়ে আমেরিকার বিভিন্ন ষ্টেটের কাষ্টমারদের ইনকাম ট্যাক্স ও ইমিগ্রেশন বিষয়ক সার্ভিস দেওয়া হয়।
আমাদের রয়েছে ২২ বৎসরের অভিজ্ঞতা এবং কাষ্টমারদের অভিযোগমুক্ত সন্তুষজনক সেবা
যোগাযোগ: এম.এ.কাইয়ুম
আমরা সপ্তাহে ৫ দিন সোম থেকে শুক্রবার পুরো বছর সার্ভিস দিয়ে থাকি
৩৫-৪২ ৩১ স্ট্রিট, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক ১১১০৬
ফোন: ৭১৮-৩৬১-৫৮৮৩, ৭১৮-৬৮৫-২০১০
ফ্যাক্স: ৭১৮-৩৬১-৬০৭১, Email: snsmaq@aol.com

দোহার উপজেলা সমিতির সাধারণ সভায় নতুন কমিটি, সভাপতি মোস্তফা কামাল মুকুল, সাধারণ সম্পাদক রবিউল আলম

পরিচয় ডেস্ক: গত ২৮ ডিসেম্বর জ্যাকসন হাইটসের নবান্ন পার্টি সেন্টারে বাংলাদেশের ঢাকা জেলার দোহার উপজেলার প্রবাসীদের প্রিয় সংগঠন ‘দোহার উপজেলা সমিতি ইউএসএ-র সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। দীর্ঘ দিন যাবত প্রবাসে নিজেদের মধ্যে সাংগঠনিক ঐক্য ধরে রেখে বাংলাদেশের দোহার উপজেলার জন্যেও বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করার কাজে নিয়োজিত সংগঠটির প্রতি দুই বছর পর গঠিত হয় নতুন কার্যকরী পরিষদ। এবার সংগঠনের বার্ষিক সাধারণ সভায় তারা গঠন করেছেন ২০২৬-২৭ সালের জন্য নতুন কার্যকরী পরিষদ।সাধারণ সভার প্রথম পর্বে সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের বিদায়ী সভাপতি দুলাল বেহেদু। সভা পরিচালনা করেন বিদায়ী সাধারণ সম্পাদক মোস্তফা কামাল মুকুল।

সাধারণ সভায় বিদায়ী সভাপতি দুলাল বেহেদু এবং বিদায়ী সাধারণ সম্পাদক মোস্তফা মুকুল তাদের দুই বছরের কার্যক্রম এবং আয়-ব্যয়ের বিস্তারিত তথ্য সদস্যদের কাছে তুলে ধরেন। এ সময় ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য উপদেষ্টাবৃন্দ সহ সাধারণ সদস্যরা তাদের রিপোর্টের উপর মতামত ব্যক্ত করেন এবং তা অনুমোদন করেন।

এরপর ২০২৬-২০২৭ সালের নতুন কমিটি গঠনকল্পে ট্রাস্টি বোর্ডের অন্যতম সদস্য বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ আজাদ, উপদেষ্টা সালাউদ্দিন আহমেদ খোকন, উপদেষ্টা আব্দুর রাজ্জাক আনোয়ার, উপদেষ্টা আব্দুর রাজ্জাক নান্নুসহ বিদায়ী কমিটির নেতৃবৃন্দ সম্মিলিতভাবে মনোনয়নের মাধ্যমে নতুন কমিটি কর্মকর্তাদের তালিকা ঘোষণা করেন।

আগামী দুই বছর ২০২৬-২০২৭ সালের জন্য ‘দোহার উপজেলা সমিতি ইউএসএ-র সভাপতির দায়িত্ব পেয়েছেন সদ্য বিদায়ী সাধারণ সম্পাদক মোস্তফা কামাল মুকুল। সাধারণ সম্পাদক হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন রবিউল আলম। সিনিয়র সহ-সভাপতি হয়েছেন শাহিনুর রহমান বিপ্লব,কোষাধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন মোঃ আবুল কালাম আজাদ পনির। সাংগঠনিক সম্পাদকের দায়িত্ব পেয়েছেন আছিয়া আকতার। সংগঠনের কার্যকরী পরিষদের ১ নম্বর সদস্য হিসেবে রয়েছেন সদ্য বিদায়ী সভাপতি দুলাল বেহেদু।

অনুষ্ঠানে বিদায়ী সভাপতি দুলাল বেহেদু সংগঠনের কিছু কাগজপত্র আনুষ্ঠানিকভাবে নবনির্বাচিত সভাপতি মোস্তফা কামাল মুকুলের কাছে হস্তান্তর করেন। বিদায়ী সভাপতি বলেন, আশা করি দোহার উপজেলা সমিতির নতুন কমিটির কর্মকর্তাবৃন্দের নেতৃত্বে সংগঠনের কর্মকান্ড আগের চেয়ে আরো সক্রিয়ভাবে এগিয়ে যাবে।

নতুন কমিটির সভাপতি মোস্তফা কামাল মুকুল এবং সাধারণ সম্পাদক রবিউল আলম জানান, শীঘ্রই ৩৩ সদস্য বিশিষ্ট সদস্যদের নাম চূড়ান্ত করে তা প্রকাশ করা হবে। নৈশ ভোজের মাধ্যমে সাধারণ সভার সমাপ্তি ঘটে। প্রেস বিজ্ঞপ্তি অনুসারে

গ্রেটার নোয়াখালী সোসাইটির নবনির্বাচিত কমিটির অভিষেকে বিশাল কমিউনিটি সেন্টার ও ফিউনারেল হোম প্রতিষ্ঠার ঘোষণা

৫৪ পৃষ্ঠার পর

যদিও আমরা তাকে পূর্ণাঙ্গ সমর্থন করেছি। সংগঠনের বিদায়ী সাধারণ সম্পাদক ইউছুপ জসীম বলেন, সকলের সহযোগিতায় আমরা বৃহত্তর নোয়াখালী সোসাইটিকে প্রবাসে আদর্শ সংগঠনে পরিণত করেছি। তিনি বলেন, জীবন সংগ্রামের কারণে আমি বর্তমানে বাফেলোতে শিফট হয়েছি। যেকারণে দায়িত্বে থাকতে পারছি না, তবে আমি সব সময় এই সংগঠনের সঙ্গে ছিলাম এবং আগামীতেও থাকবো।

সংগঠনের নবনির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক এএসএম মাইন উদ্দিন পিন্টু তাঁকে সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত করায় সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বলেন, আমার প্রয়াত বাবাও মানুষের কল্যাণে কাজ করেছেন, আমিও কাজ করতে চাই। তিনি বলেন, আমার ওপর আপনারা যে দায়িত্ব দিয়েছেন, সকলের সম্মিলিত সহযোগিতায় আমি সেই দায়িত্ব পালন করবো। এই সংগঠনের যে খ্যাতি আছে তা আরো বৃদ্ধি করার চেষ্টা করবো।

হাজী মফিজুর রহমান বলেন, এই সংগঠন প্রতিষ্ঠা করা হয় ১৯৯৩ সালে। সেই থেকে আজ পর্যন্ত অনেক চড়াই উৎরাই ফেরিয়ে আজকে এই অবস্থানে এসে পৌঁছেছে। তিনি বলেন, বৃহত্তর নোয়াখালী সোসাইটি এই প্রবাসে যা করেছে তা অন্য কোনো সংগঠন করতে পারিনি। বাংলাদেশ সেমিট্রির কাজ শেষে অন্য প্রজেক্টে করা হবে।

আতাউর রহমান সেলিম নতুন কমিটিকে অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, আমরা এই কমিউনিটির উন্নয়নে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে চাই। হল ভর্তি অডিটোরিয়ামে সংগঠনের কল্যাণে কাজ করার জন্য বিদায়ী সভাপতি নাজমুল হাসান মানিক, বিদায়ী সাধারণ সম্পাদক ইউছুপ জসীম, উপদেষ্টা শাহ নাসের স্বপন, উপদেষ্টা মাইনুল উদ্দিন মাহবুবকে ক্রেস্ট প্রদান করা হয়।

এ উপলক্ষে অভিষেক স্মারক প্রকাশনা ২০২৬ নোয়াখালীর পূর্ব নাম”ভুলুয়া” নাম করনে সাংবাদিক মাহমুদুল হাসান (রুদ্র মাসুদ)সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেছেন । অভিষেক অনুষ্ঠানের আহবায়ক ছিলেন আনোয়ারুল আজিম, সদস্য সচিবের দায়িত্ব পালন করেন মাঈনুল উদ্দিন মাহবুব।

বক্তারা সোসাইটিকে এগিয়ে নেয়ার জন্য সকলের সহযোগিতা কামনা করেন ।নোয়াখালী সোসাইটি কর্তৃক পরিচালিত ১২৬ একর জমির উপর কবরস্থানের অবকাঠামোগত উন্নয়ন রাস্তা নির্মাণ সহ প্রকল্পের অন্যান্য কার্যক্রম পুরোদমে এগিয়ে যাচ্ছে বলে জানিয়েছেন বিদায়ী সভাপতি নাজমুল হাসান মানিক। অভিষেকের আনুষ্ঠানিকতা শেষে প্রবাসের জনপ্রিয় শিল্পী শাহ মাহবুব ও কৃষ্ণা তিথির সঙ্গীত পরিবেশনের পাশা-পাশি নৈশভোজের মাধ্যমে অভিষেক অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে।

পাওয়া যাবে হাঁস পোলাও, কাচ্চি সহ নানা খাবার, জ্যাকসন হাইটস খলিল বিরিয়ানীর কিচেন চালু

পরিচয় ডেস্ক: জ্যাকসন হাইটস খলিল বিরিয়ানীতে এতদিন গ্যাস সংযোগ না থাকায় বাইরে থেকে খাবার রান্না করে গ্রাহকদের পরিবেশন করতে হতো। চাইলেই খাবারে বৈচিত্রতা আনা সম্ভব হতো না। এখন তার অবসান ঘটেছে। দীর্ঘদিন পর গত ১৯ ডিসেম্বর কিচেনে গ্যাস সংযোগ পাওয়ায় সকল সমস্যার সমাধান হয়েছে। এখন থেকে প্রতিদিন বাঙ্গালীর ঐতিহ্যবাহী খাবার সহ অন্যান্য মজাদার খাবার পাওয়া যাবে বলে জানিয়েছেন প্রতিষ্ঠানের স্বত্বাধিকারী খলিলুর রহমান।

তিনি জানান, এতদিন ব্রঙ্কস থেকে রান্না করে এনে জ্যাকসন হাইটসের দোকান চালিয়েছি। এজন্য ইচ্ছে থাকলেও গ্রাহকদের জন্য রকমারী খাবার পরিবেশন করতে পারিনি। এখন কিচেনে গ্যাস সংযোজন হওয়ায় প্রতিদিন গ্রাহকদের জন্য নিত্যনূতন খাবার উপহার দিতে পারবো। চলতি সপ্তাহ থেকেই খাবারে নতুন নতুন মেনু সংযোজন হবে। নিয়মিত খাবার ছাড়াও পাওয়া যাবে হাঁস পোলাও, মোরগ পোলাও, সরিশার তেলে রান্না করা তেহারী, কাচ্চি বিরিয়ানী সহ অন্যান্য সব খাবার।

খলিলুর রহমান বলেন, আমি নিজের হাতে সমস্ত রান্না করবো। প্রথম দিন গ্যাস সংযোগ পাওয়ার পর আরটিভি’র আলোকিত কোরআন অনুষ্ঠানের গ্রান্ড ফিনালের খাবার সরবরাহ করছি। ইতোমধ্যেই আরো ৬০০ জনের একটি ক্যাটারীং অর্ডার পেয়েছি। ইনশাআল্লাহ আরো কিছু অর্ডার অচিরেই আসবে বলে আশা করছি।

খলিল বলেন, জ্যাকসন হাইটসের দোকানটি আমার সম্পুর্ন একক মালিকানায় পরিচালিত হচ্ছে। জ্যামাইকার দোকান নিয়ে কোর্টে যে মামলা চলছিলো তারও অবসান ঘটেছে। অচিরেই ওজনপার্কে খলিল বিরিয়ানীর আরো একটি শাখার উদ্বোধন পর্যায়ে বলে তিনি উল্লেখ করেন। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

মেয়র মামদানির লক্ষ্য সিটির বাড়িওয়ালারা

৫৮ পৃষ্ঠার পর

দেউলিয়াত্বের মামলায় হস্তক্ষেপ করার জন্য নিউ ইয়র্ক সিটি কর্তৃপক্ষ একটি “নজিরবিহীন পদক্ষেপ” নেবে।

গত ১লা জানুয়ারী বৃহস্পতিবার দায়িত্ব গ্রহণের প্রথম দিনে মেয়র মামদানি বলেন, “আজ নিউইয়র্ক সিটির জন্য একটি নতুন যুগের সূচনা হলো। এটি শপথ গ্রহণের দিন। এটি সেই দিনও, যেদিন ভাড়া পরিশোধের শেষ তারিখ।” ব্রুকলিনের একটি অ্যাপার্টমেন্ট ভবনে বক্তৃতা দেওয়ার সময় মামদানি বলেন, তার এই পদক্ষেপগুলো সিটি প্রশাসন আবাসন পরিস্থিতি নিয়ে বাড়িওয়ালাদের মুখোমুখি হতে এবং এমন আদালতের মামলায় হস্তক্ষেপ করতে ইচ্ছুক কিনা, যা নির্ধারণ করবে ভাড়াটিয়ারা তাদের বাড়িতে থাকতে পারবে কি না তা পরীক্ষা করবে।

নতুন মেয়র আরো বলেন, তার শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত নিউইয়র্কবাসীরা এমন অ্যাপার্টমেন্টে ফিরে যাচ্ছেন, যেখানে তার দাবি অনুযায়ী, ভাড়া বাড়লেও “খারাপ বাড়িওয়ালারা ঘরবাড়ী মেরামত করে না”। তিনি বলেন, নতুন প্রশাসন “পদক্ষেপ নিতে দেরি করবে না” এবং “এই সিটির ভাড়াটিয়াদের পক্ষেই দাঁড়াবে”।

মেয়র হিসেবে তার উদ্বোধনী ভাষণে মামদানি আবাসন-সম্পর্কিত তিনটি নির্বাহী আদেশ এর ঘোষণা দেন। প্রথম আদেশে মেয়রের ভাড়াটিয়া সুরক্ষা কার্যালয়কে পুনরুজ্জীবিত করা হয়েছে, যা অভিযোগ নিষ্পত্তি এবং বিপজ্জনক পরিস্থিতির জন্য বাড়িওয়ালাদের জবাবদিহি করার উপর দৃষ্টি দেবে বলে তিনি জানান।

মেয়র মামদানি বলেন, “আমরা নিশ্চিত করব যে ৩১১ ফোনকলের মাধ্যমে করা অভিযোগগুলোর সমাধান করা হয়,” এবং তিনি ভাড়াটিয়াদের সুস্থতার জন্য “বিপজ্জনক ও ঝুঁকিপূর্ণ হুমকির” জন্য “দুষ্ট বাড়িওয়ালাদের” জবাবদিহি নিশ্চিত করার প্রতিশ্রুতি দেন।

মেয়রের দ্বিতীয় নির্বাহী আদেশে একটি লিফট টাস্ক ফোর্স গঠন করা হয়েছে, যেটি একটি ভূমি-তালিকা তৈরির প্রচেষ্টা, যা সিটি-মালিকানাধীন সম্পত্তিগুলোকে কাজে লাগিয়ে আবাসন উন্নয়নকে দ্রুততর করার জন্যই করা হয়েছে। মামদানি বলেন, এই টাস্ক ফোর্স শহর-মালিকানাধীন স্থানগুলো পর্যালোচনা করবে এবং ১ জুলাইয়ের মধ্যে আবাসন উন্নয়নের জন্য উপযুক্ত সম্পত্তিগুলো চিহ্নিত করবে।

মামদানি বলেন, তৃতীয় আদেশে একটি স্পিড টাস্ক ফোর্স গঠন করা হয়েছে, যা আবাসন নির্মাণকে ধীর করে এমন অনুমতি সংক্রান্ত বাধাগুলো দূর করার লক্ষ্যে কাজ করবে।

তিনি আরো বলেন, উভয় টাস্ক ফোর্সই আবাসন ও পরিকল্পনা বিষয়ক ডেপুটি মেয়র লিলা জোসেফের তত্ত্বাবধানে থাকবে। মামদানি বলেন, “এগুলো ব্যাপক পদক্ষেপ, কিন্তু এটি ভাড়াটিয়াদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য একটি সমন্বিত প্রচেষ্টার মাত্র শুরু।”

তিনি ৮৫ ক্লার্কসন অ্যাভিনিউতে এই ঘোষণা দেন, যা একটি ভাড়া-নিয়ন্ত্রিত ভবন এবং তার দাবি অনুযায়ী এর মালিক পিনাকল রিয়েলটি, যাকে তিনি একজন “কুখ্যাত বাড়িওয়ালা” বলে অভিহিত করেন। তিনি বলেন, সেখানকার ভাড়াটিয়ারা তেলাপোকা এবং হিটারের অভাবে ভুগছেন।

মেয়রের মতে, ভবনটি একই বাড়িওয়ালার মালিকানাধীন ৯৩টি সম্পত্তির মধ্যে একটি, যিনি এখন দেউলিয়াত্ব প্রক্রিয়ার মধ্যে আছেন। তিনি বলেন, ভবনগুলো অন্য একজন বাড়িওয়ালার কাছে নিলামে তোলা হবে, যিনি শহরের সবচেয়ে খারাপ বাড়িওয়ালাদের তালিকায় ৬ নম্বরে রয়েছেন বলে তিনি দাবি করেন। তিনি আরও বলেন, এই সম্পত্তিগুলোতে ৫,০০০-এরও বেশি বিপজ্জনক লঙ্ঘনের ঘটনা এবং ১৪,০০০টি অভিযোগ রয়েছে।

মেয়র মামদানি বলেন, “এটি একটি অসহনীয় পরিস্থিতি।” “তাই, আজ আমরা ঘোষণা করছি যে আমরা দেউলিয়াত্বের মামলায় ব্যবস্থা নেব এবং সিটি ও ভাড়াটিয়াদের স্বার্থ রক্ষার জন্য হস্তক্ষেপ করব।”

তিনি বলেন, কর্পোরেশন কাউন্সেলের জন্য মেয়র মনোনীত ব্যক্তি স্টিভ ব্যাংকসকে “নজির সৃষ্টিকারী পদক্ষেপ” নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

মামদানি বলেন, “আমরা একজন পাওনাদার এবং আগ্রহী পক্ষ,” এবং যোগ করেন যে সিটি অর্থ পাবে এবং “নিরাপদ ও বাসযোগ্য বাড়ির” জন্য লড়াই করবে, পাশাপাশি ভাড়াটিয়ারা যে “উচ্ছেদের উল্লেখযোগ্য ঝুঁকির” সম্মুখীন হচ্ছেন, তা “কমানোর” জন্যও কাজ করবে।

হাতের মুঠোয় পরিচয় পড়ুন
2:38
Search
Weekly Parichoy
Today at 23:45
নিউইয়র্ক থেকে গত ২৯ বছর ধরে নিয়মিত প্রকাশিত সাপ্তাহিক পরিচয় এর ০৫ ডিসেম্বর, ২০২০ তারিখের (১৩৯৭ তম) সংখ্যা।
পরিচয়
ট্রাম্পের 'অর্থনৈতিক স্বর্ণযুগ' আমেরিকানদের খরচের বোঝা বাড়াবে, বলছেন বিশেষজ্ঞরা
যুক্তরাষ্ট্রের শুল্ক আরোপে শঙ্কায় বাংলাদেশ
নিরাপদে থাকুন
ই-ভার্সন পেতে আপনার ইমেইল এড্রেস পাঠিয়ে দিন
parichoyny@gmail.com

অভিযোগ পাল্টা অভিযোগ, বাদ-প্রতিবাদ আর মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ সোসাইটি'র সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত

পরিচয় রিপোর্ট: গত রবিবার (২৮ ডিসেম্বর) উডসাইডের কুইন্স প্যালেসে যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী বাংলাদেশীদের অন্যতম প্রাচীন ও বৃহত্ সংগঠন বাংলাদেশ সোসাইটি নিউ ইয়র্কের বার্ষিক এর সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বর্তমানে আজীবন সদস্যসহ সংগঠনের ১,৩২২জন সদস্যের মধ্যেদুই শতাধিক সদস্য এবারের সাধারণ সভায় যোগ দেন।

বাংলাদেশ সোসাইটির সভাপতি আতাউর রহমান সেলিমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভার শুরুতে সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আলীর উপস্থাপনায় মঞ্চে আসন গ্রহণ করেন সংগঠনের ট্রাষ্টিবোর্ডের চেয়ারম্যান শাহ নেওয়াজ, সিনিয়র সহ সভাপতি মহিউদ্দিন দেওয়ান, সহ সভাপতি কামরুজ্জামান কামরুল, সোসাইটির গঠনতন্ত্র সংশোধন কমিটির চেয়ারম্যান ও সাবেক সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ হোসেন খান, সহকারী সাধারণ সম্পাদক- আবুল কালাম ভুইয়া, কোষাধ্যক্ষ মফিজুল ইসলাম রুমি। এরপর পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত, গীতা পাঠ এবং সকল শহীদদের স্মরণে এক মিনিট নিরবতা পালন করা হয়। কোরআন তেলাওয়াত এবং বিশেষ দোয়া পরিচালনা করেন সংগঠনের সমাজকল্যাণ সম্পাদক জামিল আনসারী এবং গীতা পাঠ করেন নবাবগঞ্জ এসোসিয়েশন ইউএসএ'র সাধারণ সম্পাদক গণেশ কির্তনীয়া। পরবর্তীতে পরিবেশিত হয় জাতীয় সঙ্গীত।

আনুষ্ঠানিকভাবে সভার কার্যক্রম শুরুর পর স্বাগত বক্তব্য রাখেন সভাপতি আতাউর রহমান সেলিম। তিনি বলেন, ১৯৭৫ সালে এই সংগঠন যারা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তাদের প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ। যারা আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন তাদের রুহের মাগফিরাত কামনা করছি। তিনি বলেন, এক বছর আগে আপনারা আমাদের যে দায়িত্ব দিয়েছেন আমরা তা পালন করার চেষ্টা করছি। নির্বাচনের সময় আপনাদের আমরা যেসব প্রতিশ্রুতি দিয়েছি, তা পালনের চেষ্টা করছি। সোসাইটির ৫০ বছর পূর্তির অনুষ্ঠান করেছি। আমরা কমিউনিটি সেন্টারের জন্য ৪.৯ মিলিয়র ডলারে একটি ভবন ক্রয়ের জন্য চুক্তি করেছি। আমাদের আইনজীবীরা এখন সব কিছু পরীক্ষা করছে। সব ঠিক থাকলে আমরা এই ভবন ক্রয় করবো।

এরপর সভায় সাধারণ সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ্যের রিপোর্ট পেশ করেন যথাক্রমে সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আলী ও কোষাধ্যক্ষ মফিজুল ইসলাম ভুঁইয়া রুমি। সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আলী তা*র দী র্ঘ রিপোর্টে সংগঠনের গত এক বছরেরর কার্যক্রমের বিস্তারিত তুলে ধরেন। তিনি বর্তমান কমিটির দায়িত্বভার গ্রহণের পুর্বে রব মিয়া ও রুহুল আমিন সিদ্দিকীর নেতৃত্বাধীন কমিটির একাধিক সাংগঠনিক অনিয়ম বিশেষ করে কবরস্থান ক্রয় ও বন্টন প্রসঙ্গে অনিয়মের কথা তুলে ধরেন।

সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আলী তার রিপোর্ট পেশ করেন। যারা মধ্যে উল্লেখ রয়েছে অভিষেক ও শপথ গ্রহণ, কার্যকরি পরিষদের প্রথম সভা, কার্যকরি কমিটি ও ট্রাস্টি বোর্ডের সভা, ইমিগ্রেশন বিষয়ক সেমিনার, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন, মামুন রশীদের উপর হামলার প্রতিবাদ বিক্ষোভ, ইফতার ও দোয়া মাহফিল, গ্রেসি ম্যানসনে বাংলাদেশ হ্যারিটেজ ডে পালন, বাংলাদেশ ডে প্যারেডের আয়োজন, ট্রাস্টি বোর্ড গঠন, কনস্যুলেটে ফি কমানোর দাবিতে স্মারকলিপি প্রদান, বাংলাদেশ সোসাইটির কমিউনিটি সেন্টার, স্মল বিজনেস সার্ভিসেস ওয়ার্কশপ, পুলিশ অফিসার দিদারুল ইসলাম ও বাংলাদেশে মাইনস্টোনে বিমান দুর্ঘটনায় নিহতদের জন্য শোকসভা ও দোয়া মাহফিল, কন্স্যাল জেনারেলের সঙ্গে মতবিনিময়, সিটি, স্টেট ও ফেডারেল ফান্ড প্রাপ্তির লক্ষ্যে সভা, টি-২০ ক্রিকেপ টুর্নামেন্টের আয়োজন, এনআইডি বিষয় সেমিনার, আজীবন সদস্য সংগ্রহ, ৫০ বছর পূর্তি উদযাপন, বিজয় দিবস ও থ্যাংকসগিভিং উদযাপন, কবরস্থান সংক্রান্ত হালনাগাদ তথ্য, সোসাইটির মানবিক কার্যক্রম, চলমান মামলা, ভায়লেস, ট্যাক্স, অনলাইন মেম্বারশিপ আবেদন ব্যবস্থা।

কোষাধ্যক্ষ মফিজুল ইসলাম ভুঁইয়া রুমি কোষাধ্যক্ষ্যের রিপোর্টে গত এক বছরে সোসাইটির অর্থনৈতিক কার্যক্রমের বিস্তারিত অত্যন্ত চসত্কার ভাবে পাওয়ার পয়েন্ট ইপস্থাপনার মাধ্যমে বিস্তারিত তুলে ধরেন।

কোষাধ্যক্ষ্যের রিপোর্টে অনুযায়ী ২০২৫ সালে বাংলাদেশ সোসাইটি নিউ ইয়র্ক এর আয় ছিল ৪ লাখ ৪১ হাজার ৭০৩ ডলার আর ব্যয় হয়েছে ৫ লাখ ৫ হাজার ৯৯৫ ডলার। বর্তমানে ব্যাংকে রয়েছে ৭১ হাজার ৩৮২ ডলার। এবারই প্রথম বাংলাদেশ সোসাইটি নিউ ইয়র্কের কোষাধ্যক্ষ্যের রিপোর্টে প্রতিটি খাতে আয় এবং ব্যয়ের হিসাব স্বচ্ছতার সাথে তুলে ধরা হয়। এজন্য উপস্থিত সদস্যদের অনেকেই নিউ ইয়র্ক এর বিখ্যাত বারুক কলেজের গ্রাজুয়েট ও বর্তমান কোষাধ্যক্ষ মফিজুল ইসলাম ভুইয়া রুমির ভুয়সী প্রশংসা করেন।

রিপোর্ট দুটি উপস্থাপনের পরই মুক্ত আলোচনার শুরুতে সাবেক সাধারণ সম্পাদক জয়নাল আবেদীনের বক্তব্যকে কেন্দ্র করে সভায় সাময়িক উত্তেজনা ও হয় হৈচৈ শুরু । এসময় সভাপতি আতাউর রহমান সেলিমের আহবানে সভায় শান্ত পরিবেশ ফিরে আসে। প্রথম বক্তা জয়নাল আবেদীন বক্তব্যে রব-রুহুল কমিটির কতিপয় অসাংগঠনিক কার্যক্রম বিশেষ করে মেয়াদের শেষলগ্নে কবরস্থান সংক্রান্ত বিষয়ে গৃহীত সিদ্ধান্তের তীব্র সমালোচনা করেন। সভায় নিরাপত্তার স্বার্থে প্রাইভেট সিকিউরিটি মোতায়েন রাখা হয়।

এরপর সাবেক সাধারণ সম্পাদক রুহুল আমীন সিদ্দিকী তাঁর বক্তব্যে আনীত অভিযোগের জবাব দিয়ে কিছু অনিয়মের দায় স্বীকার করে বলেন, বুহত্তর সামাজিক কর্মকান্ডের অংশ হিসেবে নেওয়া কোন কাজে যদি অনিয়ম হয়ে থাকে তা ইচ্ছাকৃত ছিলনা। কবরস্থানের বিষয়ে তিনি ব্যাখ্যা দিয়ে বলেন যে চারটি কবরের কথা উল্লেখ করা হয়েছে তার মধ্যে একটির মুল্য পরিশেঅধ করা হয়েছে এবং বাকি তিনটির মূল্যও যতো দ্রুত সম্ভব পরিশোধ করা হবে। তাছাড়া সাধারণ সম্পাদকের রিপোর্টে উত্থাপিত নির্বাচনী প্রচারণার সময় রুহুল-জাহিদ পরিষদের নির্বাচনী প্রচারণার পোষ্টার যথাসময়ে না সরানোর কারণে পাওয়া

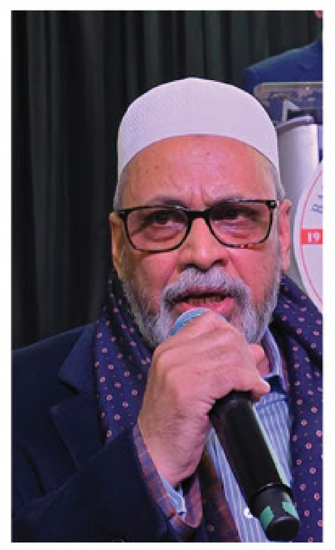

স্যানিটেশন টিকেটের দায়ও দ্রুত পরিশোধ করা হবে। এরপরও যদি কারো মনে তাঁদের কমিটির কার্যক্রমে কারণে কোন অভিযোগ থাকে তা ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখার অনুরোধ জানান রুহুল আমিন সিদ্দিকী।

বৃহত্তর নোয়াখালী সোসাইটির কবরস্থান প্রকল্প থেকে কবর ক্রয়ের বিষয়টি সাধারণ সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ্যের রিপোর্টে উল্লেখ ছিল যদিও উভয়ে জানান সে বিষয়টির নিস্পত্তি হয়েছে ইতোমধ্যে এবং সোসাইটির প্রদত্ত অর্থ সোসাইটির তহবিলে ফিরে আসতে শুরু করেছে । বাংলাদেশ সেমিট্রি থেকে কবর ক্রয়ের ২ লাখ ৪০ হাজার ডলার ফেরত দেওয়ার জন্য বৃহত্তর নোয়াখালী সোসাইটির কর্মকর্তাদের ধন্যবাদও জানান সভাপতি আতাউর রহমান সেলিম। তবে কবর ক্রয় বাবদ বৃহত্তর নোয়াখালী সোসাইটির কবরস্থান প্রকল্পে বাংলাদেশ সোসাইটি থেকে ২ লক্ষ ৫০ হাজার ডলার প্রদান করা হলেও বৃহত্তর নোয়াখালী সোসাইটির কবরস্থান প্রকল্পের পক্ষ থেকে জানানো হয় ২ লক্ষ ৫০ হাজার ডলার নয়, ২ লক্ষ ৪০ হাজার ডলার পাওয়া গেছে বাংলাদেশ সোসাইটির নিকট থেকে। বাকি ১০ হাজার ডলারের কোথায় গেল তার হদিস এখনো পাওয়া যায়নি বলে বাংলাদেশ সোসাইটির বর্তমান কমিটির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে। এ প্রসঙ্গে বাংলাদেশ সোসাইটির বর্তমান সভাপতি আতাউর রহমান সেলিম বলেন, বৃহত্তর নোয়াখালী সোসাইটির কবরস্থান প্রকল্প থেকে কবর ক্রয়ের সময় সোসাইটির গঠনতন্ত্রবিরোধী কাজ করা হয়েছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, সোসাইটির গঠনতন্ত্রে রয়েছে ২৫ হাজার ডলারের বেশী কোন কাজে অর্থ প্রদানের পুর্বে বেসাইটির বোর্ড অফ ট্রাষ্টির অনুমতি গ্রহণ করতে হয়, কবর ক্রয়ের ক্ষেত্রে তা করা হয়নি। এর উত্তরে সাবেক সাধারণ সম্পাদক রুহুল আমিন সিদ্দিকী সোসাইটির কবর সঙ্কটের কথা বিবেচনা করে কবর ক্রয়ের বিষয়ে কার্যকরী কমিটির সভায় একটি মৌখিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছিল।

পরবর্তীতে রিপোর্ট দুটির উপর আলোচনায় আরো অংশ নেন সাবেক সভাপতি এম এ আজীজ ও আজমল হোসেন কুনু, ট্রাষ্টিবোর্ডের সদস্য আব্দুর রহীম হাওলাদার, ট্রাষ্টি বোর্ডের সাবেক সদস্য মকবুল রহিম চুনুই, সোসাইটির সাবেক সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপিকা রানা ফেরদৌস চৌধুরী, জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকার সভাপতি বদরুল হোসেন খান, সাবেক নির্বাচন কমিশনার আবু নাসের ও ফিরোজ আহমেদ, সাবেক সহ সাধারণ সম্পাদক বাবুল চৌধুরী, সাবেক কর্মকর্তা ফারুক হোসেন মজুমদার, সাবেক কোষাধ্যক্ষ নিশান রহীম ও নওশাদ হোসেন, সাবেক কর্মকর্তা জামান তপন ও তোফায়েল চৌধুরী, সদস্য আলম মেহেদী, ইউনূস সরকার, সারোয়ার খান বাবু, মাসুদ এইচ সিরাজী, আব্দুল খালেক প্রমুখ।

সভায় কোন কোন সদস্য বিভিন্ন অনুষ্ঠানে সোসাইটির ফান্ড থেকে অর্থ ব্যয়ের তীব্র সমালোচনা করেণ। এছাড়াও গঠনতন্ত্র মানা না মানা, কবর ক্রয় সহ বিভিন্ন বিষয় তুলে ধরেন সদস্যরা। কথা কাটাকাটি হয় বর্তমান কমিটি ও বিদায়ী কমিটির কর্মকর্তাদের মধ্যে। ফলে সভায় একাধিকবার উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। সভায় বক্তারা বাংলাদেশ সোসাইটির ভবন ক্রয়ের ব্যাপারে সার্বিক সহযোগিতার আশ্বাস দেন। এছাড়াও গঠনতন্ত্রে নির্বাচন কমিশনের আয়-ব্যয় কার্যকরী কমিটির নিকট দাখিলের প্রস্তাব অন্তর্ভূক্ত করার দাবী এবং কেউ কেউ মাদার সংগঠন হিসেবে আঞ্চলিক সংগঠনগুলোর সমস্যা সমাধানের জন্য সোসাইটির প্রতি আহবান জানান। সোসাইটির সাবেক কোষাধ্যক্ষ নিশান রহিম জ্যামাইকায় আনুমানিক ৫ লক্ষ ডলার ব্যয়সাপেক্ষ সোসাইটির ২য় ভবন ক্রয় প্রসঙ্গে বিস্তারিত তুলে ধরে বলেন, এ ভবন সোসাইটির জন্য বিন্দুমাত্রও লাভজনক হবেনা কেননা বিধি অনুযায়ী এ ভবনের কোন সংস্কার, পরিবর্তন বা পরিবর্ধন করা যাবেনা। এ প্রসঙ্গে বাংলাদেশ সোসাইটির বর্তমান বোর্ড অফ ট্রাষ্টির চেয়ারম্যান জনাব শাহ নেওয়াজ যিনি ভবন ক্রয়ে এ পর্যন্ত সোসাইটিকে ১ লক্ষ ২৫ জাজার ডলার অনুদান দিয়েছেন বলে সোসাইটির কোষাধ্যক্ষ্যের রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে তিনি বলেন, নিশান রহিমের সকল বক্তব্যই সঠিক। তবে ভবনটি ক্রয়ের ব্যাপারে প্রাথমিক একটি কন্ট্রাক্ট গ্রহণ করা হয়েছে, চুড়ান্ত কিছু হয়নি, যাচাই বাছাইর প্রক্রিয়া চলছে। আমরা এমন কোন কাজ করবো না যাতে সোসাইটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আমরা সোসাইটির ভবনের সমস্যা বা ভায়োলেশন নিয়ে কাজ করছি। বিশেষ করে নতুন ভবন ক্রয়ে কোন অনিময় করা হবে না। যদি ভবনটি সোসাইটির জন্য ইতিবাচক না হয়, তা হলে তা ক্রয় করা হবেনা। নতুন ভবন কিংবা জমি দেখা হবে, অস্বস্তির কিছু নেই, ভবন ক্রয়ে অর্থ কোন সমস্যা নয়, প্রয়োজনে আমি আরো ২ মিলিয়ন ডলার দেবো।

সভায় উপস্থিত সদস্যদের অভিযোগ-পাল্টা অভিযোগ এবং বক্তব্যের পর সভাপতি আতাউর রহমান সেলিমের আহবানে উপস্থিত অধিকাংশ সদস্য হাত তুলে কন্ঠ ভোটে সাধারণ সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ-এর রিপোর্ট দুটি অনুমোদনের পক্ষে রায় দেন। উপস্থিত সদস্যদের মধ্যকার পারস্পরিক সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে নৈশভোজের মাধ্যমে সভার কার্যক্রম শেষ হয়।

১৫ ফেব্রুয়ারী বাংলাদেশ সোসাইটির বিশেষ সাধারণ সভা

গত ২৮ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত সাধারণ সভায় সোসাইটির গঠনতন্ত্র সংশোধন প্রসঙ্গে বিভিন সংশোধনীর উপর আলোচনা অনুষ্ঠানের কথা থাকলে সাংগঠনিক সামান্য জটিলতার কারণে তা সম্ভব হয়নি। ফলে আগামী ১৫ ফেব্রুয়ারী রবিবার অপরাহ্নে উডসাইডের কুইন্স প্যালেসে বাংলাদেশ সোসাইটি নিউ ইয়র্ক এর এক বিশেষ সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হবে বলে ঘোষণা প্রদান করেন সভাপতি আতাউর রহমান সেলিম। গঠনতন্ত্র অনুযায়ী বিশেষ সাধারণ সভায় সভায় অংমগ্রহণের জন্য সোসাইটির সদস্যপদ বহাল থাকতে হবে। যারা এক বছরের মেয়াদে সদস্যপদ গ্রহণ করছিলেন তাঁদের সদস্যপদ গত ৩১ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখে মেষ হয়ে গিয়েছে।

গ্রেটার নোয়াখালী সোসাইটির নবনির্বাচিত কমিটির অভিষেকে বিশাল কমিউনিটি সেন্টার ও ফিউনারেল হোম প্রতিষ্ঠার ঘোষণা

পরিচয় ডেস্ক: কমিউনিটির কল্যাণে ৫ থেকে ৭ মিলিয়ন ডলার ব্যয়সাপেক্ষ একটি কমিউনিটি সেন্টার নির্মাণ ও ফিউনারেল হোম প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দিয়েছেন বৃহত্তর নোয়াখালী সোসাইটির নবনির্বাচিত সভাপতি, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও কমিউনিটির অতিপরিচিত মুখ জাহিদ মিন্টু।

গত ২৫ ডিসেম্বর (বৃহস্পতিবার)নিউইর্য□ক সিটির ব্রুকলিনের ৭৮৬ কনিআইল□্যান্ডের একটি অভিজাত পার্টি হলে যুক্তরাষ্ট্রের ান্যতম বৃহত্ মানবিক ও সামাজিক সংগঠন গ্রেটার নোয়াখালী সোসাইটির নব নির্বাচিত কার্যনির্বাহী কমিটির কর্মকর্তাদের অভিষেক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে উপরোক্ত ঘোষণা প্রদান করেন জনাব জাহিদ মিন্টু । গ্রেটার নোয়াখালী সোসাইটির নবনির্বাচিত কার্যকরী কমিটির ৪ বছর মেয়াদী (২০২৬২০২৯) কার্যকরী অভিষেক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে বিপুল সংখ্যক গ্রেটার নোয়াখালী (ফেনী,নোয়াখালী ও লক্ষ্মীপুর) থেকে আগত বাংলাদেশীরা ছাড়াও বাংলাদেশের ান্যান্য অঞ্চল থেকে আগতরাও অংশগ্রহণ করেন অংশগ্রহণ করেন।

অভিষেক অনুষ্ঠানের সদস্য সচিব মাইনুলউদ্দীন মাহবুবের পরিচালনায় মঞ্চে উপবিষ্ট ছিলেন সংগঠনের ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান হাজী মফিজুর রহমান, বাংলাদেশ সোসাইটির সভাপতি আতাউর রহমান সেলিম, সংগঠনের প্রধান নির্বাচন কমিশনার মোহাম্মদ সোহেল হেলাল, বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক সভাপতি আব্দুর রব মিয়া, অভিষেক অনুষ্ঠানের আহ্বায়ক আনোয়ারুল আজিম। সদস্য সচিবকে সহযোগিতা করেন সাবেক সাধারণ সম্পাদক ইউছুপ জসীম।

ধর্ম ও সমাজ কল্যাণ বিষয়ক সম্পাদক মুহাম্মদ মনজুরুল করিমের কোরআন তেলাওয়াত এবং বাংলাদেশ ও আমেরিকার জাতীয় সংগীত পরিবেশন শেষে সংগঠনের বিদায়ী সভাপতি নাজমুল হাসান মানিকের সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন বক্তব্য রাখেন সংগঠনের ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য খোকন মোশাররফ, রফিকুল ইসলাম ভূঁইয়া, উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য শাহ আলম, প্রতিষ্ঠাতা সদস্য রেজাউল করিম চৌধুরী, সংগঠনের সাবেক সভাপতি সালামত উল্যাহ, নিউ ইয়র্কের বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক সভাপতি এম এ রব মিয়া, বর্তমান সভাপতি আতাউর রহমান সেলিম, গ্রেটার নোয়াখালি সোসাইটির বোর্ড অব ট্রাস্টির চেয়ারম্যান হাজী মফিজুর রহমান, বিদায়ী সাধারণ সম্পাদক ইউসুফ জসিম উদ্দিন, মাওলানা ইব্রাহিম, লক্ষ্মীপুর ডিস্ট্রিক্ট সোসাইটির সভাপতি মোহাম্মদ লিয়াকত আলী, নির্বাচন কমিশনের সদস্য মোস্তাক হোসেন মোশারেফ, অধ্যাপক একেএম ইব্রাহিম চৌধুরী রতন, মোহাম্মদ ফারুক আহমেদ, মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান, সংগঠনের সাবেক সাধারণ সম্পাদক নূরুল আমীন, সাবেক নির্বাচন কমিশনার আবু নাসের, কোম্পানীগঞ্জ ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ডা. নূর আলম সিদ্দিকী মুন্না, সাধারণ সম্পাদক মোশাররফ হোসেন সবুজ, বৃহত্তর নোয়াখালী সোসাইটির সিনিয়র সহ-সভাপতি তাজু মিয়া, মাসুদুর রহমান, প্রচার সম্পাদক ও প্রকাশিত ভুলুয়া ম্যাগাজিনের সম্পাদক মাহমুদুল হাসান (রুদ্র মাসুদ), সাংবাদিক শিবলী চৌধুরী কায়েস, লক্ষ্মীপুরের চেয়ারম্যান মিন্টু চৌধুরী প্রমুখ।

১৭ সদস্য বিশিষ্ট নব নির্বাচিতদের শপথ বাক্য পাঠ এবং সার্টিফিকেট প্রদান করেন -প্রধান নির্বাচন কমিশনার মোঃ সোহেল হেলাল। শপথ নেয়া কর্মকর্তারা হলেন সর্বজনাব জাহিদ মিন্টু সভাপতি, তাজু মিয়া সহ -সভাপতি, এনামুল হক রুমি সহ-সভাপতি, এ এস এম মাঈন উদ্দিন পিন্টু সাধারণ সম্পাদক, সালেহ আহমেদ চৌধুরী রুবেল সহ -সাধারণ সম্পাদক,নজরুল ইসলাম কোষাধ্যক্ষ,জামাল উদ্দিন সহ-কোষাধ্যক্ষ,নূরুল ইসলাম বাবু সাংগঠনিক সম্পাদক (অনুপস্থিত)মাহমুদুল হাসান (রুদ্র মাসুদ)প্রচার সম্পাদক, মন্জুরুল করিম ধর্ম ও সমাজ কল্যাণ সম্পাদক,মোহাম্মাদ আব্দুর রহিম ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক,মোহাম্মাদ রেজাউল হক (শামীম) দপ্তর সম্পাদক,কার্যনির্বাহী সদস্যরা হলেন: আনোয়ারুল আজিম ,ইকবাল হোসেন,এ এস এম মাঈন উদ্দিন (বাবলু) মাহমুদুল হক,হাসানুজ্জামান (বাদল) ।

তাদের প্রত□্যেককে আলাদাভাবে বিভিন্ন উপজেলা সোসাইটির নেতৃবৃন্দরা এবং সর্বশেষ আসাল ওজনপার্ক চ□্যাপটারের পক্ষ থেকে সকলকে ফুল দিয়ে বরন করে নেন ।

বাংলাদেশ থেকে অভিনন্দন জানিয়েছেন, আগামী নির্বাচনে বৃহত্তর নোয়াখালীর সংসদ সদস্য প্রার্থী শহীদ উদ্দিন চৌধুরী এ্যানি, ব্যারিস্টার মাহবুব উদ্দিন খোকন, জয়নাল আবেদীন ফারুক ও ফখরুল ইসলাম। তারা বৃহত্তর নোয়াখালী সোসাইটির সকল কর্মকাণ্ডের সঙ্গে সম্পৃক্ত থেকে আগামীতে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

সংগঠনের নবনির্বাচিত সভাপতি জাহিদ মিন্টু বলেন, আমি আপনাদের মাঝে থাকতে চাই। আশা করি আপনারা অতীতে যেভাবে সহযোগিতা করেছেন, আগামীতেও সেইভাবে সহযোগিতা করবেন। তিনি শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন যারা এ সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেছেন তাদের। যারা হারিয়ে গেছেন তাদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করেন। যার মধ্যে রয়েছেন বিএনএস বেলাল, সাবেক উপদেষ্টা আব্দুল খালেক খায়ের, কোষাধ্যক্ষ মহিউদ্দিন। সেই সঙ্গে বিদায়ী কমিটির সদস্যদের ধন্যবাদ জানান। তিনি আরো বলেন, এখন আমাদের সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন ঐক্যবদ্ধ থাকা এবং ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করে সংগঠনকে এগিয়ে নেয়া। আজকে ভাল লাগছে বৃহত্তর নোয়াখালীর সকল সংগঠনে প্রতিনিধিরা এখানে এসেছেন।'সেই সঙ্গে তিনি হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেন, যারা আমাদের প্রাণপ্রিয় সংগঠনের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করবে তাদেরও আমরা প্রতিহত করবো। তিনি বলেন, আমরা ৫ থেকে ৭ মিলিয়ন ডলার ব্যয়ে পরবর্তী প্রজেক্ট কমিউনিটি সেন্টার প্রতিষ্ঠা করবো। জ্যামাইকা এবং ব্রুকলিনে এর শাখাকেন্দ্রসহ ফিউনারেল হোম প্রতিষ্ঠা করা হবে। সমবেত সকলের উদ্দেশ্য তিনি বলেন, আপনারা সবাই সঙ্গে থাকলে এসব প্রতল্প বাস্তবায়ন করা সম্ভব। আমি নেতা হতে চাই না, আমি আপনাদের খাদেম হতে চাই।

সংগঠনের বিদায়ী সভাপতি নাজমুল হাসান মানিক বলেন, আমরা কয়েকজন বৃহত্তর নোয়াখালী সোসাইটির সঙ্গে সম্পৃক্ত হই ২০১১ সাল থেকে। এরই মধ্যে আমরা ব্রুকলিনে দুটো ভবন ক্রয় করেছি, লং আইল্যান্ডে কবর ক্রয় করেছি, আপস্টেটে বাংলাদেশ সেমিট্রি করেছি (বর্তমানে এই প্রজেক্টের কাজ চলছে)। আমি যখন দায়িত্ব নিই তখন এই সংগঠনের ফান্ডে ছিল মাত্র ১০ হাজার ডলার। আজকে আমরা এগুলো প্রজেক্ট করেও ব্যাংকে প্রায় ৪ লাখ ডলার রেখে যাচ্ছি। আগামীতে আমাদের পঞ্চম প্রজেক্ট হচ্ছে কমিউনিটি সেন্টার। আশা করি জাহিদ মিন্টুর পক্ষে এটা সম্ভব। বৃহত্তর নোয়াখালী সোসাইটির প্রতিটি প্রজেক্ট সম্ভব হয়েছে জাহিদ মিন্টুর কারণে।

বাকি অংশ ৫০ পৃষ্ঠায়

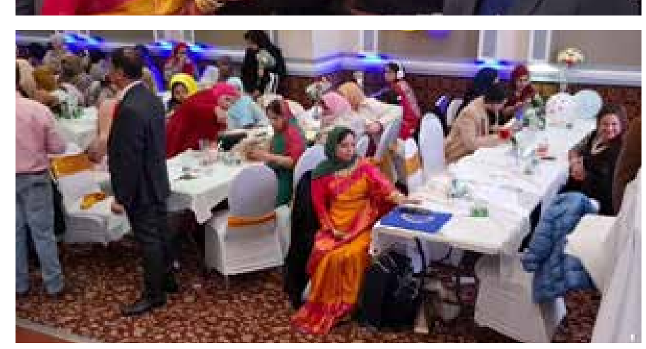

সাইপান কমিটি ইউএসএর আনন্দঘন পরিবেশে বাঙালির ঐতিহ্যবাহী পিঠা উৎসব উদযাপন

পরিচয় ডেস্ক: গত ৩০ শে ডিসেম্বর নিউ ইয়র্কের উডসাইডে কুইন্স প্যালেস মিলনায়তনে আনন্দঘন পরিবেশে বাঙালির ঐতিহ্যবাহী পিঠা উৎসবপিঠা উৎসব ও সংগীত সন্ধ্যার আয়োজন করে সাইপান কমিটি। এতে অংশ গ্রহণ করে সাইপান কমিটির সদস্যরা, তাদের পরিবারবর্গ ও কমিটির গুরুত্বপূর্ণ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও শুভাকাঙ্ক্ষী। পিঠা উৎসব হলো বাঙালির ঐতিহ্যবাহী শীতকালীন উৎসব, বাঙালির নিজস্বতা ও উৎসবপ্রিয়তার এক রঙিন উদযাপন, যা খাদ্যের পাশাপাশি সংস্কৃতি ও ভালোবাসারও প্রকাশ। প্রবাসে পিঠা উৎসবের মাধ্যমে বাঙালীর সংস্কৃতি, ঐতিহ্য পরবতী প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দেয়া এই ধরনে আয়োজনে উদ্দেশ্য। এ সময় উপস্থিত ছিলেন সংগঠনটির সভাপতি মির এম ডি মনজুরুল আলম,সাধারন সম্পাদক

রজব আলী সহ সংগঠনে সদস্যরা। সংগঠনটির সভাপতি মির এম ডি মনজুরুল আলম বলেন, প্রবাস জীবনের ব্যস্ততার মাঝেও পিঠা উৎসব মতো উপলক্ষকে কেন্দ্র করে সবাইকে একত্রিত করতে পেরে আমরা গর্বিত। এ ধরনের আয়োজন অব্যাহত থাকবে। জলি আহমেদ প্রেরিত

মেয়র মামদানি'র প্রশাসনেও সিটির প্রধান প্রশাসনিক কর্মকর্তা মীর বাসার

৫৮ পৃষ্ঠার পর

কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব পালন অব্যাহত রাখবেন বাংলাদেশি বংশোদ্ভুত মীর বাসার। গত ২০২২ সালের ১৫ জুলাই মেয়র এরিক এডামস কর্তৃক প্রধান প্রশাসনিক কর্মকর্তা হিসেবে মীর বাসার নিয়োগ পাওয়ার পর থেকেই নিউ ইয়র্ক সিটি প্রশাসনের দৈনন্দিন কার্যক্রম, অর্থ বাজেট চুক্তি ও সাধারণ প্রশাসনে গুরুত্বপুর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন।

এর আগে মীর বাসার ২০১৫ সালে বাজেট এবং আর্থিক পরিকল্পনার সিনিয়র ডিরেক্টর হিসেবে সিটি হলে এজেন্সি প্রধানদের তাদের দৃষ্টি ও লক্ষ্য পূরণের জন্য কৌশল তৈরি করতে সহায়তা করেছিলেন। মেয়র ব্লুমবার্গের সময় থেকে নিউইয়র্ক সিটি প্রশাসনে কাজ করার সময় পাস মীর বাসার গত ২৮ বছর যাবৎ একজন পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেটর, বাজেট ও প্রণয়নে গুরুত্বপুর্ণ ভুমিকা পালন করেছেন।

মীর বাসার লং ইউনিভার্সিটি থেকে পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী অর্জন করেছেন। পরে লং আইল্যান্ড ইউনিভার্সিটি থেকে এমবিএ সম্পন্ন করেছেন। বাংলাদেশে তাঁর গ্রামের বাড়ি বৃহত্তর সিলেটের হবিগঞ্জ শহরে।

তার পিতা মীর আব্দুল লতিফ ছিলেন হবিগঞ্জ পৌরসভার প্রাক্তন কমিশনার, মাতা রোকেয়া বানু ছিলেন জেলা শিক্ষা অফিসার। ছয় ভাই বোনের মধ্যে চতুর্থ মীর বাসার ৯০ এর দশকে বাবা আব্দুল লতিফ ওপি-ওয়ান ক্যাটাগরিতে অভিবাসী হয়ে সপরিবারে নিউইয়র্কে আসেন।

২০০২ সালে সেলিনা সুলতানার সঙ্গে তিনি বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন।ব্রঙ্কসের পেলহাম এলাকায় বসবাসকারী এই দম্পতির ১৮ বছর বয়সী এক কন্যা ও ১৪ বয়সী বছর বয়সী এক পুত্র সন্তান রয়েছে।

বেগম জিয়ার মৃত্যুতে নিউইয়র্কে দোয়া ও গায়েবানা জানাযা

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশের তিন তিনবারের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে শোকাচ্ছন্ন নিউইয়র্ক কম্যুনিটিতেও গায়েবানা জানাযাসহ তার বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনায় বিভিন্ন মসজিদে দোয়া-মোনাজাত অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ৩১ ডিসেম্বর বুধবার দুপুরে সবচেয়ে বড় শোক-সমাবেশ ও জানাযা অনুষ্ঠিত হয় উডসাইডে কুইন্স প্যালেসে।

যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির সাবেক সভাপতি ও বিএনপির কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির অন্যতম সদস্য আব্দুল লতিফ সম্রাটের ইমাসতিতে অনুষ্ঠিত জানাযায় বিএনিপির কেন্দ্রীয় কমিটির অপর নেতা জিল্লুর রহমান জিল্লু-সহ সর্বস্তরের নেতা-কর্মীর সাথে নিউ ইয়র্কে বাংলাদেশের কন্সাল জেনারেল মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক, পরিচয় সম্পাদক নাজমুল আহসান, নিউইয়র্কে বাংলাদেশ সোসাইটির সভাপতি আতাউর রহমান সেলিম ও সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আলী, সোসাইটির বোর্ড অফ ট্রাষ্টি সদস্য নাঈম টুটুল,যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির সাবেক কোষাধ্যক্ষ জসিম উদ্দিন ভুইয়া, এম এ সবুর,এবাদ চৌধুরী, মাকসুদ এইচ চৌধুরী,ইন্টারষ্টেট বিএনপির কাজী আজম ও ফিরোজ আহমেদ, যুক্তরাষ্ট্র যুবদলের সাবেক সভাপতি জাকির এইচ চৌধুরী ও সাবেক সাধারণ সম্পাদক আবু সাঈদ আহম্মদ, মিজানুর রহমান মিজান, আতিকুল হক আহাদ ও রেজাউল আজাদ ভুইয়া, এম এ বাতিন, আনিসুর রহমান, জাবেদ উদ্দিন, দেওয়ান কাউসার, মনিরুল ইসলাম মনির, এজিএম জাহাঙ্গীর, রিয়াজ মাহমুদ, জিয়াউর রহমান মিলন, রহিস উদ্দিন, জাসাসের সভাপতি ইঞ্জিনিয়ার সায়েম ও সাধারন সম্পাদক জাহাঙ্গীর সরওয়ার্দি, বাংলাদেশ লীগ অব আমেরিকার বেদারুল ইসলাম বাবলা, আব্দুল কাদের চৌধুরী শাহীন প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন ।

জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা ইনক'র মহান বিজয় দিবস উদযাপন

পরিচয় ডেস্ক: গত ২২ ডিসেম্বর সন্ধ্যা ৬টায় নিউইয়র্কের ব্রঙ্কস গোল্ডেন প্যালেস পার্টি হলে জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা ইনক'র উদ্যোগে বাংলাদেশের ৫৫তম মহান বিজয় দিবস উদযাপন উপলক্ষে আলোচনা সভা ও বীর মুক্তিযোদ্ধা সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সংগঠনের সভাপতি বদরুল খানের সভাপতিত্বে এবং ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক রোকন হাকিমের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ সোসাইটির সভাপতি আতাউর রহমান সেলিম, বিষেশ অতিথি ছিলেন বীর মুক্তিযোদ্ধা ফেচুগঞ্জ উপজেলার সাবেক চেয়ারম্যান নুরুল ইসলাম, বাংলাদেশ সোসাইটির বোর্ড অব ট্রাস্টি সদস্য ও জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকার ইনক-এর প্রধান নির্বাচন কমিশনার আজিমুর রহমান বোরহান, জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা ইনক-এর বোর্ড অব ট্রাস্টি ছদরুন নুর, জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকার ইনক-এর সাবেক বোর্ড অব ট্রাস্টি বীর মুক্তিযোদ্ধা তোফায়েল আহমেদ চৌধুরী, জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকার ইনক-এর সাবেক বোর্ড অব ট্রাস্টি আব্দুস শহীদ, জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকার ইনক ও বাংলাদেশ সোসাইটির ইনক-এর সাবেক বোর্ড অব ট্রাস্টি মকবুল রহিম চুলই, জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকার ইনক-এর সাবেক বোর্ড অব ট্রাস্টি এড নাসির উদ্দিন, সাবেক লাখাই ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান তাজুল ইসলাম তালুকদার, বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক সহ সাধারণ সম্পাদক সিরাজ উদ্দিন আহমেদ সোহাগ, ফেচুগঞ্জ অগানিজেশন এর সভাপতি মাহবুব আলম, হবিগঞ্জ জেলা কল্যাণ সমিতি যুক্তরাষ্ট্রের ইনক এর সভাপতি সাব্বির হোসেন ও বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ কমান্ডার মনজুর আহমেদ প্রমুখ।

সভার শুরুতে পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত দুআ করেন কমিটি এক্টিভেস্ট জালাল চৌধুরী । গীতা পাঠ করেন সুরজিত কিশোর দাশ চৌধুরী এর পরপরই বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত ও আমেরিকার জাতীয় সংগীত পরিবেশন করা হয়। শহিদের শরণে ১ মিনিট ধরিয়ে নিরবতা পালন করা হয়।

সভায় শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন বিজয় দিবস উদযাপন কমিটির আহ্বায়ক মোঃ লোকমান হোসেন লুকু, সহ-সভাপতি শামীম আহমেদ, প্রচার ও দপ্তর সম্পাদক ফয়সাল আলম, কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য মোঃ ফজল খান, মুক্তিযোদ্ধা সন্তান কাজী রবীউজ্জামান, ভাইস চেয়ারম্যান জামাল উদ্দিন, মোঃ রেজাউল করিম, রেজা আহমদুল্লাহ, বিয়ানীবাজার সমিতির নির্বাচন কমিশনার ছাত্র নেতা আব্দুল জলিল চৌধুরী প্রমুখ।

সভায় উপস্থিত ছিলেন মুক্তিযোদ্ধা সন্তান সাইফুদ্দিন আহমেদ শামীম, হবিগঞ্জ জেলা কল্যাণ সমিতির সাবেক সদস্য আসফাকুল হক চৌধুরী, সুনামগঞ্জ জেলা সমিতির কার্যকারী সদস্য শফিকুর রহমান, মৌলভীবাজার ডিস্ট্রিক্ট এসোসিয়েশনের বোর্ড অব ট্রাস্টি মেম্বার মিয়া মোঃ আলতাফ হোসেন, বিশিষ্ট কমিউনিটি এক্টিভিস্ট জালাল চৌধুরী, বিশিষ্ট কমিউনিটি এক্টিভিস্ট বিয়ানীবাজার সমিতির উপদেষ্টা গুহর চৌধুরী কিনু, বাংলাদেশ সোসাইটির অব ব্রঙ্কস নিউইয়র্কের সাধারণ সম্পাদক শেখ ওলি আহাদ, সাংগঠনিক সম্পাদক দিপনকর দে, প্রচার সম্পাদক ও প্রেস ক্লাবের নিউইয়র্কের সদস্য শেখ সফিকুর রহমান, সিলেট জেলা সমিতি ইউ এস এ ইনকের আহ্বায়ক কফিল চৌধুরী, সদস্য সচিব সাজন খান, শামসুল ইসলাম, মোঃ আবু জাফর, সরকার এ মজিদ, এম এ নাসির, জাহাঙ্গীর আলম, জিল্লুর রহমান, মোঃ আব্দুর রউফ, বিজয় কৃষ্ণ সাহা প্রমুখ। আলোচনা সভায় মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে কবিতা আবৃত্তি করেন কবি আবু তাহের চৌধুরী ও সুরজিত কিশোর দাশ চৌধুরী।

আমন্ত্রিত মুক্তিযোদ্ধার হাতে সংগঠনের পক্ষ থেকে সম্মাননা স্মারক দেওয়া হয় বীর মুক্তিযোদ্ধা বীর মুক্তিযোদ্ধা নুরুল ইসলাম, বীর মুক্তিযুদ্বা মোঃ জাওয়াদ আলী, বীর মুক্তিযুদ্বা মোহাম্মা আব্দুল হামিদ, বীর মুক্তিযুদ্বা আব্দুল বাসিত চৌধুরী, বীর মুক্তিযুদ্বা বাবরুল হোসেন বাবুল, বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ মতিউর রহমান প্রমুখ।

সংগঠনের সভাপতি বদরুল হোসেন খান অনুষ্ঠানে উপস্থিত হওয়ার জন্য আমন্ত্রিত অতিথি সহ সবাইকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক রোকন হাকিম সকল জালালাবাদবাসী এবং উপস্থিত সকল অতিথিবৃন্দকে উপস্থিত হওয়ার জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন এবং অনুষ্ঠানে কোন ধরনের ভুল ত্রুটি হলে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখার জন্য সকলের প্রতি আবেদন করেন। প্রেস বিজ্ঞপ্তি অনুসারে

GOLDEN AGE HOME CARE
GOLDEN AGE
HOME CARE
সর্বাধিক জনপ্রিয় হোম হেল্‌থ কেয়ার এজেন্সী
আমরা শীর্ষস্থানীয় PCA HOME CARE
সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান
PCA HOME CARE সেবা নিতে চান?
আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন
আমরা HHA/PCA সার্টিফিকেট প্রদান করে
আপনাকে HOME CARE সার্ভিস -এ এনরোল
করে নেব এবং সব সধরনের সেবা প্রদান করবো
Please Contact
Shah Nawaz MBA
President & CEO
GOLDEN AGE HOME CARE INC.
Tel: 718-775-7852
Cell: 646-591-8396 Text: 646-591-8396
Email: shah@goldenagehomecare.com
JACKSON HTS OFFICE
71-24 35th Avenue
Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-775-7852, Fax: 917-396-4115
BRONX OFFICE
3789 East Tremont Avenue
Bronx, NY 10465
Ph: 347-449-5983, Fax: 347-275-9834
HILLSIDE AVE. OFFICE
170-18A Hillside Ave Jamaica, NY 11432
Ph: 718-530-1820, Fax: 917-396-4115
BROOKLYN OFFICE
516 McDonald Ave Brooklyn, NY 11218
Ph: 718-540-8870, Fax: 917-396-4115
Email: info@goldenagehomecare.com | www.goldenagehomecare.com

পরিচয় PARICHOY
PUBLISHED FROM NEW YORK
Issue 1662, Saturday, January 03, 2026

পরিচয় ডেস্ক: নিউ ইয়র্ক ষ্টেটে মুসলিম হেরিটেজ মাস উদযাপন উপলক্ষে যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে বড় নগরী নিউ ইয়র্কের সিটি হলকে সবুজাভ আলোকসজ্জায় সজ্জিত করা হয়েছে যা আমেরিকার ২৫০ বছরের ইতিহাসে প্রথম। প্রসঙ্গত গত ১লা জানুয়ারী ২০২৬ এ নিউ ইয়র্ক সিটির প্রথম অভিবাসী, প্রথম আফ্রিকান-আমেরিকান ও প্রথম মুসলিম হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন ৩৪ বছর বয়স্ক উগান্ডায় জন্ম গ্রহণকারী জোহরান মামদানী। ছবিটি নিউ ইয়র্ক সিটি প্রশাসনের প্রধান প্রশাসনিক কর্মকর্তা বাংলাদেশী-আমেরিকান মীর বাশার এর সোশ্যাল মিডিয়া পোষ্ট থেকে নেওয়া।

যুক্তরাষ্ট্র থেকে পাঠানো রেমিট্যান্সের উপর ১% ফেডারেল ট্যাক্স ১ জানুয়ারি থেকে কার্যকর

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্র থেকে পাঠানো রেমিট্যান্সের উপর ১% ফেডারেল ট্যাক্স ১ জানুয়ারি, ২০২৬ থেকে কার্যকর হয়েছে, যা নগদ, মানি অর্ডার বা চেক-এর মাধ্যমে পাঠানো অর্থের উপর প্রযোজ্য; এটি মূলত "ঙহব ইরম ইবধঁঃরভঁষ ইরষষ অপঃ"-এর অধীনে একটি আবগারি কর এবং এর ফলে প্রবাসীরা দেশে টাকা পাঠালে কিছু কম পাবেন। রেমিট্যান্স ট্যাক্স হল একটি নতুন মার্কিন আইন যা নির্দিষ্ট অর্থ স্থানান্তরের উপর ১% কর যোগ করে। আপনি যদি নগদ, চেক বা মানি অর্ডার ব্যবহার করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে বিদেশে টাকা পাঠান, তাহলে অতিরিক্ত ১% নেওয়া হবে। মার্কিন ব্যাংক বা অর্থ প্রেরণকারী পরিষেবা প্রদানকারীরা এই কর *বাকি অংশ ৩২ পৃষ্ঠায়*

আমেরিকানকে বিয়ে করলেই মিলবে না গ্রিন কার্ড!

সতর্ক করছেন আইনজীবী

পরিচয় ডেস্ক: প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের অভিবাসন নীতি নিয়ে চর্চা থামার নাম নেই। দ্বিতীয়বার আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হওয়ার পর থেকেই অভিবাসন নিয়ে কড়া অবস্থান *বাকি অংশ ৪৯ পৃষ্ঠায়*

মেয়র মামদানির লক্ষ্য সিটির বাড়িওয়ালারা, ভাড়াটিয়াদের পক্ষে বিভিন্ন পদক্ষেপের ঘোষষা

পরিচয় ডেস্ক: নিউইয়র্ক সিটির মেয়র জোহরান মামদানি তার দায়িত্ব গ্রহণের প্রথম দিনেই বাড়িওয়ালা এবং আবাসন উন্নয়ন কার্যক্রমকে লক্ষ্য করে কয়েকটি নির্বাহী আদেশ জারি করেছেন। এসময় তিনি বলেছেন, ৯৩টি ভবন সংশ্লিষ্ট একজন ব্যক্তিগত বাড়িওয়ালার *বাকি অংশ ৫০ পৃষ্ঠায়*

মেয়র মামদানি'র প্রশাসনেও সিটির প্রধান প্রশাসনিক কর্মকর্তা মীর বাসার

পরিচয় ডেস্ক: গত ১লা জানুয়ারী দায়িত্বভার গ্রহণ করা নিউইয়র্ক সিটির নতুন মেয়র জোহরান মামদানির নতুন প্রশাসনেও নিউ ইয়র্ক সিটির গুরুত্বপুর্ণ প্রধান প্রশাসনিক *বাকি অংশ ৫৫ পৃষ্ঠায়*

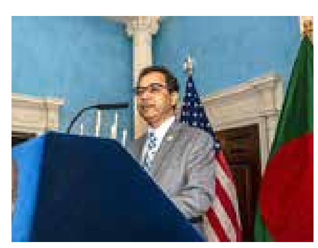

এষ্টোরিয়ার বৈশাখী'র আলু ভর্তায় মুগ্ধ নিউ ইয়র্ক সিটি মেয়র মামদানি

পরিচয় ডেস্ক: বছরের প্রথম দিন শপথ নিয়েছেন পবিত্র কোরআন ছুঁয়ে। প্রথম ভাষণেই বলেছেন, নিউইয়র্ককে বিশ্বের কাছে উদাহরণ হিসেবে গড়ে তুলবেন। দায়িত্ব গ্রহণের কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ইসরায়েলপন্থী বেশ কিছু নির্বাহী আদেশ বাতিল করে দিয়েছেন। এমন অনেক নাটকীয়তার মধ্য দিয়েই নিউইয়র্কের মেয়র হিসেবে প্রথম দিনটি কাটিয়েছেন তরুণ ডেমোক্র্যাট নেতা জোহরান মামদানি। তবে দ্বিতীয় দিনটি তিনি পার করেছেন 'আলু ভর্তা' খেয়ে। বাঙালির চিরচেনা ঘরোয়া রেসিপি 'আলু ভর্তা'য় মুগ্ধ মামদানি বিষয়টি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমেও তুলে ধরেছেন। শনিবার নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক অ্যাকাউন্টে দেওয়া এক পোস্টে মামদানি লিখেছেন, 'দ্বিতীয় দিনটি শেষ করার সেরা *বাকি অংশ ৩২ পৃষ্ঠায়*